সটীক

শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামি সিদ্ধান্তবাচস্পতি কৃত

বাঙ্গালা টীকা ও অনুবাদ সহিত।

শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

কলিকাতা;

১২৭ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, দরজীপাড়া,

"সমুন্নত-সাহিত্য-প্রকাশ কার্য্যালয়" হইতে

বসাক এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক
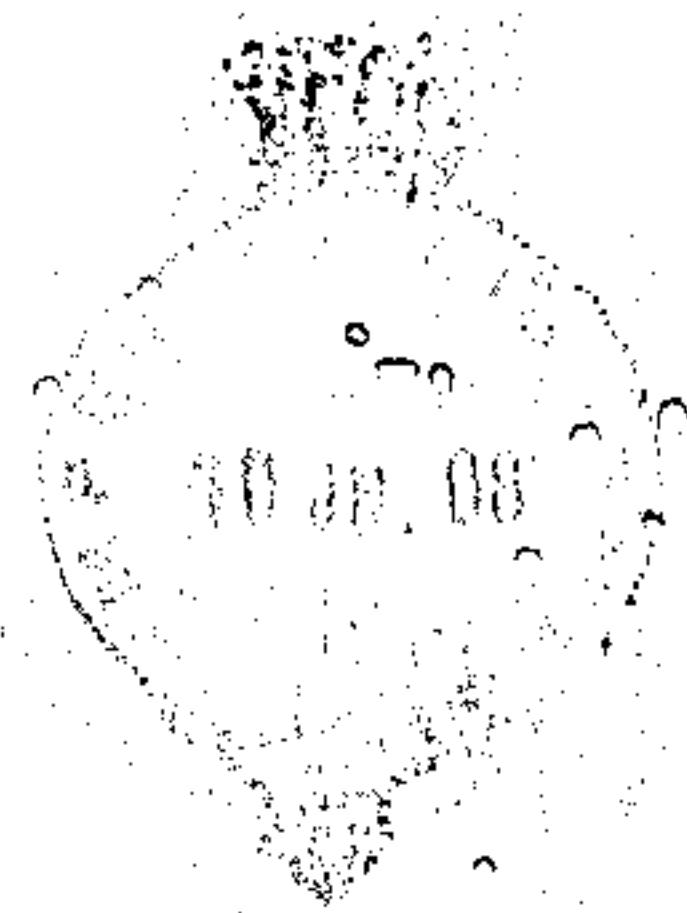
প্রকাশিত।

সটীকঃ সানুবাদশ্চ

শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ।
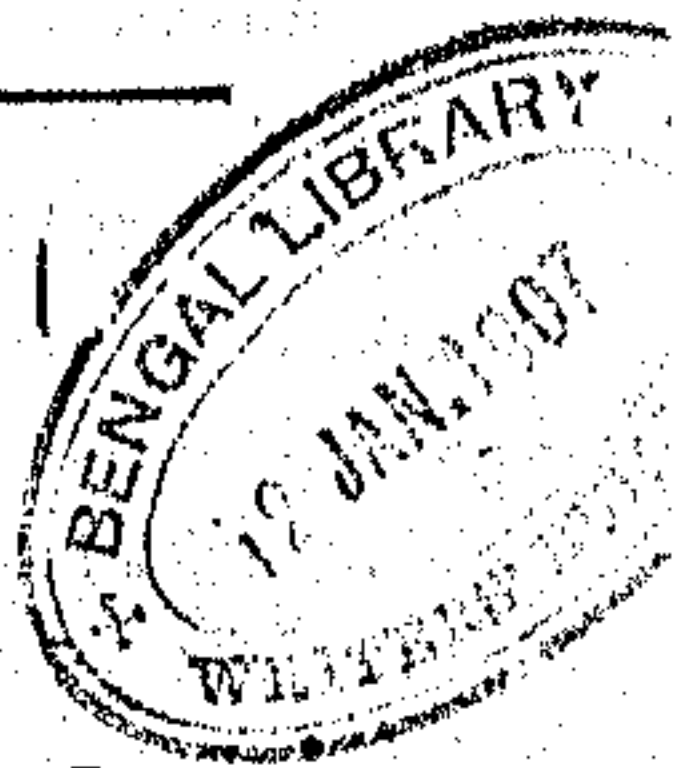
ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥ ১ ॥

উনত্রিংশে তু রাসার্থমুক্তিপ্রত্যুক্তয়ো হরেঃ। গোপীভী রাস-সংরম্ভে তস্য চান্তর্দ্ধিকৌতুকম্ ॥ ব্রহ্মাদিজয়সংরূঢ়দর্পকন্দর্প-দর্পহা। জয়তি শ্রীপতির্গোপীরাসমণ্ডলমণ্ডিতঃ ॥ নমু বিপরীত-মিদং, পরদারবিনোদেন কন্দর্পজেতৃত্বপ্রতীতেঃ, নৈবং, "যোগ-মায়ামুপাশ্রিতঃ," "আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ," "সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ" "আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ" ইত্যাদিষু স্বাতন্ত্র্যাভিধানাৎ। তস্মাদ্রাস-ক্রীড়াবিড়ম্বনং কামজয়খ্যাপনায়েত্যেব তত্ত্বং, কিন্তু শৃঙ্গার-

---

শুকদেব কহিলেন;—শ্রীভগবানে অনুরাগিণী গোপী সকল তৎপরচিত্ততা প্রযুক্ত পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার সহিত রমণে অভি-লাষিণী ছিলেন। শ্রীভগবান্ কিন্তু জাতানুরাগ হইয়াও নিজ স্বাভাবিক ধৈর্য্যসহকারে সময়বিশেষপ্রতীক্ষায় এতাবৎকাল তাঁহাদের সহিত রমণে অভিলাষ করেন নাই। সম্প্রতি শ্রীভগ-বানও অষ্টবর্ষ বয়সে শরদাগমে কার্ত্তিকপূর্ণিমায় প্রফুল্লমল্লিকা-

তদোড়ুরাজঃ ককুভঃ করৈর্মুখং
প্রাচ্যা বিলিম্পন্নরুণেন শন্তমৈঃ।
স চর্ষণীনামুদগাচ্ছুচো মৃজন্
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়া ইব দীর্ঘদর্শনঃ॥ ২ ॥
দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্তমখণ্ডমণ্ডলং
রমাননাভং নবকুঙ্কুমারুণম্।

কথাপদেশেন বিশেষতো নিবৃত্তিপরয়েং পঞ্চাধ্যায়ীতি ব্যক্তীকরিষ্যামঃ। তা রাত্রীরিতি, "যাতাঽবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্থথ ক্ষপা" ইত্যনেন প্রতিশ্রুতা ইত্যর্থঃ॥ ১॥

তদা তস্মিন্নেব ক্ষণে তৎপ্রীতয়ে উড়ুরাজশ্চন্দ্র উদগাৎ উদিতঃ। কিং কুর্ব্বন্?—দীর্ঘকালেন দর্শনং যস্য সঃ প্রিয়ঃ স্বপ্রিয়ায়া মুখম্ অরুণেন কুঙ্কুমেন যথা লিম্পতি, তথা প্রাচ্যাঃ ককুভঃ দিশো মুখং শন্তমৈঃ সুখতমৈঃ করৈঃ রশ্মিভিররুণেন উদয়রাগেন বিলিম্পন্ অরুণীকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। স প্রসিদ্ধ উড়ুরাজঃ। তথা চর্ষণীনাং জনানাং শুচঃ তাপগ্লানীঃ মৃজন্ অপনয়ন্॥ ২॥

কুমুৎ কুমুদং বিকসনীয়ং বিদ্যতে যস্য তং কুমুদ্বন্তং, ন খণ্ডং মণ্ডলং যস্য, তং, রমায়া আননস্যাস্যেব আভা যস্য তং, নবং

স্থিত পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত রাত্রি সকল সন্দর্শন করিয়া যোগমায়া উপাশ্রয় পূর্ব্বক রমণ করিতে মানস করিলেন॥ ১॥

শ্রীভগবান্ যখনই রমণে অভিলাষ করিলেন, তখন নক্ষত্রাধীশ চন্দ্র, দীর্ঘকালের পর সমাগত প্রিয় যেমন নিজ প্রেয়সীর বদনমণ্ডল রাগরঞ্জিত করেন, তদ্রূপ পূর্ব্বদিগ্বধূর মুখমণ্ডল উদয়রাগ দ্বারা সুরঞ্জিত ও সুখতম কর দ্বারা স্থাবরজঙ্গমাত্মক প্রাণীদিগের তাপগ্লানি অপনয়ন করিতে করিতে উদিত হইলেন॥ ২॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুমুদবিকাশশীল বা ধরিত্রীর আনন্দবর্দ্ধনকারী সম্পূর্ণমণ্ডল রমাদেবীর বদনপ্রভার সদৃশ প্রভাশালী

বনঞ্চ তৎকোমলগোভিরঞ্জিতং
জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্ ॥ ৩ ॥
নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং
ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।
আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ
স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ ॥ ৪ ॥
দুহন্ত্যোঽভিযযুঃ কাশ্চিদ্দোহং হিত্বা সমুৎসুকাঃ।
পয়োঽধিশ্রিত্য সংযাবমনুদ্বাস্যাপরা যযুঃ ॥

কুঙ্কুমমিব অরুণং দৃষ্ট্বা, তথা বনঞ্চ তস্য কোমলৈর্গোভীরশ্মিভিঃ রঞ্জিতং দৃষ্ট্বা, কলং মধুরং জগৌ অগায়ৎ। কথং?—বামা রুচিরা দৃশো যাসাং তাসাং মনোহরং যথা ॥ ৩ ॥

অসাপত্ন্যায় অন্যোন্যমলক্ষিতো ন জ্ঞাপিত উদ্যমো যাভিস্তাঃ। স কান্তো যত্র, তত্র গীতধ্বনিমার্গেণাজগ্মুঃ। জবেন বেগেন লোলানি চঞ্চলানি কুণ্ডলানি যাসাং তাঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণসূচকশব্দশ্রবণেন তৎস্মরণচিত্তানাং তৎক্ষণমেব ত্রৈবর্গিককর্ম্মনিবৃত্তিং দ্যোতয়ন্ত ইব অর্দ্ধাবশিষ্টং কর্ম্ম বিহায় যযুঃ,

---

নবীনকুঙ্কুমতুল্য অরুণবর্ণ চন্দ্রকে দর্শন করিয়া ও তদীয় কোমল কিরণসমূহ দ্বারা মণ্ডিত বনভূমিকে দর্শন করিয়া বামলোচনাদিগের মনোহর অব্যক্ত মধুর স্বরে বেণুগীত আরম্ভ করিলেন ॥ ৩ ॥

কামোদ্দীপক সেই বেণুগীত শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক গৃহীতমানস-ব্রজগোপী সকল পরস্পর অলক্ষিতগমনোদ্যম ও গমনবেগে চলিতকুণ্ডল হইয়া কান্ত শ্রীকৃষ্ণ যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই স্থানের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

কালবিলম্বসহনে অসমর্থা কোন কোন গোপী দোহন করাইতে করাইতে দোহন ত্যাগ করিয়া বেণুগীতাভিমুখে প্রস্থান

পরিবেষয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ।
শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদশ্নন্ত্যোঽপাস্য ভোজনম্ ॥৫॥
লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে।
ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ ॥ ৬ ॥
তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ ॥ ৭ ॥

তদাহ, দুহন্ত্য ইতি। পয়ঃ স্থালীস্থং, চুল্ল্যামধিশ্রিত্য তৎক্বাথমপ্রতীক্ষমাণাঃ কাশ্চিদ্যযুঃ। সংযাবং গোধূমকণান্নং পক্কম্, অনুদ্বাস্য অনবতার্য্য ॥ ৫ ॥

অন্যাঃ প্রমৃজন্ত্যঃ অঙ্গোদ্বর্ত্তনাদিকং কুর্ব্বত্যঃ, কাশ্চ কাশ্চিৎ। শ্রীকৃষ্ণতুষ্ট্যর্থং কর্ম্ম তদাসক্তমনসাম্ অন্যথা কৃতমপি ফলত্যেবৈতৎ দ্যোতয়ন্নাহ, ব্যত্যস্তেতি। স্থানতঃ স্বরূপতশ্চ উর্দ্ধাধোধারণেন বিপর্য্যয়ং প্রাপ্তানি বস্ত্রাভরণানি যাসাং তাঃ ॥ ৬ ॥

ন চ শ্রীকৃষ্ণাকৃষ্টমনসাং বিঘ্নাঃ প্রভবন্তীত্যাহ, তা বার্য্যমাণা ইতি ॥ ৭ ॥

করিলেন। কেহ কেহ পাত্রস্থ দুগ্ধ চুল্লীর উপর আরোপিত করিয়া উহার ক্বাথ উত্থিত হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়াই গমন করিলেন। অপর কেহ কেহ পক্কগোধূমকণান্ন চুল্লী হইতে অবতারণ না করিয়াই গমন করিলেন ॥ ৫ ॥

কেহ কেহ পরিবেষণ করিতে করিতে উহা ত্যাগ করিয়া, কেহ কেহ ভগিনী প্রভৃতির শিশুদিগকে গোদুগ্ধ পান করাইতে করাইতে উহা ত্যাগ করিয়া, কেহ কেহ পতির সেবা করিতে করিতে উহা ত্যাগ করিয়া, কেহ কেহ ভোজন করিতে উহা ত্যাগ করিয়া ॥ ৬ ॥

কেহ কেহ শরীরে চন্দনাদি লেপন করিতে করিতে উহা ত্যাগ করিয়া, কেহ কেহ অঙ্গাদি মার্জ্জন করিতে করিতে উহা ত্যাগ করিয়া, কেহ কেহ লোচনে অঞ্জন প্রদান করিতে করিতে উহা ত্যাগ করিয়া এবং অপর কেহ কেহ

অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্‌গোপ্যঽলব্ধবিনির্গমাঃ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ ॥ ৮ ॥
দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপধুতাশুভাঃ।
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষনির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ ॥ ৯ ॥
তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ ॥ ১০ ॥

ন লব্ধো বিনির্গমো যাভিস্তাঃ, প্রাগপি তদ্ভাবনাযুক্তাঃ, তদা নিতরাং দধ্যুরিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

কিঞ্চ তদানীমেব তং পরমাত্মানং শ্রীকৃষ্ণং ধ্যানতঃ প্রাপ্তাঃ সত্যঃ গুণময়ং দেহং জহুরিত্যাহ শ্লোকদ্বয়েন। নমু কথং জহুঃ, পরমাত্মেতি জ্ঞানাভাবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ, জারবুদ্ধ্যাপীতি। ন হি বস্তুশক্তির্বুদ্ধিমপেক্ষতে অন্যথা মত্তাপি পীতামৃতবদিতি ভাবঃ। নমু তদপি প্রারব্ধকর্ম্মবন্ধনে সতি কথং জহুস্তত্রাহ, সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনা ইতি। নমু কথং ভোগমন্তরেণ প্রারব্ধং কর্ম্ম ক্ষীণং, ভোগেনৈব সদ্যঃ ক্ষীণমিত্যাহ, দুঃসহ ইতি।

বিপর্য্যস্তবস্ত্র ও বিপর্য্যস্তালঙ্কার হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সমীপে গমন করিলেন ॥ ৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অপহৃতচিত্ত গোপীসকল এতই মোহিত হইয়া গমন করিতেছিলেন যে তৎকালে তাঁহারা পতি পিতা ভ্রাতা ও অপর বন্ধুগণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও গমন হইতে নিবৃত্ত হইলেন না ॥ ৮ ॥

গৃহমধ্যস্থিত কোন কোন গোপী পতি প্রভৃতি কর্ত্তৃক দ্বাররুদ্ধ হওয়াতে বহির্গমনে অসমর্থতা প্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের ভাবনাযুক্ত হইয়া নিমীলিত নয়নে তাঁহাকেই ধ্যান করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের দুঃসহ বিরহতাপে তাঁহাদিগের অশুভ সকল বিনষ্ট হইয়া গেল এবং ধ্যানলব্ধ তদীয় আলিঙ্গন হইতে উৎপন্ন আনন্দে তাঁহাদিগের মঙ্গল সকলও ক্ষয়প্রাপ্ত হইল ॥ ১০ ॥

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ।

কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং ন তু ব্রহ্মতয়া মুনে।
গুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথম্‌ ॥ ১১ ॥

শ্রীশুক উবাচ।

উক্তং পুরস্তাদেতৎ তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথা গতঃ।
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ ॥ ১২ ॥

দুঃসহো যঃ প্রেষ্ঠবিরহস্তেন যস্তীব্রস্তাপস্তেন ধুতানি গতানি অশুভানি যাসাং তাঃ; তদপ্রাপ্তিপরমদুঃখভোগেন পাপং ক্ষীণমিত্যর্থঃ। তথা ধ্যানেন প্রাপ্তা অচ্যুতস্য আশ্লেষেণ যা নির্বৃতিঃ পরমসুখভোগ স্তয়া ক্ষীণং মঙ্গলং পুণ্যবন্ধনং যাসাং তাঃ। অতো ধ্যানেন পরমাত্মপ্রাপ্তেস্তৎকালসুখদুঃখাভ্যাং চ নিঃশেষকর্ম্মক্ষয়াৎ গুণময়ং দেহং জহুঃ ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

ননু চ যথা পতিপুত্রাদীনাং বস্তুতো ব্রহ্মত্বেঽপি, ন তু তত্তদ্ভজনান্মোক্ষঃ, তথাবুদ্ধ্যভাবাৎ, এবং শ্রীকৃষ্ণেঽপি ব্রহ্মবুদ্ধ্যভাবেন তৎসঙ্গতিঃ কথং মোক্ষহেতুরিতি শঙ্কতে, কৃষ্ণং বিদুরিতি। পরং কেবলং; কান্তং কমনীয়ম্‌ ॥ ১১ ॥

পরিহরতি, উক্তমিতি। অয়ং ভাবঃ, জীবেষ্বাবৃতং ব্রহ্মত্বং শ্রীকৃষ্ণস্য তু হৃষীকেশত্বাৎ অনাবৃতম্‌, অতো ন তত্র বুদ্ধ্যপেক্ষেতি ॥ ১২ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে সদ্য বিমুক্তবন্ধন গোপীসকল জারবুদ্ধি দ্বারাও পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া গুণময় শরীর পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১১ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন;—মুনিবর, গোপী সকল শ্রীকৃষ্ণকে কেবল কান্ত বলিয়াই জানিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রহ্ম বলিয়া বিদিত হয়েন নাই, অতএব সেই গুণাসক্তমতি গোপীদিগের অনিত্য দেহের উপরতি হইতে পারিলেও তাঁহাদিগের গুণপরম্পরার উপরতি হইল কিরূপে ॥ ১২ ॥

নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তি র্ভগবতো নৃপ।
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ ॥ ১৩ ॥
কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে ॥ ১৪ ॥
ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে ॥ ১৫ ॥
তা দৃষ্টান্তিকমায়াতা ভগবান্ ব্রজযোষিতঃ।
অবদদ্বদতাং শ্রেষ্ঠো বাচঃ পেশৈ র্বিমোহয়ন্ ॥ ১৬ ॥

নমু দেহী কথম্ অনাবৃতঃ স্যাদত আহ, নৃণামিতি। গুণাত্মনঃ গুণনিয়ন্তুর্ভগবত এব এবংরূপাভিব্যক্তিঃ, অতো ন দেহিসাদৃশ্যমত্র বক্তুং যুজ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

অতো যথাকথঞ্চিত্তদাসক্তির্মুক্তিকারণমিত্যাহ, কামমিতি। ঐক্যং সম্বন্ধং, সৌহৃদং ভক্তিম্ ॥ ১৪ ॥

ন চ ভগবতোঽয়মতিভার ইত্যাহ, ন চৈবমিতি। যতঃ শ্রীকৃষ্ণাদেতৎ স্থাবরাদিকমপি বিমুচ্যতে ॥ ১৫ ॥

প্রস্তুতমাহ, তা ইত্যাদি। বাচঃ পেশৈর্বাগ্বিলাসৈঃ ॥ ১৬ ॥

শুকদেব কহিলেন ;—ইহা তোমাকে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণকে দ্বেষ করিয়াও শিশুপাল যখন সিদ্ধি প্রাপ্ত হইল, তখন অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় গোপী সকল যে সিদ্ধি পাইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি আছে ? ॥ ১৩ ॥

হে রাজন্, মনুষ্যদিগের পরম মঙ্গলের নিমিত্ত অব্যয় অপ্রমেয় নির্গুণ গুণাত্মা ভগবানের প্রাকট্য ॥ ১৪ ॥

যাঁহারা নিত্য শ্রীহরিতে কাম ক্রোধ ভয় স্নেহ ঐক্য অথবা সৌহার্দ্দ বিধান করেন, তাঁহারা নিশ্চয় তন্ময়তা লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

যে শ্রীকৃষ্ণ হইতে এই স্থাবরজঙ্গম প্রাণিমাত্র মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তুমি সেই অজ যোগেশ্বরদিগেরও

শ্রীভগবানুবাচ।

স্বাগতং বো মহাভাগাঃ প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ
ব্রজস্যানাময়ং কচ্চিদ্‌ব্রূতাগমনকারণম্‌ ॥ ১৭ ॥
রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা।
প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ ॥ ১৮ ॥
মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ।
বিচিন্বন্তি হ্যপশ্যন্তো মা কৃঢ্‌বং বন্ধুসাধ্বসম্‌ ॥ ১৯ ॥

সর্ব্বাঃ সসম্ভ্রমমাগতা বিলোক্য সভয়মিবাহ, ব্রজস্যেতি ॥ ১৭॥

লজ্জয়া মন্দহসিতমালক্ষ্যাহ, রজন্যেষেতি ॥ ১৮ ॥

কিঞ্চ মাতর ইতি। বিচিন্বন্তি মৃগয়ন্তি। বন্ধূনাং সাধ্বসং মা কৃঢ্‌বং মা কুরুতেত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

ঈশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণে মোক্ষদানাসম্ভাবনারূপ বিস্ময় করিও না ॥ ১৬ ॥

সেই ব্রজবাসীগণকে সমীপে আগত দেখিয়া বক্তৃশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মনোহর বাগ্‌বিলাস দ্বারা বিমোহিত করিবার নিমিত্ত বলিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

শ্রীভগবান্‌ বলিলেন ;—হে মহাভাগ্যবতীগণ, তোমাদিগের আগমন সুন্দর হইয়াছে। তোমাদিগের কি প্রিয়াচরণ করিব? ব্রজের কুশল ত? আগমনের কারণ কি, বল ॥ ১৮ ॥

হে সুকুমারী সকল, এই রাত্রি ভয়ঙ্কররূপ ও ব্যাঘ্রসর্পাদি ভয়ঙ্কর প্রাণি কর্ত্তৃক নিষেবিত, অতএব এই বনে স্ত্রীলোকদিগের থাকা উচিত হয় না, ব্রজে প্রতিগমন কর। পক্ষান্তরে—হে সুকুমারী সকল, এই রাত্রি ভয়ঙ্কর নয় এবং ভয়ঙ্কর প্রাণিগণ কর্ত্তৃক নিষেবিত নয়, অতএব এই বনে স্ত্রীলোকদিগের থাকা উচিত, ব্রজে প্রতিগমন করিও না ॥ ১৯ ॥

দৃষ্টং বনং কুসুমিতং রাকেশকররঞ্জিতম্।
যমুনানিললীলৈজত্তরুপল্লবশোভিতম্॥ ২১॥
তদ্‌যাত মা চিরং ঘোষং শুশ্রূষধ্বং পতীন্ সতীঃ।
ক্রন্দন্তি বৎসা বালাশ্চ তান্ পায়য়ত দুহ্যত॥ ২২॥
অথবা মদভিস্নেহাদ্‌ভবত্যো যন্ত্রিতাশয়াঃ।
আগতা হ্যুপপন্নন্তৎ প্রীয়ন্তে মম জন্তবঃ॥ ২৩॥

ইষৎপ্রণয়কোপেন অন্যতো বিলোকয়ন্তীঃ প্রত্যাহ, দৃষ্টমিতি। রাকেশস্য পূর্ণচন্দ্রস্য করৈ রঞ্জিতম্। যমুনাস্পর্শিনোঽনিলস্য লীলা মন্দগতিস্তয়া এজন্তঃ কম্পমানাস্তরূণাং পল্লবাস্তৈঃ শোভিতম্॥ ২০॥

সতীঃ হে সত্যঃ॥ ২১॥

সংরম্ভক্ষুভিতদৃষ্টীঃ প্রত্যাহ, অথবেতি। যন্ত্রিতাশয়াঃ বশীকৃতচিত্তাঃ। উপপন্নং যুক্তম্। মম মত্তঃ সর্ব্বে প্রাণিনঃ প্রীয়ন্তে প্রীতা ভবন্তি॥ ২২॥

তোমাদিগের মাতা পিতা পুত্র ভ্রাতা ও পতি সকল তোমাদিগকে না দেখিয়া অন্বেষণ করিতেছে, অতএব বন্ধুদিগের ভয় উৎপাদন করিও না॥ পক্ষান্তরে—তোমাদিগের পিতা মাতা পুত্র ভ্রাতা ও পতি সকল তোমাদিগকে অন্বেষণ করিয়াও দেখিতে পাইতেছে না, অতএব বন্ধুদিগের হইতে ভয় করিও না॥ ২০॥

কুসুমিত পূর্ণশশধরপ্রকাশিত যমুনাস্পর্শী বায়ুর মৃদুমন্দ হিল্লোলে কম্পমান তরুপল্লব দ্বারা শোভিত বন দর্শন করা হইয়াছে॥ পক্ষান্তরেও ঐ অর্থই॥ ২১॥

অতএব ব্রজে প্রতিগমন কর, বিলম্ব করিও না। হে সতীসকল, পতি সকলের শুশ্রূষা কর। বৎস ও বৎসপাল সকল ক্রন্দন করিতেছে। উঁহাদিগকে দোহন ও পান করাও॥ পক্ষান্তরে—অতএব সমস্ত রাত্রি ব্রজে গমন করিও না। পতিসকলের শুশ্রূষা করিও না। বৎস ও বালক সকল ক্রন্দন করিতেছে, তাহাদিগকে দোহন ও পান করাইও না॥ ২২॥

ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্মো হ্যমায়য়া।
তদ্বন্ধূনাঞ্চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাঞ্চানুপোষণম্ ॥ ২৪
দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোঽপি বা।
পতিঃ স্ত্রীভি র্ন হাতব্যো লোকেপ্সুভিরপাতকী ॥২৫
অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহম্।
জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্র হ্যৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ ॥ ২৬
শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানান্ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্ ॥ ২৭ ॥

শ্রীশুক উবাচ।

ইতি বিপ্রিয়মাকর্ণ্য গোপ্যো গোবিন্দভাষিতম্।
বিষণ্ণা ভগ্নসঙ্কল্পাশ্চিন্তামাপুর্দুরত্যয়াম্ ॥ ২৮ ॥

দৃষ্টাদৃষ্টভয়প্রদর্শনেন নিবর্ত্তয়তি, ভর্ত্তুরিত্যাদি শ্লোকত্রয়েণ ॥ ২৩॥
ফল্গু তুচ্ছং, কৃচ্ছ্রং দুঃখসম্পাদকম্ ঔপপত্যম্ জারসৌখ্যম্ ॥২৪॥
কিঞ্চ শ্রবণাদিতি ॥ ২৫ ॥

অথবা আমাতে সম্যক্ স্নেহবশতঃ বশীকৃতচিত্ত হইয়া তোমরা এই স্থানে আসিয়াছ, তাহা যুক্তই হইয়াছে, যেহেতু প্রাণিমাত্রই আমার প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়া থাকে ॥ পক্ষান্তরে— অথবা আমাতে কান্তভাবময় প্রেম বশতঃ বশীকৃতচিত্ত হইয়া যদি তোমরা আগমন করিয়া থাক, তবে উহা যুক্তই হইয়াছে। জন্তুরাও যখন মৎসম্বন্ধে প্রীতিযুক্ত হইয়া থাকে, তখন তাদৃশভাববতী তোমাদিগের কথা কি। ॥ ২৩ ॥

হে কল্যাণী, সকল কাপট্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পতির ও তদীয় বন্ধুবর্গের শুশ্রূষা এবং পুত্রকন্যাদিগের লালনপালনই স্ত্রীজাতির পরম ধর্ম্ম ॥ ২৪ ॥

পুণ্যলোকলাভাভিলাষিণী স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক দুশ্চরিত্র দুর্ভাগ্য বৃদ্ধ

কৃত্বা মুখান্যব শুচঃ শ্বসনেন শুষ্যদ্-
বিম্বাধরাণি চরণেন ভুবং লিখন্ত্যঃ।
অস্রৈরুপাত্তমসিভিঃ কুচকুঙ্কুমানি
তস্থুর্মৃজন্ত্য উরুদুঃখভরাঃ স্ম তূষ্ণীম্॥ ২৯॥

চিন্তাপ্রাপ্তানাং স্থিতিমাহ, কৃত্বেতি। শুচঃ শোকাদ্ধেতোঃ যেন শ্বসনেন শুষ্যন্তো বিম্বফলসদৃশা অধরা যেষু মুখেষু, তানি অব অবাঞ্চি কৃত্বা, তথা চরণাঙ্গুষ্ঠেন ভুবং মহীং লিখন্ত্যঃ, তথা গৃহীতকজ্জলৈরশ্রুভিঃ কুচকুঙ্কুমানি ক্ষালয়ন্ত্যঃ, তুষ্ণীং স্থিতাঃ, যতঃ উরুদুঃখভরো যাসাং তাঃ॥ ২৯॥

জড় রোগী বা নির্ধন হইলেও অপাতকী পতি পরিত্যাজ্য নহেন॥ ২৫॥

কুলকামিনীর সম্বন্ধে পরপুরুষসম্বন্ধজন্য সুখ (পক্ষান্তরে পতির সামীপ্য) স্বর্গপ্রাপ্তির প্রতিকূল যশোনাশক তুচ্ছ দুঃখ-সাধ্য ভয়প্রদ ও সর্ব্বত্র নিন্দনীয়ই হইয়া থাকে॥ ২৬॥

শ্রবণ দর্শন ধ্যান ও অনুকীর্ত্তনে আমাতে যেরূপ স্নেহা-তিশয় জন্মে, অঙ্গসম্বন্ধে তদ্রূপ জন্মে না, অতএব গৃহে প্রতিগমন কর॥ পক্ষান্তরে—সম্বন্ধবিশেষ দ্বারা আমাতে যেরূপ স্নেহাতিশয় লাভ হয়, শ্রবণ দর্শন ধ্যান ও অনুকীর্ত্তন হইতে সেরূপ স্নেহাতিশয় লাভ হয় না, অতএব গৃহে প্রত্যাগমন করিও না॥ ২৭॥

শুকদেব কহিলেন;—এই প্রকার ভগবদুক্ত অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষণ্ণ ও ভগ্নসঙ্কল্প গোপীসকল দুরত্যয় চিন্তাতে পতিত হইলেন॥ ২৮॥

গুরুতর দুঃখভারে আক্রান্ত গোপীসকল শোকোত্থ উষ্ণশ্বাস দ্বারা শুষ্ক বিম্বাধর বিশিষ্ট মুখ অবনত করিয়া চরণ দ্বারা ভূমিখনন ও বিগলিত কজ্জলমিশ্রিত নেত্রজল দ্বারা স্তনগত কুঙ্কুম প্রক্ষালন করিতে করিতে নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন॥ ২৯॥

প্রেষ্ঠং প্রিয়েতরমিব প্রতিভাষমাণং
কৃষ্ণং তদর্থবিনিবর্ত্তিতসর্ব্বকামাঃ।
নেত্রে বিমৃজ্য রুদিতোপহতে স্ম কিঞ্চিৎ
সংরম্ভগদ্গদগিরোঽব্রুবতানুরক্তাঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রীগোপ্য উচুঃ।

মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং
সংত্যজ্য সর্ব্ববিষয়াংস্তব পাদমূলম্।
ভক্তা ভজস্ব দুরবগ্রহ মা ত্যজাস্মান্
দেবো যথাদিপুরুষো ভজতে মুমুক্ষূন্ ॥ ৩১ ॥

কিঞ্চ প্রেষ্ঠমিতি। কিঞ্চিৎ সংরম্ভেণ কোপাবেশেন গদ্গদা গিরো যাসাং তাঃ, অব্রুবত স্ম অব্রুবন্। সংরম্ভে কারণং, প্রেষ্ঠমিত্যাদি। প্রিয়েতরমিব প্রতিভাষমাণং প্রত্যাচক্ষাণং ॥ ৩০ ॥

নৃশংসং ক্রূরং। দুরবগ্রহ স্বচ্ছন্দ। পাদমূলং ভক্তাঃ সেবিতবতীরস্মান্ ভজস্ব, মা ত্যজেতি ॥ ৩১ ॥

তাঁহাতেই অনুরাগযুক্ত এবং তাঁহার প্রাপ্তির নিমিত্তই বিশেষরূপে সর্ব্ববিষয় পরিত্যাগকারিণী ও কিঞ্চিৎ কোপাবেশ বশতঃ স্খলিতাক্ষরবচনবিশিষ্টা গোপীগণ রোদন দ্বারা লুপ্তদৃষ্টি নেত্রদ্বয় মার্জ্জনানন্তর অপ্রিয়বৎ আলাপপরায়ণ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

গোপীগণ বলিলেন ;—হে স্বচ্ছবর্ত্তিন্ বিভো, আপনি এই প্রকার নিষ্ঠুর বাক্য বলিতে যোগ্য হয়েন না। আমরা সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার পাদপদ্ম সেবা করিতেছি, আমাদিগকে ত্যাগ করিবেন না, পরন্তু আদিপুরুষ দেব শ্রীনারায়ণ যেরূপ মুমুক্ষুদিগের মোক্ষাভিলাষ সম্পাদন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আমাদিগের অভিলাষ সম্পাদন করুন ॥ ৩১ ॥

যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ
স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মবিদা ত্বয়োক্তম্ ।
অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে
প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা ॥ ৩২ ॥

অপি তু যদুক্তং, যৎপত্যপত্য ইত্যাদি, ত্বয়া ধর্ম্মবিদেতি সোপহাসং, এবমেতৎ উপদেশানাং পদে বিষয়ে ত্বয্যেবাস্তু । উপদেশপদত্বে হেতুঃ, ঈশে ইতি, বিবিদিষা বাক্যেন সর্ব্বোপদেশানাং ঈশপরত্বাবগমাদিতি ভাবঃ । ঈশত্বে হেতুঃ, আত্মা কিল ভবানিতি ভোগ্যস্য হি সর্ব্বস্য ভোক্তাত্মৈবেশ ইতি । অতঃ প্রেষ্ঠো বন্ধুশ্চ ভবানেবেতি সর্ব্ববন্ধুষু করণীয়ং ত্বয্যেবাস্ত্বিত্যর্থঃ । অথবা ;—ধর্ম্মোপদেশানাং পদে স্থানে, ধর্ম্মোপদেষ্টরি ত্বয়ি সতি, অস্মাসু চ ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানাসু স্ত্রীষু ধর্ম্মবিদা ত্বয়া যদুক্তং, এবমেতদস্তু ; ন তু ত্বং ধর্ম্মোপদেষ্টা কিন্তু ভবানাত্মেতি । অয়মর্থঃ ;—সর্ব্বধর্ম্মফলরূপত্বমেব যদি প্রাপ্তস্তদা কিমন্যেন ধর্ম্মানুষ্ঠানসন্ধানেন ইতি, ন বা বয়ং ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানাঃ । অথবা ;—যদুক্তং, এতদুপদেশপদে ত্বদন্যেষু পুরুষেঽস্তু নাম, ত্বয়ি তু ঈশে স্বামিনি সতি এবং ?—কাক্কা নৈবমিত্যর্থঃ । যতস্তনুভৃতাং ত্বমাত্মা ফলরূপ ইতি । যদ্বা ;—যদুক্তং পত্যাদিশুশ্রূষণং ধর্ম্ম ইতি, এবমেতৎ ত্বয্যেবাস্তু । কুতঃ ?—উপদেশপদে শুশ্রূষণীয়ত্বেন উপদিশ্যমানানাং পত্যাদীনাং পদে অধিষ্ঠানে । কুতঃ ?—ঈশে, ন হীশ্বরমধিষ্ঠানং বিনা কোঽপি পতিপুত্রাদি র্নামেতি । ন হি অধিষ্ঠানভূতরজ্জুসত্তাং বিনা কল্পিতানাং সর্পাদিকমরোপ্য স্ফুরতীতি ভাবঃ । অন্যৎ সমানং । অলমতিবিস্তরেণ ॥ ৩২ ॥

হে কৃষ্ণ, "পতি পুত্র ও বন্ধুবান্ধবগণের অনুবৃত্তি স্ত্রীদিগের স্বধর্ম্ম" এই যাহা ধর্ম্মবেত্তা তুমি বলিলে, ইহা উপদেশের বিষয় অর্থাৎ ধর্ম্মোপদেষ্টা বা "শুশ্রূষণীয়রূপে উপদিশ্যমান পতিপুত্রাদির আশ্রয় ঈশ্বরস্বরূপ তোমাতেই সঙ্গত হউক । কারণ, আপনিই দেহধারীদিগের আত্মা, প্রিয়তম, বন্ধু ॥ ৩২ ॥

কুর্ব্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলাঃ স্ব আত্মন্
নিত্যপ্রিয়ে পতিসুতাদিভিরার্ত্তিদৈঃ কিম্।
তন্নঃ প্রসীদ বরদেশ্বর মা স্ম ছিন্দ্যা
আশাং ধৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র ॥ ৩৩ ॥
চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং গৃহেষু
যন্নির্বিশত্যুত করাবপি গৃহ্যকৃত্যে।
পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাদ্-
যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিংবা ॥ ৩৪ ॥

এতৎ সদাচারেণ দ্রঢ়য়ন্ত্যঃ প্রার্থয়ন্তো, কুর্ব্বন্তি হীতি। কুশলাঃ শাস্ত্রনিপুণাঃ। তথাচ শাস্ত্রং, "কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মালোক" ইত্যাদি॥ ৩৩ ॥

কিঞ্চ প্রতিযাতেতি যদুক্তং, তদশক্যং, ত্বয়ৈব চিত্তাদীনামপহৃতত্বাদিত্যাহুঃ, চিত্তমিতি। যদস্মাকং চিত্তং এতাবন্তং কালং সুখেন গৃহেষু নির্ব্বিশতি, তৎ ত্বয়া অপহৃতং, করাবপি যৌ গৃহ্যকৃত্যে নির্বিশতস্তাবপি। সুখাত্মনা ত্বয়েতি বা॥ ৩৪ ॥

সারাসারবিবেকনিপুণ জ্ঞানিগণ স্বভাবিকপ্রেমাস্পদ আত্মার আত্মা পরমাত্মা তোমাতেই রতি করিয়া থাকেন। পীড়াদায়ক পতিপুত্রাদি দ্বারা কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? অতএব পদ্মপলাশলোচন, প্রসন্ন হও। হে বরদেশ্বর, আমাদিগের সুচিরকাল হইতে তোমাতে নিবদ্ধ ভাবকে ছেদন করিও না॥ ৩৩ ॥

আমাদিগের যে চিত্ত এতাবৎকাল গৃহে নিবিষ্ট ছিল, তাহা এক্ষণে সুখস্বরূপ তোমাকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে। যে করদ্বয় গৃহকার্য্যে নিবিষ্ট ছিল, তাহাও তোমাকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে। আর পাদদ্বয়ও তোমার পাদমূল হইতে পদমাত্রও চলিতে চায় না। অতএব কিরূপে ব্রজে গমন করিব? কোন রূপে যাইয়াও কি বা করিব? ॥ ৩৪ ॥

সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃতপূরকেণ
হাসাবলোককলগীতজহৃচ্ছয়াগ্নিম্ ।
নো চেদ্বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা
ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে ॥ ৩৫ ॥
যর্হ্যম্বুজাক্ষ তব পাদতলং রমায়া
দত্তক্ষণং ক্বচিদরণ্যজনপ্রিয়স্য ।
অস্প্রাক্ষ্ম তৎপ্রভৃতি নান্যসমক্ষমঙ্গঃ
স্থাতুং ত্বয়াভিরমিতা বত পারয়ামঃ ॥ ৩৬ ॥

অতোহঙ্গ হে শ্রীকৃষ্ণ নোঽস্মাকং তবাধরামৃতপূরকেণ, তেনৈব হাসসহিতেনাবলোকনেন, কলগীতেন চ জাতো যো হৃচ্ছয়াগ্নিঃ কামাগ্নিস্তং সিঞ্চ, নো চেদ্বয়ং তাবদেকোঽগ্নিস্তথা বিরহাজ্জনিষ্যতে যোঽগ্নিস্তেন চ উপযুক্তদেহা দগ্ধশরীরাঃ, যোগিন ইব তে পদবীমন্তিকং ধ্যানেন যাম প্রাপ্নুয়াম ॥ ৩৫ ॥

ননু স্বপতীনেবোপগচ্ছত, ত এব তমগ্নিং সিঞ্চেয়ুরিতি, তত্রাহুঃ, যর্হীতি। রমায়া লক্ষ্ম্যা দত্তক্ষণং দত্তোৎসবং, দত্তাবসরং বা, তদপি ক্বচিদেব ন সর্ব্বদা। অরণ্যজনাঃ প্রিয়া যস্য তস্য তব অরণ্যজনপ্রিয়ত্বাদেবারণ্যে ক্বচিৎ যর্হি অস্প্রাক্ষ্ম স্পৃষ্টবত্যো বয়ং। তত্র চ ত্বয়াভিরমিতাঃ আনন্দিতাঃ সত্যঃ। তদারভ্য অন্যসমক্ষং স্থাতুমপি ন পারয়ামঃ, তুচ্ছাস্তে ন রোচন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

হে কৃষ্ণ, তোমার অধরামৃতপ্রবাহ দ্বারা স্বকীয় হাস্যপূর্ব্বক অবলোকন ও মধুর বেণুগান হইতে সঞ্জাত আমাদিগের কামরূপ অনলকে প্রশমিত কর। নচেৎ হে সখে, আমরা বিরহানলে দগ্ধদেহ হইয়া ধ্যানযোগে তোমার চরণসন্নিধানে গমন করিব ॥ ৩৫ ॥

হে পদ্মপলাশলোচন, এই বৃন্দারণ্যবাসী সকল তোমার প্রিয়জন বলিয়া যদবধি আমরা তোমার পাদতল, যাহা বৈকুণ্ঠবাসিনী লক্ষ্মীদেবীকেও রমণাভিলাষময় উৎসব প্রদান

শ্রীর্যৎ পদাম্বুজরজশ্চকমে তুলস্যা
লব্ধ্বাপি বক্ষসি পদং কিল ভৃত্যজুষ্টম্।
যস্যাঃ স্ববীক্ষণ উতান্যসুরপ্রয়াস-
স্তদ্বদ্বয়ঞ্চ তব পাদরজঃ প্রপন্নাঃ॥ ৩৭॥
তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দ্দন তেঽঙ্ঘ্রিমূলং
প্রাপ্তা বিসৃজ্য বসতীস্ত্বদুপাসনাশাঃ।
ত্বৎসুন্দরস্মিতনিরীক্ষণতীব্রকাম-
তপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ দেহি দাস্যম্॥ ৩৮॥

ত্বৎপাদসৌভাগ্যং স্তুতিচিত্রমিত্যাহুঃ, শ্রীরিতি। বক্ষসি অসাপত্ন্যং স্থানং লব্ধ্বাপি তুলস্যা সপত্ন্যা সহ লক্ষ্মীর্যৎ তব পাদাম্বুজরজঃ কাময়তে স্ম, ভৃত্যৈঃ সর্ব্বৈর্জুষ্টমিতি সৌভাগ্যাতিরেকোক্তিঃ। যস্যাঃ স্ববীক্ষণে, শ্রীরাত্মানং বিলোকয়তু ইত্যেতদর্থং, অন্যেষাং সুরাণাং ব্রহ্মাদীনাং তপোভিঃ প্রয়াসঃ, সা তদ্রজঃ, তদ্বদ্বয়মপি প্রপন্না ইতি॥ ৩৭॥

হে বৃজিনার্দ্দন দুঃখহন্ত ত্বদুপাসনে ত্বদ্ভজনে এব আশা যাসাং তাঃ বয়ং বসতীর্গৃহান্ বিসৃজ্য যোগিন ইব প্রাপ্তাঃ। তব

করিয়া থাকে তাহা, স্পর্শ করিয়াছি, হায়! তোমাকর্ত্তৃক আনন্দিত হইয়া তদবধি অন্যের সম্মুখেও অবস্থান করিতে সমর্থ হই না॥ ৩৬॥

যে লক্ষ্মীর কটাক্ষলাভাভিলাষে ব্রহ্মাদি দেববৃন্দ তপস্যাদি দ্বারা আরাধনার চেষ্টা করেন, সেই লক্ষ্মী যেমন ঐ সকল দেবতাকে অনাদর পূর্ব্বক বক্ষঃস্থলে স্থান লাভ করিয়াও সপত্নী তুলসীর সহিত ভৃত্যসেবিত পাদরেণু কামনা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আমরাও তোমার চরণরেণুলাভার্থ এই স্থানে সমাগত হইয়াছি॥ ৩৭॥

হে দুঃখবিনাশিন্, আমরা তোমার সেবায় অভিলাষিণী হইয়া গৃহাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক চরণোপান্তে সমাগত হই-

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রি-
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ ॥ ৩৯ ॥
কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্।

সুন্দরস্মিতবিলসিতনিরীক্ষণেন যত্তীব্রকামস্তেন তপ্তচিত্তানাং নঃ, হে পুরুষরত্ন দাস্যং দেহি ॥ ৩৮ ॥

নন্ু গৃহস্বাম্যং বিহায় কিমিতি মদ্দাস্যং প্রার্থ্যতে, অত আহুঃ, বীক্ষ্যেতি। অলকৈরাবৃতং মুখং, তদা কুণ্ডলয়োঃ শ্রীর্যয়োস্তে গণ্ডস্থলে যস্মিন্, অধরে সুধা যস্মিন্, তচ্চ তচ্চ মুখং বীক্ষ্য, দত্তাভয়ং ভুজদণ্ডযুগং বক্ষশ্চ শ্রিয়া একমেব রমণং রতিজনকং বীক্ষ্য, দাস্য এব ভবামেতি ॥ ৩৯ ॥

নন্ু জুগুপ্সিতমৌপপত্যমিত্যুক্তং তত্রাহুঃ, কা স্ত্রীতি। অঙ্গ হে শ্রীকৃষ্ণ কলানি পদানি যস্মিন্ তৎ, আয়তং দীর্ঘমূর্চ্ছিতং স্বরালাপভেদস্তেন। কলপদামৃতেতি পাঠান্তরে কলপদং যৎ অমৃতময়ং বেণুগীতং তেন সম্মোহিতা সতী কা বা স্ত্রী আর্য্য

যাছি, অতএব হে পুরুষভূষণ, ত্বদীয় সুন্দর হাস্যবিলসিত নিরীক্ষণ দ্বারা সঞ্জাত যে তীব্র কাম তদ্দারা তাপিতান্তঃকরণ এই অবলাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও, দাস্য প্রদান কর ॥ ৩৮ ॥

তোমার অলকাবৃত কুণ্ডলসুশোভিতগণ্ডস্থলালঙ্কৃত অধরসুধান্বিত ও সহাস্যনিরীক্ষণযুক্ত বদনমণ্ডল এবং অভয়প্রদ ভুজদণ্ডযুগল ও লক্ষ্মীদেবীর প্রধান রতিজনক বক্ষঃস্থল সন্দর্শন করিয়া আমরা তোমার দাসী হইতে ইচ্ছা করিয়াছি ॥ ৩৯ ॥

হে কৃষ্ণ, যাহা শ্রবণ ও দর্শন করিয়া গো পক্ষী বৃক্ষ ও মৃগ প্রভৃতিও পুলকিত হইয়া থাকে, তোমার মধুরপদযুক্ত

ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্‌গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥ ৪০ ॥
ব্যক্তং ভবান্ ব্রজভয়ার্ত্তিহরোঽভিজাতো
দেবো যথাদিপুরুষঃ সুরলোকগোপ্তা।
তন্নো নিধেহি করপঙ্কজমার্ত্তবন্ধো
তপ্তস্তনেষু চ শিরঃসু চ কিঙ্করীণাম্ ॥ ৪১ ॥

শ্রীশুক উবাচ।

ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোঽপ্যরীরমৎ ॥ ৪২ ॥

চরিতান্নিজধর্ম্মান্ন চলেৎ, যন্মোহিতাঃ পুরুষা অপি চলিতাঃ। কিঞ্চ ত্রৈলোক্যসৌভগমিতি। যদ্ যতঃ, অবিভ্রন্ অবিভরুঃ। ত্বদ্যোতকশব্দশ্রবণমাত্রেণাপি তাবন্নিজধামত্যাগো যুক্তঃ, কিং পুনস্ত্বদনুভবেনেতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥

ব্যক্তং নিশ্চিতং ॥ ৪১ ॥

বিক্লবিতং পারবশ্যপ্রলপিতং, গোপীররীরমৎ রময়ামাস ॥৪২॥

দীর্ঘমূর্চ্ছিত সেই বেণুগীত দ্বারা আকৃষ্টচিত্ত হইয়া ও ত্রিলোকসুন্দর সেই এই রূপ নিরীক্ষণ করিয়া, ত্রিলোকমধ্যে এমন কোন্ স্ত্রী আছে, যে স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয়? ॥ ৪০ ॥

হে আর্ত্তবন্ধো, আদিপুরুষ নারায়ণ যেমন সুরলোকরক্ষার্থ বামনাদিরূপে অবতরণ করিয়া থাকেন, তুমিও যখন তদ্রূপ ব্রজের ভয় ও আর্ত্তি নিবারণার্থই জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অতএব তোমার এই কিঙ্করীদিগের কন্দর্পতাপতপ্ত স্তনসমূহে ও মস্তক সকলে করপঙ্কজ স্থাপন কর ॥ ৪১ ॥

শুকদেব কহিলেন;—যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ তাঁহাদিগের কাতরোক্তি শ্রবণ পূর্ব্বক হাস্য করিয়া স্বয়ং আত্মারাম হইলেও করুণাসহকারে সেই গোপীদিগকে ক্রীড়ানন্দ উপভোগ করাইতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥

তাভিঃ সমেতাভিরুদারচেষ্টিতঃ
প্রিয়েক্ষণোৎফুল্লমুখীভিরচ্যুতঃ।
উদারহাসদ্বিজকুন্দদীধিতি-
র্ব্যরোচতৈণাঙ্ক ইবোড়ুভির্বৃতঃ॥ ৪৩॥
উপগীয়মান উদ্গায়ন্ বনিতাশতযূথপঃ।
মালাং বিভ্রদ্ বৈজয়ন্তীং ব্যচরন মণ্ডয়ন্ বনম্॥৪৪
নদ্যাঃ পুলিনমাবিশ্য গোপীভির্হিমবালুকম্।
জুষ্টং তত্তরলানন্দিকুমুদামোদবায়ুনা॥ ৪৫॥
বাহুপ্রসারপরিরম্ভকরালকোরু-
নীবীস্তনালভননর্ম্মনখাগ্রপাতৈঃ।

প্রিয়েক্ষণেন উৎফুল্লানি মুখানি যাসাং তাভিঃ, উদারহাসশ্চ দ্বিজাশ্চ তেষু কুন্দকুসুমবদ্দীধিতির্যস্য সঃ। এণাঙ্কশ্চন্দ্রঃ॥ ৪৩-৪৪-৪৫॥

বাহুপ্রসারশ্চ, পরিরম্ভশ্চ, করালকাদীনামালভনং স্পর্শশ্চ, নর্ম্ম পরিহাসশ্চ, নখাগ্রপাতশ্চ তৈঃ। ক্ষ্বেল্যা ক্রীড়য়া চ, অব-

---

সমবেত প্রিয়সন্দর্শনে প্রফুল্লবদন সেই গোপীগণে পরিবৃত উদার হাস্য দ্বারা কুন্দকুসুমবৎ প্রকাশিতদন্তকান্তি অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ তারাগণে পরিবেষ্টিত শশাঙ্কের ন্যায় শোভিত হইলেন॥ ৪৩॥

বনিতাশতযূথপতি শ্রীকৃষ্ণ কখন ঐ গোপীসকল কর্ত্তৃক উপগীয়মান এবং কখন বা স্বয়ং গানপরায়ণ হইয়া বৈজয়ন্তী নাম্নী পঞ্চবর্ণপুষ্পগ্রথিতা মালা ধারণ পূর্ব্বক বন অলঙ্কৃত করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন॥ ৪৪॥

তিনি যমুনাতরঙ্গসম্পৃক্ত কুমুদামোদযুক্ত বায়ু দ্বারা সেবিত শীতল বালুকাপূর্ণ পুলিনে প্রবেশ পূর্ব্বক গোপীদিগের সহিত ক্রীড়াসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন॥ ৪৫॥

এবং বাহুপ্রসারণ, আলিঙ্গন, কর অলক উরু নীবী ও

ক্ষ্বেল্যাবলোকহসিতৈর্ব্রজসুন্দরীণা-
মুত্তম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়াঞ্চকার ॥ ৪৬ ॥
এবং ভগবতঃ কৃষ্ণাল্লব্ধমানা মহাত্মনঃ।
আত্মানং মেনিরে স্ত্রীণাং মানিন্যো হ্যধিকং ভুবি ॥ ৪৭ ॥
তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৪৮ ॥ See Page 6

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে রাসক্রীড়ায়াম্ একোন-
ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ইতি শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ে প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

লোকৈশ্চ, হসিতৈশ্চ তাসাং কামং উদ্দীপয়ন্, তা রময়ামাস। মহাত্মনঃ অনাসক্তচিত্তাৎ ॥ ৪৬-৪৭ ॥

তৎসৌভগমদং তৎসৌভগেন মদং অস্বাধীনতাং, মানং গর্ব্বং, কেশবঃ কশ্চ ঈশশ্চ তৌ বয়তে তয়োরাশ্রয় ইতি তথা সঃ ॥ ৪৮ ॥

ইতি প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

স্তনদ্বয়ের স্পর্শন, পরিহাসবচন, নখাগ্রপাত, ক্রীড়োক্তি, অবলোকন ও হাস্য দ্বারা ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমাত্মক কাম উদ্দীপিত করিয়া তাঁহাদিগকে ক্রীড়ানন্দ উপভোগ করাইতে লাগিলেন ॥ ৪৬ ॥

এই প্রকারে অত্যন্তোদারচরিত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে প্রাপ্তমনোরথ গোপীসকল পৃথিবীস্থ সমস্ত স্ত্রীজাতির মধ্যে আপনাকে গৌরবান্বিত বোধ করিলেন এবং তন্নিমিত্ত মানিনীও হইলেন ॥ ৪৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের সেই সৌন্দর্য্যাভিমান ও গর্ব্ব নিরীক্ষণ করিয়া তাহার প্রশমন ও তাঁহাদিগের প্রতি প্রসাদ বিতরণের নিমিত্ত সেই স্থানেই অন্তর্ধান করিলেন ॥ ৪৮ ॥

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশুক উবাচ।

অন্তর্হিতে ভগবতি সহসৈব ব্রজাঙ্গনাঃ।
অতপ্যংস্তমচক্ষাণাঃ করিণ্য ইব যূথপম্‌॥ ১॥
গত্যানুরাগস্মিতবিভ্রমেক্ষিতৈ-
র্মনোরমালাপবিহারবিভ্রমৈঃ।
আক্ষিপ্তচিত্তাঃ প্রমদা রমাপতে-
স্তাস্তা বিচেষ্টা জগৃহুস্তদাত্মিকাঃ॥ ২॥

ত্রিংশে বিরহসন্তপ্তগোপীভিঃ কৃষ্ণমার্গণং। উন্মত্তবদ্দীর্ঘরাত্র্যাং ভ্রমন্তীভি র্বনে বনে। অচক্ষাণাঃ অপশ্যন্ত্যঃ॥ ১॥

গত্যা চ, অনুরাগস্মিতাভ্যাং বিভ্রমেক্ষিতানি সবিলাসনিরীক্ষণানি তৈশ্চ, মনোরমা আলাপাশ্চ, বিহারাশ্চ ক্রীড়াশ্চ, বিভ্রমা অন্যে চ বিলাসাস্তৈশ্চ, রমাপতে র্গত্যাদিভিরেতৈরাক্ষিপ্তানি আকৃষ্টানি চিত্তানি যাসাং তাঃ, অতস্তস্মিন্নেব আত্মা যাসাং তাঃ, তস্য বিবিধাশ্চেষ্টা জগৃহুঃ, তদনুকরণেনাক্রীড়ন্‌॥ ২॥

শুকদেব কহিলেন;—এইরূপে অকস্মাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে, তাঁহাকে না দেখিয়া, ব্রজাঙ্গনা সকল যূথপতির অদর্শনে করিণীগণের ন্যায় সন্তপ্ত হইয়াছিলেন॥ ১॥

গমন অনুরাগ হাস্য ও সবিলাস নিরীক্ষণ এবং মনোহর আলাপ বিহার ও বিভ্রম দ্বারা আকৃষ্টচিত্ত ও প্রাপ্ততদভেদাভিমান গোপীসকল, শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ প্রসিদ্ধ চেষ্টা সকল অনুকরণ করিয়াছিলেন॥ ২॥

গতিস্মিতপ্রেক্ষণভাষণাদিষু
প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়মূর্ত্তয়ঃ।
অসাবহং ত্বিত্যবলাস্তদাত্মিকা
ন্যবেদিষুঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ॥ ৩॥
গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা
বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনম্।
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহি-
র্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্॥ ৪॥

অপি চ গতিস্মিতেতি। প্রিয়স্য গত্যাদিষু প্রতিরূঢ়া আবিষ্টা মূর্ত্তয়ো যাসাং তাঃ, অতঃ শ্রীকৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ শ্রীকৃষ্ণস্যেব বিহারবিভ্রমাঃ ক্রীড়াবিলাসা যাসাং তাঃ, অহমেবাসৌ শ্রীকৃষ্ণ ইতি পরস্পরং নিবেদিতবত্যঃ॥ ৩॥

কিঞ্চ গায়ন্ত্য ইতি। বনাদ্বনান্তরং গচ্ছন্ত্যোঽমুং গায়ন্ত্যো বিচিক্যুঃ অমৃগয়ন্। উন্মত্ততুল্যত্বমাহ, বনস্পতীন্ পপ্রচ্ছুঃ, ভূতেষু অন্তরং মধ্যে সন্তং পুরুষং, বহিশ্চ সন্তমিতি॥ ৪॥

শ্রীকৃষ্ণের গতি হাস্য নিরীক্ষণ ও সম্ভাষণ প্রভৃতিতে আবিষ্টচিত্তা তদাত্মিকা এবং তাঁহার সদৃশ ক্রীড়াবিলাসবিশিষ্টা গোপীসকল "আমিই ঐ শ্রীকৃষ্ণ" পরস্পর এইরূপ আলাপ করিতে লাগিলেন॥ ৩॥

তাঁহারা সমবেত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে করিতে বন হইতে বনান্তরে গমন পূর্ব্বক উন্মত্তের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকেই অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। আর, তাঁহারা আকাশের ন্যায় চরাচর সর্ব্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান সেই পূর্ণ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তা বৃক্ষ সকলের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন॥ ৪॥

দৃষ্টো বঃ কচ্চিদশ্বত্থ প্লক্ষ ন্যগ্রোধ নো মনঃ।
নন্দসূনুর্গতো হৃত্বা প্রেমহাসাবলোকনৈঃ॥ ৫॥
কচ্চিৎ কুরুবকাশোকনাগপুন্নাগচম্পকাঃ।
রামানুজো মানিনীনামিতো দর্পহরস্মিতঃ॥ ৬॥
কচ্চিত্তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ॥৭॥
মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতি যূথিকে।
প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ॥ ৮॥

তৎ প্রপঞ্চয়তি নবভিঃ। তত্র মহত্ত্বাদেতে পশ্যেয়ুরিত্যাশয়া অশ্বত্থাদীন্ পৃচ্ছন্তি, দৃষ্ট ইতি। প্রেমহাসবিলসিতৈরবলোকনৈর্নোঽস্মাকং মনো হৃত্বা চৌর ইব গতঃ, বো যুষ্মাভিঃ কিং দৃষ্ট ইতি॥ ৫॥

মহান্তঃ স্বপুষ্পৈর্বহূপকারিণশ্চেতি কুরুবকাদীন্ পৃচ্ছন্তি, কচ্চিদিতি। হে কুরুবকাশোকাদয়ঃ দর্পহরং স্মিতং যস্য সঃ, ইতো গতঃ কচ্চিদিতি॥ ৬॥

অলিকুলৈঃ সহ ত্বা ত্বাং বিভ্রত্ত্বাতিপ্রিয়ত্বয়া কিং দৃষ্ট ইতি॥ ৭॥

হে অশ্বত্থ, পাকুড়, বট, নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ সপ্রেম হাস্য ও নিরীক্ষণ দ্বারা আমাদিগের মন হরণপূর্ব্বক গমন করিয়াছেন, তোমরা কি তাঁহাকে দেখিয়াছ?॥ ৫॥

হে কুরুবক, অশোক, নাগকেশর, পুন্নাগ, চম্পক, তোমরা কি মানিনীদিগের দর্পহরহাস্যবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে এই পথে গমন করিতে দেখিয়াছ?॥ ৬॥

হে কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে তুলসি, তুমি কি তোমাকে সর্ব্বদা ধারণকারী ও তোমার অতিশয় প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছ?॥ ৭॥

চূতপ্রিয়ালপনসাসনকোবিদার-
জম্বর্কবিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ।
যেঽন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ॥ ৯॥
কিন্তে কৃতং ক্ষিতি তপো বত কেশবাঙ্ঘ্রি-
স্পর্শোৎসবোৎপুলকিতাঙ্গরুহৈর্বিভাসি।

গুণাতিরেকেনাতিনম্রত্বাদিমাঃ পশ্যেয়ুরিতি পৃচ্ছন্তি, মালতীতি। হে মালতি মল্লিকে জাতি যূথিকে যুষ্মাভিঃ কিমদর্শি দৃষ্টঃ, করস্পর্শেন বঃ প্রীতিং জনয়ন্ কিং যাতঃ ইতি। অত্র মালতীজাত্যোরবান্তরবিশেষো দ্রষ্টব্য ইতি॥ ৮॥

ফলাদিভিঃ সর্ব্বপ্রাণিসন্তর্পকাঃ এতে পশ্যেয়ুরিতি পৃচ্ছন্তি চূতেতি। চূতাম্রয়োরবান্তরজাতিভেদঃ কদম্বনীপয়োশ্চ, হে চূতাদয়ঃ, যেঽন্যে চ পরার্থভবকাঃ পরার্থমেব ভবো জন্ম যেষাং তে, যমুনোপকূলাশ্চ যমুনায়াঃ কূলসমীপে বর্ত্তমানাস্তীর্থবাসিন ইত্যর্থঃ। তে ভবন্তঃ, রহিতাত্মনাং শূন্যচেতসাং নঃ, কৃষ্ণপদবীং কৃষ্ণস্য মার্গং, শংসন্তু কথয়ন্তু॥ ৯॥

হে ক্ষিতি তে ত্বয়া কিং তপঃ কৃতং, যা ত্বং কেশবাঙ্ঘ্রিস্পর্শোৎসবা কেশবাঙ্ঘ্রিস্পর্শেন উৎসবো যস্যাঃ সা, কুতঃ, অঙ্গরুহৈঃ

হে মালতি, মল্লিকে, জাতি, যূথিকে, তোমরা কি করস্পর্শ দ্বারা তোমাদিগের প্রীতি উৎপাদন পূর্ব্বক গমনকারী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছ॥ ৮॥

হে চূত, প্রিয়াল, পনস, অসন, কোবিদার, জম্বু, অর্ক, বিল্ব, বকুল, আম্র, কদম্ব, নীপ, এবং হে অপরাপর পরার্থৈকজীবন যমুনোপকূলবর্ত্তী বৃক্ষ সকল, তোমরা শূন্যচিত্ত আমাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের পথ বলিয়া দাও॥ ৯॥

হে ধরিত্রি, হায় তুমি কি তপস্যাই করিয়াছিলে! তুমি অঙ্কুরিত হরিদ্বর্ণতৃণাদিচ্ছলে পুলকধারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের চরণ-

অপ্যঙ্ঘ্রিসম্ভব উরুক্রমবিক্রমাদ্ বা
অহো বরাহবপুষঃ পরিরম্ভণেন ॥ ১০ ॥
অপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈ-
স্তন্বন্ দৃশাং সখি সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ।
কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ
কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ ॥ ১১ ॥

উৎপুলকিতা রোমাঞ্চিতা বিভাসি শোভসে। তত্র বিশেষং পৃচ্ছন্তি, অপি কিং অয়মুৎসবঃ অঙ্ঘ্রিসম্ভবঃ অধুনা তস্যৈকদেশাঙ্ঘ্রিসংস্পর্শসম্ভূতঃ। যদ্বা;—নৈতাবৎ, কিন্তু উরুক্রমবিক্রমাৎ, পূর্ব্বমেব ত্রিবিক্রমস্য পদা সর্ব্বাক্রমণাৎ, আহো অথবা নৈতাবদেব, অপি তু ততোঽপি পূর্ব্বং বরাহস্য বপুষঃ পরিরম্ভণেনেতি, অতস্ত্বয়া নূনং দৃষ্টস্তং দর্শয়েতি ॥ ১০ ॥

হরিণ্যা দৃষ্টিপ্রসত্ত্যা শ্রীকৃষ্ণদর্শনং সম্ভাব্যাহুঃ, অপীতি। হে সখি এণপত্নি, অপি কিং, উপগতঃ সমীপং গতঃ, গাত্রৈঃ সুন্দরৈঃ সুখবাহ্বাদিভিঃ৭ প্রিয়য়া সহেতি যদুক্তং, তৎ দ্যোতয়ন্তি, কান্তায়া অঙ্গসঙ্গতস্তৎকুচকুঙ্কুমেন রঞ্জিতায়াঃ কুন্দকুসুমস্রজো গন্ধঃ, কুলপতেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য, বাতি আগচ্ছতি ॥ ১১ ॥

স্পর্শজনিত উৎসবে উৎসবান্বিত হইয়া শোভা পাইতেছ। এই উৎসব কি সম্প্রতি তোমার একদেশে তদীয়চরণস্পর্শসম্ভূত অথবা পূর্ব্বকালীন বামনাবতারের চরণ দ্বারা সর্ব্বাক্রমণসম্ভূত কিম্বা বরাহাবতারের আলিঙ্গনোত্থ? ॥ ১০ ॥

হে সখি হরিণি, প্রিয়াসমবেত শ্রীকৃষ্ণ নিজ গাত্র দ্বারা তোমাদিগের নয়নের সুখবর্দ্ধন করিতে করিতে এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন কি? এই প্রদেশে গোকুলপতির কান্তাঙ্গসঙ্গ হেতু তদীয় কুচকুঙ্কুম দ্বারা রঞ্জিত কুসুমদামের গন্ধ প্রবাহিত হইতেছে ॥ ১১ ॥

বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো
রামানুজস্তুলসিকালিকুলৈর্মদান্ধৈঃ।
অন্বীয়মান ইহ বস্তরবঃ প্রণামং
কিংবাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ॥ ১২॥
পৃচ্ছতেমা লতা বাহূনপ্যাশ্লিষ্টা বনস্পতেঃ।
নূনং তৎকরজস্পৃষ্টা বিভ্রত্যুৎপুলকান্যহো॥ ১৩॥
ইত্যুন্মত্তবচো গোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণকাতরাঃ।
লীলা ভগবতস্তাস্তা হ্যনুচক্রুস্তদাত্মিকাঃ॥ ১৪॥

ফলভারেণাবনতাংস্তরূন্ শ্রীকৃষ্ণং দৃষ্ট্বা প্রণতান্ ইতি মত্বা, প্রিয়য়া সহ গতস্য গতিবিলাসং সংভাবয়ন্ত্যঃ পৃচ্ছন্তি বাহুমিতি। তুলসিকায়া অলিকুলৈ অত্যন্তদামোদমদান্ধৈঃ অন্বীয়মানঃ অনুগম্যমানঃ, ইহ চরন্নিত্যর্থঃ॥ ১২॥

কাশ্চিদাহুঃ, হে সখ্যঃ ইমা লতাঃ শ্রীকৃষ্ণেন সঙ্গতা নূনং, অতঃ ইমাঃ পৃচ্ছত। নমু স্বপতিসঙ্গতৌ তৎসঙ্গতি সংঘটা, ন, বনস্পতেঃ পত্যুর্বাহুনাশ্লিষ্টা অপি, অহো ভাগ্যং, নূনং তন্নখৈঃ স্পৃষ্টা, যতঃ উৎপুলকানি বিভ্রতি, ন হি স্বপতিসঙ্গতিমাত্রেণ তাদৃক্পুলকসম্ভব ইতি ভাবঃ॥ ১৩॥

উন্মত্তকবৎ পপ্রচ্ছুরিত্যেতৎ প্রপঞ্চিতং, ইদানীং "রমাপতে-

হে তরুনিকর, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ধৃতলীলাকমল ও মদান্ধ তুলসীস্থ ভ্রমরকুল কর্ত্তৃক অনুগত শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়ার স্কন্ধে বামবাহু স্থাপনপূর্ব্বক এই প্রদেশে বিচরণ করিতে করিতে প্রণয়নিরীক্ষণ দ্বারা তোমাদিগের প্রণাম অভিনন্দন করিয়াছিলেন কি?॥ ১২॥

হে সখীগণ, এই লতা সকলকে শ্রীকৃষ্ণের পথ জিজ্ঞাসা কর। ইহারা বনস্পতির স্কন্ধ আলিঙ্গন করিয়াছে, নিশ্চয় তাঁহার নখ দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়াছে, যেহেতু দেখিতেছি, ইহারা পুলক ধারণ করিতেছে॥ ১৩॥

কস্যাশ্চিৎ পূতনায়ন্ত্যাঃ কৃষ্ণায়ন্ত্যপিবৎ স্তনম্ ।
তোকায়িত্বা রুদন্ত্যন্যা পদাহন্ শকটায়তীম্ ॥ ১৫ ॥
দৈত্যায়িত্বা জহারান্যামেকা কৃষ্ণার্ভভাবনাম্ ।
রিঙ্গয়ামাস কাপ্যঙ্ঘ্রী কর্ষতী ঘোষনিস্বনৈঃ ॥ ১৬ ॥

স্তাস্তা বিচেষ্টা জগৃহুস্তদাত্মিকা" ইতি যদুক্তং, তৎ প্রপঞ্চয়তি, ইতীতি। উন্মত্ত বচসশ্চ তা গোপ্যশ্চ, কৃষ্ণান্বেষণকাতরা অতি-বিহ্বলাঃ, অনুচক্রুঃ অনুকৃতবত্যঃ ॥ ১৪ ॥

কস্যাশ্চিদিত্যাদিভিশ্চতুর্ভিঃ অনুকরণং প্রপঞ্চ্যতে, তত-শ্চতুর্ভিস্তন্ময়ত্বং পুনরেকেণানুকরণমিতি বিবেকঃ। পূতনায়ন্ত্যাঃ পূতনাবদাচরন্ত্যাঃ কৃষ্ণবদাচরন্তী স্তনমপিবৎ। তোকায়িত্বা তোকবদাত্মানং কৃত্বা ॥ ১৫ ॥

দৈত্যায়িত্বা তৃণাবর্ত্তদৈত্যবদাত্মানং কৃত্বা একা, কৃষ্ণার্ভ-ভাবনাং কৃষ্ণস্যার্ভং বাল্যং ভাবয়তি যা তামন্যাং জহার ॥ ১৬—১৭ ॥

এইরূপে উন্মত্তবাক্য কৃষ্ণান্বেষণকাতর তন্মনস্ক গোপী সকল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রসিদ্ধ লীলা সকল অনুকরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

কোন গোপী শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় আচরণপরায়ণা হইয়া পুত-নার ন্যায় আচরণকারিণী অপর কোন গোপীর স্তন পান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আবার কোন গোপী শিশুর ন্যায় আচরণপরায়ণা হইয়া রোদন করিতে করিতে শকটাসুরের ন্যায় আচরণকারিণী অপর কোন গোপীকে চরণ দ্বারা তাড়ন করিলেন ॥ ১৫ ॥

এক গোপী তৃণাবর্ত্ত দৈত্যের ন্যায় আচরণপরায়ণা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলানুকারিণী অপর কোন গোপীকে হরণ করিলেন। আবার কোন গোপী কিঙ্কিণীধ্বনিযুক্ত চরণদ্বয় কর্ষণ করিতে করিতে রিঙ্গণে প্রবৃত্ত হইলেন অর্থাৎ হামাগুড়ি-দিয়া চলিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণরামায়িতে দ্বে তু গোপয়ন্ত্যশ্চ কাশ্চন।
বৎসায়তীং হন্তি চান্যা তত্রৈকা তু বকায়তীম্ ॥১৭॥
আহূয় দূরগা যদ্বৎ কৃষ্ণস্তমনুকুর্ব্বতীম্।
বেণুং ক্বণন্তীং ক্রীড়ন্তীমন্যাঃ শংসন্তি সাধ্বিতি ॥১৮॥
কস্যাঞ্চিৎ স্বভুজং ন্যস্য চরন্ত্যাহাপরা ননু।
কৃষ্ণোঽহং পশ্যত গতিং ললিতামিতি তন্মনাঃ ॥১৯॥
মা ভৈষ্ট বর্ষবাতাভ্যাং তত্ত্রাণং বিহিতং হি বঃ।
ইত্যুক্ত্বৈকেন হস্তেন যতন্ত্যুন্নিদধেঽম্বরম্ ॥ ২০ ॥

দূরগা দূরে বর্ত্তমানা গাঃ, যদ্বৎ যথা কৃষ্ণস্তথাহূয় তং কৃষ্ণানুবর্ত্ততীং অনুবর্ত্তমানাং, অনুকুর্ব্বতীমিতি বা পাঠঃ ॥ ১৮।১৯ ॥

যতন্তী প্রযত্নং কুর্ব্বতী, অম্বরং মুত্তরীয়ং বস্ত্রমুন্নিদধে ঊর্দ্ধ্বং ধৃতবতী ॥ ২০।২১ ॥

দুইজন গোপী কৃষ্ণ ও বলরামের ন্যায় আচরণ করিতে লাগিলেন। অপর কতকগুলি গোপী গোপবালকদিগের ন্যায় আচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে বৎসাসুরের ন্যায় আচরণপরায়ণা গোপীকে শ্রীকৃষ্ণবৎ আচরণকারিণী গোপী বধ করিতে লাগিলেন। আবার কৃষ্ণরূপা গোপী বকাসুররূপিণী গোপীকে বধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যেমন গো সকলকে আহ্বান করেন, তদ্রূপ দূরস্থ গো সকলের আহ্বান সহকারে শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণকারিণী বংশীবাদনরতা ও ক্রীড়াপরায়ণা গোপীকে গোপবালকভাবযুক্তা গোপী সকল "সাধু সাধু" বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণরূপিণী অপরা কোন গোপী অপর কোন গোপীর স্কন্ধে নিজ বাহু বিন্যাস পূর্ব্বক গমন কারতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "হে সখী সকল, আমি শ্রীকৃষ্ণ, তোমরা আমার মনোহর গতি অবলোকন কর" ॥ ১৯ ॥

আরুহ্যৈকাং পদাক্রম্য শিরস্যাহাপরাং ননু।
দুষ্টাহে গচ্ছ জাতোঽহং খলানাং ননু দণ্ডধৃক্ ॥ ২১॥
তত্রৈকা চাহ রে গোপা দাবাগ্নিং পশ্যতোল্বণম্।
চক্ষূংষ্যাশ্বপিদধ্বং বো বিধাস্যে ক্ষেমমঞ্জসা ॥ ২২ ॥
বদ্ধান্যয়া স্রজা কাচিত্তন্বী তত্র উদূখলে।
বধ্নামি ভাণ্ডভেত্তারং হৈয়ঙ্গবমুষং ত্বিতি।
ভীতা সুদৃক্ পিধায়াস্যং ভেজে ভীতিবিড়ম্বনম্ ॥২৩॥

অপিদদ্ধং নিমীলয়ত ॥ ২২ ॥

সুদৃক্ সুনয়নং আস্যং পিধায়, সুদৃক্ বরাক্ষীতি বা। ভীতি-বিড়ম্বনং ভয়ানুকরণং ॥ ২৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণরূপিণী কোন গোপী, "বায়ু ও বৃষ্টি হইতে ভয় করিও না, যেহেতু আমি তোমাদিগের উক্ত বায়ু ও বৃষ্টি হইতে রক্ষাবিধান করিতেছি," এই কথা বলিয়া, প্রযত্ন সহকারে এক হস্ত দ্বারা নিজ উত্তরীয় বসন উত্তোলন পূর্ব্বক ধারণ করিয়া রহিলেন ॥ ২০ ॥

শ্রীকৃষ্ণরূপিণী কোন গোপী কালিয়রূপা অপর কোন এক গোপীর মস্তক আক্রমণ ও তদুপরি আরোহণ পূর্ব্বক "হে দুষ্ট সর্প, এই হ্রদ হইতে অপসরণ কর, নিশ্চয় আমি খলের দণ্ডদাতা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি," এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

তন্মধ্যে কৃষ্ণবৎ আচারযুক্তা একজন গোপী গোপবৎ আচার-যুক্ত অপর গোপীদিগকে বলিতে লাগিলেন, "রে গোপগণ, ভয়ঙ্কর দাবাগ্নি নিরীক্ষণ কর, সত্বর চক্ষু নিমীলন কর, আমি অনায়াসে তোমাদিগের নির্ভয়ত্ববিধান করিতেছি" ॥ ২২ ॥

তন্মধ্যে "ভাণ্ডভগ্নকারী নবনীতচোরকে বন্ধন করি", এই কথা বলিতে বলিতে যশোদানুকারিণী কোন গোপী নিজ মাল্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণানুকারিণী অপর গোপীকে উদূখলে বন্ধ-

এবং কৃষ্ণং পৃচ্ছমানা বৃন্দাবনলতাতরূন্।
ব্যচক্ষত বনোদ্দেশে পদানি পরমাত্মনঃ ॥ ২৪ ॥
পদানি ব্যক্তমেতানি নন্দসূনোর্মহাত্মনঃ।
লক্ষ্যন্তে হি ধ্বজাম্ভোজবজ্রাঙ্কুশযবাদিভিঃ ॥ ২৫ ॥
তৈস্তৈঃ পদৈস্তৎপদবীমন্বিচ্ছন্ত্যোঽগ্রতোঽবলাঃ।
বধ্বাঃ পদৈঃ সুপৃক্তানি বিলোক্যার্ত্তাঃ সমব্রুবন্ ॥২৬
কস্যাঃ পদানি যাতায়াঃ পশ্যধ্বং নন্দসূনুনা।
অংশন্যস্তপ্রকোষ্ঠায়াঃ করেণোঃ করিণা যথা ॥ ২৭॥

এবং পুনরপি বৃন্দাবনে লতাস্তরূংশ্চ শ্রীকৃষ্ণং পৃচ্ছন্ত্যঃ, বনোদ্দেশে বনপ্রদেশে, ব্যচক্ষত অপশ্যন্ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

সুপৃক্তানি সংমিশ্রিতানি ॥ ২৬ ॥

তেন অংশে ন্যস্তঃ প্রকোষ্ঠো যস্যাঃ। করেণোঃ হস্তিন্যাঃ ॥২৭॥

নের ন্যায় বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ঐ শ্রীকৃষ্ণাচারপরায়ণা গোপী ভীত হইয়া হস্ত দ্বারা সুন্দর লোচনযুক্ত বদন আচ্ছাদন পূর্ব্বক ভয়ের অনুকরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

এইরূপে কৃষ্ণলীলানুকারিণী গোপী সকল পুনশ্চ শ্রীবৃন্দাবনের তরুলতা সকলের নিকট শ্রীকৃষ্ণবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বনপ্রদেশে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন সকল দেখিতে পাইলেন ॥ ২৪ ॥

পদচিহ্ন সকল দর্শন করিয়া "এইগুলি উদারচরিত নন্দনন্দনের পদচিহ্ন, যেহেতু ধ্বজ পদ্ম বজ্র অঙ্কুশ ও যবাদি প্রসিদ্ধ চিহ্ন সকল দ্বারা স্পষ্টই লক্ষিত হইতেছে," এই কথা পরস্পর বলিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

ধ্বজাদিশোভিত ঐ পদচিহ্নসমূহের সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের পদবী অন্বেষণ করিতে করিতে অবলাগণ সম্মুখে শ্রীরাধিকার পদচিহ্নসম্মিলিত তদীয় পদচিহ্ন সকল সন্দর্শনে ব্যথিতহৃদয় হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥ ২৮ ॥
ধন্যা অহো অমী আল্যো গোবিন্দাঙ্ঘ্র্যব্জরেণবঃ।
যান্ ব্রহ্মেশৌ রমাদেবী দধুর্মূর্দ্ধ্ন্যঘনুত্তয়ে ॥ ২৯ ॥
তস্যা অমূনি নঃ ক্ষোভং কুর্ব্বন্ত্যুচ্চৈঃ পদানি যৎ।
যৈকাপহৃত্য গোপীনাং ধনং ভুঙ্‌ক্তেঽচ্যুতাধরম্ ॥ ৩০

রহ একান্তস্থানং ॥ ২৮ ॥

হে আল্যঃ সখ্যঃ, অহো ধন্যাঃ অতিপুণ্যা গোবিন্দাঙ্ঘ্র্যব্জরেণবঃ, তত্র হেতুঃ, যানিতি। অস্মাভিরপ্যেতদ্রেণুভিষেকেণ তথৈব শ্রীকৃষ্ণং প্রাপ্তুং শক্যত ইতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

অন্যা আহুঃ, তস্যা ইতি। গোপীনাং ধনং সর্ব্বস্বং। অয়ং ভাবঃ, ভবেদেবং যদি তস্যাঃ পদানি সংপৃক্তানি ন ভবেয়ুঃ, তানি তু কুতো নো দুঃখং কুর্ব্বন্তীতি ॥ ৩০ ॥

করীর সহিত গমনকারিণী করিণীর ন্যায় নন্দনন্দনের সহিত গমনকারিণী ও তৎকর্তৃক স্কন্ধস্থাপিতভুজা কোন্ রমণীর এই পদচিহ্ন সকল দেখা যাইতেছে ? ॥ ২৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণের সহিত সমাগত এই রমণী নিশ্চয় ভগবান্ হরির বিশেষ আরাধনা করিয়াছেন; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ ইহাঁর প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক একান্তে ইহাঁকে লইয়া আসিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

হে সখীগণ, এই শ্রীগোবিন্দের পদরেণুসমূহ অতিশয় ধন্য; ব্রহ্মা মহেশ্বর ও লক্ষ্মীদেবী অপরাধনিবৃত্তির নিমিত্ত ঐ রেণু-সমূহ মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

যে গোপী একাকী গোপীদিগের সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণাধরসুধা অপহরণ পূর্ব্বক গোপনে পান করিতেছে, তাহার ঐ পদ-চিহ্ন সকল আমাদিগের অতিশয় দুঃখ উৎপাদন করি-তেছে ॥ ৩০ ॥

ন লক্ষ্যন্তে পদান্যত্র তস্যা নূনং তৃণাঙ্কুরৈঃ।
খিদ্যৎসুজাতাঙ্ঘ্রিতলামুন্নিন্যে প্রেয়সীং প্রিয়ঃ ॥৩১
ইমান্যধিকমগ্নানি পদানি বহতো বধূম্।
গোপ্যঃ পশ্যত কৃষ্ণস্য ভারাক্রান্তস্য কামিনঃ ॥ ৩২
অত্রাবরোপিতা কান্তা পুষ্পহেতোর্মহাত্মনা।
অত্র প্রসূনাবচয়ঃ প্রিয়ার্থে প্রেয়সা কৃতঃ।
প্রপদাক্রমণে এতে পশ্যতাসকলে পদে ॥ ৩৩ ॥
কেশপ্রসাধনং ত্বত্র কামিন্যাঃ কামিনা কৃতম্।
তানি চূড়য়তা কান্তামুপবিষ্টমিহ ধ্রুবম্ ॥ ৩৪ ॥

তদসংপৃক্তান্ কেবল শ্রীকৃষ্ণপাদরেণূনেব বিচিন্বন্ত্যঃ, তান্ দৃষ্ট্বা পুনরত্যন্তং সমতপন্ তদাহ শ্লোকত্রয়েণ, ন লক্ষ্যন্ত ইতি। খিদ্যন্তী সুজাতে সুকুমারেঽঙ্ঘ্রিতলে যস্যাঃ তামুন্নিন্যে স্কন্ধমারোপিতবান্॥ প্রপদাভ্যামাক্রমণং ক্ষৌণীসম্মর্দ্দনং যযোঃ, অতএব অসকলে পদে পশ্যতেতি॥ ৩১—৩২—৩৩॥

তস্যাঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাঙ্কস্বরূপবিষ্টায়াশ্চিহ্নং দৃষ্ট্বাহুঃ, কেশপ্রসা-

---

সেই স্থানে সেই রমণীর পদচিহ্ন লক্ষিত হইতেছে না, অতএব নিশ্চয় শ্রীকৃষ্ণ, তৃণাঙ্কুর দ্বারা প্রেয়সীর সুকোমল পদতল খিন্ন হইতেছে দেখিয়া, তাহাকে নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছেন ॥ ৩১ ॥

হে গোপীগণ, কামী বধূবহনকারী ভারাক্রান্ত শ্রীকৃষ্ণের অধিক মগ্ন এই পদচিহ্ন সকল দর্শন কর ॥ ৩২ ॥

মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ পুষ্পচয়নার্থ এই স্থানে কান্তাকে অবতারণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়াকে ভূষিত করিবার নিমিত্ত এই স্থানে পুষ্পচয়ন করিয়াছিলেন। এই স্থানে পদাগ্রের উপর ভর দিয়া উচ্চ পুষ্পের চয়নের নিমিত্ত দাঁড়াইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার অসমগ্র পদচিহ্ন পড়িয়াছে দেখ ॥ ৩৩ ॥

রেমে তয়া স্বাত্মরত আত্মারামোঽপ্যখণ্ডিতঃ।
কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীণাঞ্চৈব দুরাত্মতাম্ ॥৩৫॥
ইত্যেবং দর্শয়ন্ত্যস্তাশ্চেরুর্গোপ্যো বিচেতসঃ।
যাং গোপীমনয়ৎ কৃষ্ণো বিহায়ান্যাঃ স্ত্রিয়ো বনে ॥৩৬
সা চ মেনে তদাত্মানং বরিষ্ঠং সর্ব্বযোষিতাম্।
হিত্বা গোপীঃ কামযানা মামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ ॥৩৭॥

ধনমিতি। কান্তামধিকৃত্য, তানি প্রসূতানি, চূড়য়তা চূড়ালঙ্করণেন বধ্নতা, ইহ ধ্রুবমুপবিষ্টং ॥ ৩৪ ॥

রেমে ইত্যাদি শুকোক্তিঃ। স্বাত্মরতঃ স্বতস্তুষ্টঃ, আত্মারামঃ স্বক্রীড়ঃ, অখণ্ডিতঃ স্ত্রীবিভ্রমৈরনাকৃষ্টোঽপি। তথা চেৎ কিমিতি রেমে; অত আহ. কামিনামিতি॥ ৩৫-৩৬ ॥

স্ত্রীণাং দুরাত্মতামাহ, সা চেতি দ্বাভ্যাং। কামো যানং

এই স্থানে কামী শ্রীকৃষ্ণ সেই কামিনীর কেশবন্ধন করিয়াছিলেন॥ শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয় প্রিয়ার চূড়াবন্ধনার্থে এই স্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ, নিজানন্দে রমমাণ স্ত্রীলোকের বিভ্রমাদি দ্বারা অনাকৃষ্টচিত্ত ও স্বরূপানন্দলাভে পরিতুষ্ট হইয়াও, বিষয়াসক্তচিত্ত ব্যক্তিদিগের পরাধীনতা ও স্ত্রীলোকের দৌর্জন্য দেখাইবার নিমিত্ত, সেই রমণীর সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন ॥ ৩৫ ॥

এইপ্রকারে পদচিহ্ন সকল দেখাইতে দেখাইতে বিবেকরহিত হইয়া, সেই গোপী সকল বিচরণ করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ অপর গোপী সকলকে বনমধ্যে ত্যাগ করিয়া যে গোপীকে সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥

সেই গোপী তৎকালে আপনাকে সকল নারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, ঐ প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ কামবশে সমাগত অপর সকল গোপীকে ত্যাগ করিয়া আমারই অনুবর্ত্তন করিতেছেন ॥ ৩৭ ॥

ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ।
ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ॥ ৩৮॥
এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধমারুহ্যতামিতি।
ততশ্চান্তর্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যত॥ ৩৯॥
হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ কাসি কাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্॥ ৪০॥

শ্রীশুক উবাচ।

অন্বিচ্ছন্ত্যো ভগবতো মার্গং গোপ্যোঽবিদূরতঃ।
দদৃশুঃ প্রিয়বিশ্লেষান্মোহিতাং দুঃখিতাং সখীম্॥ ৪১॥

আগমনসাধনং যাসাং তাঃ গোপী হিত্বা, মাং ভজত ইতি হেতো-রাত্মনাং বরিষ্ঠং মেনে ইতি॥ ৩৭।৩৮॥

কামিনাং দৈন্যং দর্শয়তি, এবমুক্ত ইতি। অথওিতত্বমাহ, ততশ্চেতি। তস্যাং স্কন্ধারোহোদ্যতায়াং অন্তর্হিত ইত্যর্থঃ॥ ৩৯॥

অনুতাপমাহ, হা নাথেতি॥ ৪০॥

এইরূপ অভিমানের পর তিনি বনান্তরে গমনপূর্ব্বক গর্ব্বিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, "আমি আর চলিতে পারি না, অতএব তুমি যে স্থানে গমন করিতে মানস করিয়াছ, আমাকে সেই স্থানে লইয়া চল"॥ ৩৮॥

তিনি এইরূপ বলিলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন, "যদি তাহাই হয়, তবে তুমি আমার স্কন্ধে আরোহণ কর।" তদনুসারে তিনি স্কন্ধারোহণে উদ্যত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান করিলেন। তখন সেই গোপী এই বলিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন॥ ৩৯॥

হা নাথ, হা রমণ, হা প্রিয়তম, হা মহাভুজ, তুমি কোথায়, তুমি কোথায়? হে সখে, তোমার এই দীন দাসীকে নিজ সন্নিধানে লইয়া যাও॥ ৪০॥

তয়া কথিতমাকর্ণ্য মানপ্রাপ্তিঞ্চ মাধবাৎ।
অবমানঞ্চ দৌরাত্ম্যাদ্ বিস্ময়ং পরমং যযুঃ॥ ৪২॥
ততোঽবিশন্ বনং চন্দ্রজ্যোৎস্না যাবদ্বিভাব্যতে।
তমঃপ্রবিষ্টমালক্ষ্য ততো নিববৃতুঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ৪৩॥
তন্মনস্কাস্তদালাপাস্তদ্বিচেষ্টাস্তদাত্মিকাঃ।
তদ্গুণানেব গায়ন্ত্যো নাত্মাগারাণি সস্মরুঃ॥ ৪৪॥

অন্বিচ্ছন্ত্যঃ মৃগয়মানাঃ। অবিদূরতঃ সমীপে॥ ৪১-৪২॥

ততস্তয়াপি সহিতাঃ শ্রীকৃষ্ণান্বেষণায় বনমবিশন্, ততো হরেরন্বেষণান্নিবৃত্তাঃ॥ ৪৩॥

এবং তং অপ্রাপ্তা অপি স্বগৃহাদৈব স্মৃতবত্যঃ। তদাত্মিকাঃ স এব আত্মা যাসাং তাঃ তন্ময্য ইত্যর্থঃ॥ ৪৪॥

শুকদেব কহিলেন;—এদিকে শ্রীকৃষ্ণের পদবী অন্বেষণকারিণী পূর্ব্বোক্ত গোপীসকল প্রিয়বিরহে ব্যাকুলিতা ও দুঃখিতা সেই সখীকে নিকটে দেখিতে পাইলেন॥ ৪১॥

এবং তৎকর্ত্তৃক কথিত শ্রীকৃষ্ণ হইতে মানপ্রাপ্তি ও নিজের দৌরাত্ম্য হেতু অবমাননা শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন॥ ৪২॥

তদনন্তর বনের যতদূর পর্য্যন্ত চন্দ্রকিরণ প্রবেশ করে, ততদূর পর্য্যন্ত প্রবেশপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন নিবিড় বনমধ্যে প্রবিষ্ট বুঝিয়া তাঁহারা তাঁহার অন্বেষণ হইতে নিবৃত্ত হইলেন॥ ৪৩॥

তন্মনস্কা তদালাপনিরতা তৎসদৃশচেষ্টান্বিতা তদাত্মিকা ও তদ্গুণগানপরায়ণা গোপী সকল দেহ গেহ কিছুই স্মরণ করেন নাই॥ ৪৪॥

পুনঃ পুলিনমাগত্য কালিন্দ্যাঃ কৃষ্ণভাবনাঃ।
সমবেতা জগুঃ কৃষ্ণং তদাগমনকাঙ্ক্ষিতাঃ॥ ৪৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে রাসক্রীড়ায়াং শ্রীভগবদন্বেষণং নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ইতি শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

কিঞ্চ পূর্ব্বং যত্র শ্রীকৃষ্ণেন সঙ্গতিরাসীৎ, তদেব কালিন্দ্যাঃ পুলিনমাগত্য, শ্রীকৃষ্ণং ভাবয়ন্তি ধ্যায়ন্তীতি তথা তাঃ, কৃষ্ণস্যাগমনে কাঙ্ক্ষিতং যাসাং তাঃ, মিলিতাঃ সত্যঃ শ্রীকৃষ্ণমেব জগুরিতি॥ ৪৫॥

ইতি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সম্মিলিতা তদাগমনকাঙ্ক্ষিতা শ্রীকৃষ্ণধ্যানপরা গোপীসকল পুনর্ব্বার যমুনাপুলিনে আগমন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকেই গান করিতে লাগিলেন॥ ৪৫॥

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীগোপিকা উচুঃ।

জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ
শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকা-
স্ত্বয়ি ধৃতাসব স্ত্বাং বিচিন্বতে ॥ ১ ॥
শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎ-
সরসিজোদরশ্রীমুষা দৃশা।

একত্রিংশে নিরাশাস্তাঃ পুনঃ পুলিনমাগতাঃ। কৃষ্ণমেবাহু-গায়ন্তঃ প্রার্থয়ন্তে তদাগমং। জয়তীতি। হে দয়িত, তে জন্মনা ব্রজঃ অধিকং যথা ভবতি তথা জয়তি উৎকর্ষেণ বর্ত্ততে, হি যস্মাত্ত্বমত্র জাতঃ তস্মাদিন্দিরা লক্ষ্মীরত্র শ্রয়তে ব্রজমেব অলঙ্কৃত্য বর্ত্ততে। এবং ব্রজে সর্ব্বস্মিন্ মোদমানে, তত্র তু তাবকাস্ত্বদীয়া গোপীজনাস্ত্বয়ি ত্বদর্থমেব, কথঞ্চিদ্ধৃতাসবঃ ধৃতা অসবো যৈস্তে, তাং বিচিন্বতে মৃগয়ন্তে। অতস্ত্বয়া দৃশ্যতাং প্রত্যক্ষীভূয়তাং ইতি। যদ্বা;—অস্মাভির্ভবান্ দৃশ্যতাং ইতি। যদ্বা;—এবং ত্বয়া দৃশ্যতামেতে বিচিন্বত ইতি ॥ ১ ॥

গোপীকাগণ বলিতে লাগিলেন;—হে দয়িত, তোমার জন্ম হেতু এই ব্রজমণ্ডল সমধিক উৎকর্ষশালী হইয়াছে। স্বয়ং লক্ষ্মী এই স্থানে নিত্য বাস করিতেছেন। তোমাতে ধৃতপ্রাণা এই ত্বদীয়া গোপিকা সকল চতুর্দ্দিকে তোমাকে অন্বেষণ করিতেছে, অতএব দর্শন দাও ॥ ১ ॥

স্বরতনাথ তেহশুল্কদাসিকা
বরদ নিঘ্নতো নেহ কিং বধঃ ॥ ২ ॥
বিষজলাপ্যয়াদ্ব্যালরাক্ষসাদ্-
বর্ষমারুতাদ্ বৈদ্যুতানলাৎ।

অত্র স্বতন্ত্রাণাং বহূনাং বক্তৃত্বাদপূর্ব্বা আহুরিতি সর্ব্বশ্লোকেষ্ববতারণা, তথাপি সঙ্গতিরুচ্যতে। তত্র বিচিন্বন্ত, মম কিমিতি চেত্তত্রাহুঃ, শরদিতি। শরদুদাশয়ে শরৎকালীনে সরসি, সাধুজাতসৎসরসিজোদরশ্রীমুষা, সাধুজাতং সম্যগ্‌জাতং যৎ সৎসরসিজং সুবিকসিতং পদ্মং, তদুদরে গর্ভে যা শ্রীস্তাং মুষ্ণাতি হরতীতি তথা তয়া দৃশা নেত্রেণ। হে সুরতনাথ, সম্ভোগপতে, বরদ অভীষ্টপ্রদ, অশুল্কদাসিকা অমূল্যদাসী র্নঃ নিঘ্নতো মারয়তস্তে তব ত্বয়া ক্রিয়মাণঃ ইহলোকে অয়ং বধো ন ভবতি কিং? কিং শস্ত্রেণৈব বধো বধঃ? কিং দৃশা বধো বধো ন ভবতি? কিন্তু ভবত্যেব। অতস্তব দৃশাহপহৃত প্রাণপ্রত্যর্পণায় ত্বয়া দৃশ্যতামিতি যথাসম্ভবং সর্ব্বত্র বাক্যশেষঃ ॥ ২ ॥

কিঞ্চ বহুভ্যো মৃত্যুভ্য কৃপয়া রক্ষিত্বা, কিমিতীদানীং দৃশা মরণং প্রেষ্য ঘাতয়সীত্যাহুঃ, বিষেতি। হে ঋষভ শ্রেষ্ঠ, বিষময়াজ্জলাদ্ যোঽপ্যয়ো নাশস্তস্মাৎ, তথা ব্যালরাক্ষসাৎ অঘাসুরাৎ, বর্ষাৎ, মারুতাচ্চ, বৈদ্যুতানলাৎ অশনিপাতাৎ, বৃষোঽরিষ্টস্তস্মাৎ, ময়াত্মজাৎ ব্যোমাৎ, বিশ্বতঃ অন্যস্মাদপি

হে সুরতপতে, বরদ, শরৎকালীন জলাশয়ে সমুৎপন্ন সুন্দর সরসিজের গর্ভগতা শোভার তিরস্কারী নিজ নেত্রদ্বারা বিনামূল্যে ক্রীত দাসী আমাদিগের প্রাণসংহারকার্য্য কি তোমার কৃত প্রাণিহিংসা বলিয়া গণ্য হইতেছে না? ॥ ২ ॥

হে ঋষভ, কালিয়হ্রদের বিষজলজনিত বিনাশ হইতে অঘাসুর হইতে ইন্দ্রকৃত বাতবর্ষণ হইতে, বিদ্যুৎপাতজনিত অনল হইতে বৃষরূপী অরিষ্টাসুর ও ময়পুত্র ব্যোমাসুর হইতে এবং

বৃষময়াত্মজাদ্ বিশ্বতো ভয়াদ্-
ঋষভ তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ ॥ ৩ ॥
ন খলু গোপিকানন্দনো ভবা-
নখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্।
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে
সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে ॥ ৪ ॥
বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণিধূর্য্য তে
চরণমীয়ুষাং সংসৃতের্ভয়াৎ।
করসরোরুহং কান্ত কামদং
শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহম্ ॥ ৫ ॥

সর্ব্বতো ভয়াচ্চ, কালিয়দমনাদিনা রক্ষিতাঃ, কিমিদানীমুপেক্ষস ইতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

অপিচ বিশ্বপালনায়াবতীর্ণস্য তব ভক্তোপেক্ষাঽত্যন্তমনুচিতে-ত্যাশয়েনাহুঃ, ন খল্বিতি। হে সখে, ভবান্ খলু নিশ্চিতং যশোদাসুতো ন ভবতি, কিন্তু সর্ব্বপ্রাণিনাং বুদ্ধিসাক্ষী। নন্বু স কিং দৃষ্টো ভবতি, তত্রাহুঃ, বিখনসা ব্রহ্মণা বিশ্বপালনায় প্রার্থিতঃ সন্ সাত্বতাং কুলে উদেয়িবান্ উদিত ইতি ॥ ৪ ॥

তস্মাৎ স্বভক্তানামস্মাকং এতৎ প্রার্থনাচতুষ্টয়ং সম্পাদয়ে-ত্যাহুঃ, বিরচিতাভয়মিত্যাদি চতুর্ভিঃ। হে বৃষ্ণিধূর্য্য, সংসৃতে-র্ভয়াৎ তে চরণমীয়ুষাং শরণং প্রাপ্তানাং বিরচিতং দত্তং অভয়ং

অপর সকল ভয় হইতে তুমি আমাদিগকে বারংবার রক্ষা করিয়াছ ॥ ৩ ॥

হে সখে, তুমি যশোদার পুত্র নহ, কিন্তু সকল প্রাণীর অন্ত-র্যামী পরমাত্মা। তুমি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া বিশ্বপাল-নার্থ যাদবগণের কুলে অবতীর্ণ হইয়াছ ॥ ৪ ॥

হে যাদবশ্রেষ্ঠ, কান্ত, সংসারভয়ে ভীত চরণে শরণাগত ভক্ত-

ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর যোষিতাং
নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে ভবৎকিঙ্করীঃ স্ম নো
জলরুহাননঞ্চারু দর্শয় ॥ ৬ ॥
প্রণতদেহিনাং পাপকর্ষণং
তৃণচরানুগং শ্রীনিকেতনম্।
ফণিফণার্পিতং তে পদাম্বুজং
কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়ম্ ॥ ৭ ॥

যেন তত্তথা, হে কান্ত, কামদং বরদং, শ্রিয়ঃ করং গৃহ্লাতীতি তথা তৎ, ভবৎকরসরোরুহং নঃ শিরসি ধেহি ॥ ৫ ॥

হে ব্রজজনার্ত্তিহন্, হে বীর, নিজজনানাং যঃ স্ময়ো গর্ব্বঃ তস্তঃ ধ্বংসনং নাশকং স্মিতং যস্য হে তথাভূত, হে সখে, ভবৎ-কিঙ্করী র্নঃ অস্মান্ ভজ আশ্রয়, স্ম নিশ্চিতং। প্রথমং তাবজ্জল-রুহাননং চারু যোষিতাং নো দর্শয় ॥ ৬ ॥

অবিশেষেণ প্রণতানাং দেহিনাং পাপকর্ষণং পাপহন্তৃ, তৃণ-চারান্ পশূনপ্যনুগচ্ছতি কৃপয়েতি তথা সৌভাগ্যেন শ্রিয়ো নিকেতনং, বীর্য্যাতিরেকেণ ফণিনঃ ফণাস্বর্পিতং, তে পদাম্বুজং, নঃ কুচেষু কৃণু কুরু। কিমর্থং, হৃচ্ছয়ং কামং কৃন্ধি ছিন্ধি ॥ ৭ ॥

কুলের অভয়প্রদ বরদ কমলাকরগ্রহণশীল তোমার করকমল আমাদিগের মস্তকে স্থাপন কর ॥ ৫ ॥

হে ব্রজজনার্ত্তিনাশন, বীর, নিজজনগর্ব্বখর্ব্বকরহাস্যযুক্ত সখে, আমরা তোমার কিঙ্করী, আমাদিগকে আশ্রয় দাও; আমরা স্ত্রীজাতি, অতএব আমাদিগকে প্রথমে তোমার মনোহর মুখকমল দর্শন করাও ॥ ৬ ॥

প্রণত প্রাণিমাত্রের পাপনাশন, তৃণচর গবাদি পশুকুলের অনুগত, সৌভাগ্যলক্ষ্মীর নিকেতন, কালিয়নাগের ফণায় অর্পিত

মধুরয়া গিরা বল্গুবাক্যয়া
বুধমনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ।
বিধিকরীরিমা বীর মুহ্যতী-
রধরসীধুনাপ্যায়য়স্ব নঃ ॥ ৮ ॥
তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।

হে পুষ্করেক্ষণ, তবৈব মধুরয়া গিরা, বল্গূনি বাক্যানি যস্যাং তয়া, বুধানাং মনোজ্ঞয়া হৃদ্যয়া গম্ভীরয়া ইত্যর্থঃ, মুহ্যতীরিমা নঃ বিধিকরীঃ কিঙ্করীঃ অধরসীধুনা আপ্যায়য়স্ব সংজীবয়েতি ॥ ৮ ॥

কিঞ্চ অস্মাকং ত্বদ্বিরহে প্রাপ্তমেব মরণং, কিন্তু ত্বৎকথামৃতং পায়য়ন্তিঃ সুকৃতিভি র্রক্ষিতং ইত্যাহুঃ, তবেতি। কথৈবামৃতং, তত্র হেতুঃ, তপ্তজীবনং। প্রসিদ্ধামৃতাদুৎকর্ষমাহুঃ, কবিভির্ব্রহ্মবিদ্ভিরপীড়িতং স্তুতং, দেবভোগ্যং অমৃতঞ্চ তৈস্তুচ্ছীকৃতং। কিঞ্চ কল্মষাপহং কামকর্ম্মনিরসনং, তত্ত্বমৃতং নৈবম্ভূতং। কিঞ্চ শ্রবণমঙ্গলং শ্রবণমাত্রেণ মঙ্গলপ্রদং, তত্ত্বনুষ্ঠানাপেক্ষং। কিঞ্চ শ্রীমৎ সুশান্তং, তত্তু মাদকং। এবম্ভূতং ত্বৎকথামৃতং আততং যথা ভবতি তথা ভুবি যে গৃণন্তি নিরূপয়ন্তি তে জনা ভূরিদা বহুদাতরঃ, জীবিতং দদতীত্যর্থঃ। যদ্বা;—এবম্ভূতং ত্বৎকথামৃতং যে ভুবি গৃণন্তি, তে ভূরিদাঃ, পূর্ব্বজন্মসু বহুদত্তবন্তঃ সুকৃ-

তোমার চরণকমল আমাদিগের স্তনসমূহে অর্পণ করিয়া আমাদিগের হৃদ্গত কামতাপকে ছেদন করিয়া ফেল ॥ ৭ ॥

হে পদ্মপলাশলোচন, বীর, মধুর বুধজনমনোহর মনোহরপদাবলিসমন্বিত তদীয় বাক্য দ্বারা বিমোহিত এই দাসীদিগকে অধরামৃত দ্বারা সংজীবিত কর ॥ ৮ ॥

তাপিত জনের জীবনস্বরূপ জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক স্তুত পাপনাশন শ্রবণমঙ্গল শ্রীযুক্ত তোমার কথামৃত এই ভূমণ্ডলে যাঁহারা

শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥ ৯ ॥
প্রহসিতং প্রিয় প্রেমবীক্ষিতং
বিহরণঞ্চ তে ধ্যানমঙ্গলম্।
রহসি সংবিদো যা হৃদিস্পৃশঃ
কুহক নো মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি ॥ ১০ ॥
চলসি যদ্ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্
নলিনসুন্দরং নাথ তে পদম্।
শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ
কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি ॥ ১১ ॥

তিনঃ ইত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি, যে কেবলং কথামৃতং গৃণন্তি নিরূপয়ন্তি তেঽপি তাবদতিধন্যাঃ, কিং পুনর্যে ত্বাং পশ্যন্তি, অতঃ প্রার্থয়ামহে, ত্বয়া দৃশ্যতামিতি ॥ ৯ ॥

নন্থ তর্হি মৎকথাশ্রবণেনৈব নিবৃত্তা ভবত, কিং মদ্দর্শনেন, ত্বদ্বিলাসক্ষুভিতচিত্তা বয়ং তত্রাপি শান্তিং ন বিন্দাম ইত্যাহুঃ, প্রহসিতমিতি। হে প্রিয়, কুহক কপট, সংবিদঃ সঙ্কেত-নর্ম্মাণি ॥ ১০ ॥

কিঞ্চ ত্বয়ি বয়মতিপ্রেমার্দ্রচিত্তাঃ, ত্বং পুনরস্মাসু কেন হেতুনা কপটমাচরসীত্যাহুঃ, শ্লোকদ্বয়েন। হে নাথ, কান্ত,

---

বিস্তৃতভাবে কীর্ত্তন করেন, নিশ্চয় তাঁহারা জন্মান্তরে বহুল দান অর্থাৎ পুণ্য করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

হে প্রিয়, হে কপটাচারিন্, তোমার সুন্দর হাস্য সপ্রেম নিরীক্ষণ স্মরণমঙ্গল বিহার এবং হৃদয়স্পর্শী সঙ্কেতনর্ম্ম সকল আমাদিগের মন ক্ষোভিত করিতেছে ॥ ১০ ॥

হে নাথ, কান্ত, তুমি যখন পশুসমূহ চরাইতে চরাইতে ব্রজ হইতে চলিয়া যাও, তখন কমলসদৃশ সুকোমল তোমার

দিনপরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈ-
র্বনরুহাননং বিভ্রদাবৃতম্।
ঘনরজস্বলং দর্শয়ন্ মুহু-
র্মনসি নঃ স্মরং বীর যচ্ছসি ॥ ১২ ॥
প্রণতকামদং পদ্মজার্চ্চিতং
ধরণিমণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি।
চরণপঙ্কজং শন্তমঞ্চ তে
রমণ নঃ স্তনেষর্পয়াধিহন্ ॥ ১৩ ॥

যৎ যদা ব্রজাৎ চলসি পশূংশ্চারয়ন্, তদা নলিনবৎ সুন্দরং কোমলং তে পদং শিলৈঃ কুশৈঃ তৃণৈরঙ্কুরৈশ্চ সীদতি ক্লিশ্যে-দিতি নো মনঃ কলিলতাং অস্বাস্থ্যং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ১১ ॥

এবম্ভূতাস্বদ্দুঃখশঙ্কিতচিত্তা বয়ং, ত্বন্তু দিনপরিক্ষয়ে সায়ং-কালে নীলকুন্তলৈরাবৃতং ঘনরজস্বলং গোরজশ্ছুরিতং বনরুহা-ননং অলিমালাকুলপরাগচ্ছুরিতপদ্মতুল্যমাননং বিভ্রৎ, তচ্চ মুহু-র্মুহুর্দর্শয়ন্, নো মনসি, কেবলং স্মরং যচ্ছসি অর্পয়সি, ন তু সঙ্গং দদাসীতি কপট ইতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

অতোঽধুনা কপটং বিহায় এবং কুর্ব্বিতি প্রার্থয়ন্তে, শ্লোক-দ্বয়েন। প্রণতকামদমিতি। হে আধিহন্, হে রমণ, পদ্মজা-র্চ্চিতং পদ্মজেনার্চ্চিতং, আপদি ধ্যেয়ং ধ্যানমাত্রেণাপন্নিবর্ত্তকং,

---

চরণযুগল শস্যকণা তৃণ ও অঙ্কুরসমূহ দ্বারা ক্লেশ পায় ভাবিয়া আমাদিগের মন অতিশয় অসুস্থ হয় ॥ ১১ ॥

হে বীর, তুমি সায়ংকালে সুনীলকুন্তলাবৃত গোধনখুরোত্থিত ধূলি দ্বারা ধূসরিত বদনকমল ধারণ পূর্ব্বক উহা আমাদিগকে মুহুর্মুহু দর্শন করাইয়া আমাদিগের মনোমধ্যে কাম জন্মাইয়া দাও ॥ ১২ ॥

হে রমণ, মনঃপীড়োপশমন, প্রণতজনের কামদ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অর্চ্চিত ধরণীর ভূষণ আপৎকালে চিন্তনীয় ও স্মরণমাত্র

সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং
স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্ ।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং ।
বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্ ॥ ১৪ ॥
অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটি যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্ ।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্ ॥ ১৫ ॥

শন্তমঞ্চ সেবাসময়েঽপি সুখতমং, তব চরণপঙ্কজং, কামতাপশান্তয়ে নঃ স্তনেষর্পয়েতি ॥ ১৩ ॥

অপিচ, হে বীর, তে অধরামৃতং নো বিতর দেহি, স্বরিতেন নাদিতেন বেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতং ইতি নাদামৃতবাসিতমিতি ভাবঃ। ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং ইতরেষু সার্ব্বভৌমাদিসুখেষু রাগমিচ্ছাং বিস্মারয়তি বিলোপয়তীতি তথা তৎ ॥ ১৪ ॥

কিঞ্চ ক্ষণমপি ত্বদ্দর্শনে দুঃখং, দর্শনে চ সুখং দৃষ্ট্বা, সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগেন যত্নত ইব বয়ং ত্বামুপাগতাঃ, ত্বন্তু কথমস্মান্ ত্যক্তুমুৎসহসে, ইতি সকরুণমূচুঃ, অটতীতি দ্বয়েন। তৎ যদা ভবান্ কাননং বৃন্দাবনং প্রতি অটতি গচ্ছতি তদা ত্বামপশ্যতাং প্রাণিনাং ত্রুটি ক্ষণার্দ্ধমপি যুগায়তে যুগবদ্ভবতি, এবমদর্শনে

আপদনিবারণ তোমার চরণকমল আমাদিগের স্তনসমূহে স্থাপন কর ॥ ১৩ ॥

হে বীর, সম্ভোগসুখবর্দ্ধনশীল শোকনাশন বাদিতবেণু কর্ত্তৃক সম্যক্ চুম্বিত মনুষ্যদিগের বিষয়ান্তররাগের বিস্মারক তোমার অধরামৃত আমাদিগকে বিতরণ কর ॥ ১৪ ॥

তুমি যখন দিবাভাগে বনে বনে ভ্রমণ কর, তখন তোমার অদর্শনে প্রাণীদিগের সম্বন্ধে ক্ষণার্দ্ধও এক একটি যুগের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। কুটিলকুন্তলশোভিত তোমার শ্রীমুখ সন্দর্শন-

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবা-
নতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতা।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ
কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥ ১৬ ॥
রহসি সংবিদং হৃচ্ছয়োদয়ং
প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষণম্।

দুঃখমুক্তং। পুনশ্চ কথঞ্চিদ্দিনান্তে তব শ্রীমুখং উৎ উচ্চৈর্ব্বীক্ষমাণানাং তেষাং দৃশাং পক্ষকৃৎ ব্রহ্মা জড়ো মন্দ এব, নিমিষমাত্রমপ্যন্তরমসহমিতি দর্শনে সুখমুক্তং ॥ ১৫ ॥

তস্মাৎ হে অচ্যুত, পতীন্, সুতান্, অন্বয়ান্ তৎসম্বন্ধিন, ভ্রাতৄন্, বান্ধবাংশ্চাতিবিলঙ্ঘ্য তব সমীপমাগতা বয়ং, কথম্ভূতস্য, গতিবিদঃ অস্মদাগমনং জানতঃ, গীতগতি র্বা জানতঃ, গতিবিদো বয়মিতি বা, তবোদ্গীতেন, উচ্চৈর্গীতেন মোহিতাঃ, হে কিতব শঠ, এবম্ভূতা যোষিতঃ নিশি স্বয়মাগতাস্ত্বামৃতে কস্ত্যজেৎ, ন কোঽপীত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

অতস্ত্বয়া ত্যক্তানামস্মাকং প্রাক্তনত্বদ্দর্শননিদানহৃদ্রোগস্য ত্বৎসঙ্গত্যৈব চিকিৎসাং কুর্ব্বিত্যাহ দ্বয়েন, রহসীতি। প্রিয়ো

কারী ব্যক্তিদিগের নেত্রে যিনি পক্ষ রচনা করিয়াছেন সেই ব্রহ্মা নিশ্চয়ই জড় ॥ ১৫ ॥

হে অচ্যুত, তুমি আমাদিগের আগমনের কারণ বিদিত আছ। আমরা তোমার বেণুগীতে মোহিত হইয়া পতি পুত্র সম্বন্ধী ভ্রাতা ও বান্ধব সকলের অনাদর পূর্ব্বক তোমার সমীপে আগমন করিয়াছি। হে শঠ, স্ত্রীসকলকে কে রাত্রিকালে ত্যাগ করিয়া থাকে? ॥ ১৬ ॥

তোমার নির্জ্জন প্রদেশের সাঙ্কেত্যচেষ্টিত এবং কামোদগমের কারণীভূত সহাস্যবদন সপ্রেম নিরীক্ষণ ও লক্ষ্মীর নিকেতন

বৃহদুরঃ শ্রিয়ো বীক্ষ্য ধাম তে
মুহুরতিস্পৃহা মুহ্যতে মনঃ ॥ ১৭ ॥
ব্রজবনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গ তে
বৃজিনহন্ত্র্যলং বিশ্বমঙ্গলম্।
ত্যজ মনাক্ চ নস্ত্বৎস্পৃহাত্মনাং
স্বজনহৃদ্রুজাং যন্নিসূদনম্ ॥ ১৮ ॥
যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।

ধাম তে বৃহদ্বিশালং উরশ্চ বীক্ষ্য, অতিস্পৃহা ভবতি, তয়াচ মুহুর্মুহুর্মনো মুহ্যতি ॥ ১৭ ॥

তব চ ব্যক্তিরভিব্যক্তি র্ব্রজবনৌকসাং সর্ব্বেষাং অবিশেষেণ বৃজিন-হন্ত্রী দুঃখনিরসনী। বিশ্বমঙ্গলং সর্ব্বমঙ্গলরূপাচ। অতস্ত্বৎ স্পৃহাত্মনাং ত্বৎস্পৃহাক্রান্তমনসাং নঃ মনাক্ ঈষৎ কিমপি ত্যজ মুঞ্চ, কার্পণ্যমকুর্ব্বন্ দেহীত্যর্থঃ। কিং তৎ, স্বজনহৃদ্রোগাণাং যদতিগোপ্যং নিসূদনং নিবর্ত্তকমৌষধং, তৎ ত্বমেব বেৎসীতি গূঢ়াভিপ্রায়ঃ ॥ ১৮ ॥

অতিপ্রেমধর্ষিতা রুদত্য আহুঃ, যদিতি। হে প্রিয়, যত্তে

তব প্রশস্ত বক্ষঃস্থল সন্দর্শন করিয়া তৎসম্বন্ধিনী অতিশয় স্পৃহা জন্মিতেছে এবং মন বারংবার মোহিত হইতেছে ॥ ১৭ ॥

হে কৃষ্ণ, তোমার অবতার ব্রজবাসিজনের ও বনবাসী মুনিদিগের দুঃখনিবারক ও বিশ্বের অতিশয় মঙ্গলকারক, অতএব তৎসম্বন্ধ লাভ বিষয়ে আকৃষ্টচিত্ত এই গোপীদিগকে তোমার নিজজন জানিয়া ইহাদিগের হৃদ্রোগের বিনাশন যে তৎসম্বন্ধরূপ ঔষধ তাহা অন্ততঃ অত্যল্প পরিমাণেও প্রদান কর ॥ ১৮ ॥

হে প্রিয়, তোমার যে সুকুমার চরণকমল আমাদিগের

তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে রাসক্রীড়ায়াং গোপিকা-
গীতমেকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।
শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তব সুকুমারং পদাব্জং কঠিনেষু কুচেষু সম্মর্দ্দনশঙ্কিতাঃ শনৈঃ শনৈর্দধীমহি ধারয়েম বয়ং, তেনাটবীমটসি গচ্ছসি। নয়সীতি পাঠে, পশূন্ বা, কাঞ্চিদন্যাং বা, আত্মানমেব বা, নয়সি প্রাপয়সি। তৎ ততঃ, তৎপদাম্বুজং বা, কূর্পাদিভিঃ সূক্ষ্মপাষাণাদিভিঃ কিংস্বিন্ন ব্যথতে, কথং নু নাম ন ব্যথতে ইতি। ভবানেব আয়ুর্জীবনং যাসাং নো ধীর্ভ্রমতি মুহ্যতি ইতি ॥ ১৯ ॥

ইতি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

কঠিন স্তনসমূহে সম্মর্দ্দনাশঙ্কায় সভয়ে ধীরে ধীরে স্থাপন করিয়া থাকি, তুমি সেই চরণ দ্বারা বনমধ্যে বিচরণ করিতেছ এবং তাহাতে উহা সূক্ষ্ম পাষাণাদি দ্বারা ব্যথিত হইতেছে ভাবিয়া আমাদিগের চিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হইতেছে, কারণ তুমিই আমাদিগের জীবন ॥ ১৯ ॥

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশুক উবাচ।

ইতি গোপ্যঃ প্রগায়ন্ত্যঃ প্রলপন্ত্যশ্চ চিত্রধা।
রুরুদুঃ সুস্বরং রাজন্ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ ॥ ১ ॥
তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥ ২ ॥
তং বিলোক্যাগতং প্রেষ্ঠং প্রীত্যুৎফুল্লদৃশোঽবলাঃ।
উত্তস্থুর্যুগপৎ সর্ব্বাস্তন্বঃ প্রাণমিবাগতম্ ॥ ৩ ॥

দ্বাত্রিংশে বিরহালাপবিক্লিন্নহৃদয়ো হরিঃ। তত্রাবির্ভূয় গোপীস্তাঃ সান্ত্বয়ামাস মানয়ন্। স্বপ্রেমামৃতকল্লোলবিহ্বলীকৃতচেতসঃ। সদর্শিন্ নন্দয়ন্ গোপীরুদ্ভূতো নন্দনন্দনঃ॥ ইতি এবং প্রভৃতি, চিত্রধা অনেকধা, সুস্বরং উচ্চৈঃ, কৃষ্ণদর্শনে লালসা অতিস্পৃহা যাসাং তাঃ ॥ ১ ॥

সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ জগন্মোহনস্যাপি কামস্য মনস্থাত্তু তঃ কামঃ, সাক্ষাত্তস্যাপি মোহক ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

তন্বঃ করচরণাদয়ঃ ॥ ৩ ॥

শুকদেব কহিলেন ;—হে রাজন্, কৃষ্ণদর্শনলালসা গোপী সকল উক্তপ্রকারে বহুবিধ গান ও প্রলাপ সহকারে সুস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

সেই রোদনপরায়ণা গোপীগণের মধ্যে সহাস্যবদনকমল পীতাম্বরপরিহিত প্রসূনমালালঙ্কৃত সাক্ষাৎ মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন ॥ ২ ॥

কাচিৎ করাম্বুজং শৌরের্জগৃহেঽঞ্জলিনা মুদা।
কাচিদ্দধার তদ্বাহুমংসে চন্দনরূষিতম্ ॥ ৪ ॥
কাচিদঞ্জলিনাঽগৃহ্লাত্তন্বী তাম্বূলচর্ব্বিতম্।
একা তদঙ্ঘ্রিকমলং সন্তপ্তা স্তনয়োর্ন্যধাৎ ॥ ৫ ॥
একা ভ্রূকুটিমাবধ্য প্রেমসংরম্ভবিহ্বলা।
ঘ্নতীবৈক্ষৎ কটাক্ষেপৈর্সন্দষ্টদশনচ্ছদা ॥ ৬ ॥
অপরাঽনিমিষদ্দৃগ্‌ভ্যাং জুষাণা তন্মুখাম্বুজম্।
আপীতমপি নাতৃপ্যৎ সন্তস্তচ্চরণং যথা ॥ ৭ ॥

অঞ্জলিনা সংহতহস্তদ্বয়েন ॥ ৪—৫ ॥
ভ্রূকুটিমাবধ্য ভ্রুবং কুটীলীকৃত্য, প্রেমসংরম্ভেণ প্রণয়কোপাবেশেন বিহ্বলা বিবশা, নির্দ্দষ্টাধরৌষ্ঠা। কটাঃ কটাক্ষাস্তৈর্যে আক্ষেপাঃ পরিভবাস্তৈস্তাড়য়ন্তীবৈক্ষত ॥ ৬ ॥
অনিমিষন্তীভ্যাং দৃগ্‌ভ্যাং আপীতমপি সম্যক্ দৃষ্টমপি পুনঃ পুনঃ জুষাণা নাতৃপ্যৎ ॥ ৭ ॥

আগত প্রাণকে দর্শন করিয়া হস্তপদাদি শরীরাবয়ব সমূহের ন্যায় প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে আগত দর্শন করিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল-নয়ন গোপী সকল যুগপৎ উত্থিত হইলেন ॥ ৩ ॥
কোন গোপী হর্ষভরে অঞ্জলি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের করপদ্ম গ্রহণ করিলেন। কেহ বা চন্দনলিপ্ত তদীয় বাহু নিজ স্কন্ধে ধারণ করিলেন ॥ ৪ ॥
কোন গোপী অঞ্জলি দ্বারা তদীয় তাম্বূলচর্ব্বিত গ্রহণ করিলেন। কেহ বা তদ্বিরহে সন্তপ্ত হইয়া তদীয় চরণকমল নিজ স্তনদ্বয়ে স্থাপন করিলেন ॥ ৫ ॥
প্রণয়কোপাবেশে বিহ্বলচিত্তা অতএব অধরোষ্ঠদংশনপরায়ণা কোন গোপী ভ্রূযুগল কুটিল করিয়া কটাক্ষসম্পাত দ্বারা যেন তাড়ন করিতে করিতেই চাহিয়া রহিলেন ॥ ৬ ॥

তং কাচিন্নেত্ররন্ধ্রেণ হৃদিকৃত্য নিমীল্য চ।
পুলকাঙ্গ্যুপগুহ্যাস্তে যোগীবানন্দসংপ্লুতা ॥ ৮ ॥
সর্ব্বাস্তাঃ কেশবালোকপরমোৎসবনির্বৃতাঃ।
জহুর্বিরহজং তাপং প্রাজ্ঞং প্রাপ্য যথা জনাঃ ॥ ৯ ॥
তাভির্বিধূতশোকাভির্ভগবানচ্যুতো বৃতঃ।
ব্যরোচতাধিকং তাত পুরুষঃ শক্তিভির্যথা ॥ ১০ ॥

হৃদিকৃত্য হৃদয়ং নীত্বেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

প্রাজ্ঞং ঈশ্বরং প্রাপ্য যথা মুমুক্ষবো জনাঃ। যদ্বা ;—প্রাজ্ঞং ব্রহ্মজ্ঞং প্রাপ্য যথা সংসারিণঃ। যদ্বা ;—প্রাজ্ঞং সৌষুপ্তং প্রাপ্য যথা বিশ্বতৈজসাবস্থাঃ জীবাঃ ॥ ৯ ॥

পুরুষঃ পরমাত্মা শক্তিভিঃ সত্ত্বাদিভি র্যথা ॥ যদ্বা ;—উপাসকঃ পুরুষো জ্ঞানবলবীর্য্যাদিভিঃ। যদ্বা ;—পুরুষোঽনুশয়ী প্রকৃত্যাদ্যুপাধিভির্বৃতো যথা বিরোচতে তদ্বৎ ॥ ১০ ॥

তদীয় চরণ পুনঃ পুনঃ সেবা করিয়া যেমন সাধু সকল তৃপ্ত হয়েন না, তদ্রূপ অনিমিষনয়নে সম্যক্ পান করিয়াও তন্মুখপদ্ম সেবাকারিণী অপর কোন গোপী তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না ॥ ৭ ॥

কোন গোপী নেত্ররন্ধ্রপথে শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে স্থাপন ও আলিঙ্গনপূর্ব্বক নেত্রদ্বয় নিমীলন করিয়া যোগীর ন্যায় রোমাঞ্চিতাঙ্গী ও আনন্দব্যাপ্তা হইলেন ॥ ৮ ॥

ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া মুমুক্ষু ব্যক্তিসকলের ন্যায় অথবা ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হইয়া সংসারী ব্যক্তিসকলের ন্যায় কিম্বা সুষুপ্তিসাক্ষী প্রাজ্ঞ পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বাবস্থ ও তৈজসাবস্থ জীবসকলের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণসন্দর্শনজনিত পরমানন্দ নির্বৃত গোপী সকল বিরহজনিত সন্তাপ নিবারণ করিলেন ॥ ৯ ॥

হে তাত, শক্তিবর্গ দ্বারা পরিবৃত পুরুষের ন্যায় বিধুতশোকা

তাঃ সমাদায় কালিন্দ্যা নির্ব্বিশ্য পুলিনং বিভুঃ।
বিকসৎকুন্দমন্দারসুরভ্যনিলষট্‌পদম্‌ ॥ ১১ ॥
শরচ্চন্দ্রাংশুসন্দোহধ্বস্তদোষাতমঃ শিবম্‌।
কৃষ্ণায়া হস্ততরলাচিতকোমলবালুকম্‌ ॥ ১২ ॥
তদ্দর্শনাহ্লাদবিধূতহৃদ্রুজো
মনোরথান্তং শ্রুতয়ো যথা যযুঃ।

বিকসৎকুন্দমন্দারৈঃ সুরভি র্যোঽনিলঃ তস্মাৎ ষট্‌পদা যস্মিন্‌ ॥ ১১ ॥

শরচ্চন্দ্রাংশূনাং সন্দোহৈঃ সমূহৈ র্ধ্বস্তং দোষাতমঃ রাত্রিগতং তমো যস্মিন্‌ তৎ, অতঃ শিবং সুখকরং, কালিন্দ্যাঃ হস্তরূপৈস্তরলৈস্তরঙ্গৈরাচিতাঃ আস্তৃতাঃ কোমলবালুকা যস্মিন্‌ তৎ, এবম্ভূতং পুলিনং তাঃ সমাদায় নির্ব্বিশ্য, তত্র তাভি র্বৃতোঽধিকং ব্যরোচত ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ১২ ॥

তাশ্চ মনোরথানামন্তং যযুঃ পূর্ণকামা বভূবুঃ শ্রুতয়ো যথেত্যয়মর্থঃ ;—যথা কর্ম্মকাণ্ডে শ্রুতয়ঃ পরমেশ্বরমপশ্যন্ত্যস্তত্তৎকামানুবন্ধৈরপূর্ণা ইব ভবন্তি, জ্ঞানকাণ্ডে তু পরমেশ্বরং দৃষ্ট্বা তদাহ্লাদপূর্ণাঃ কামানুবন্ধং জহতি তদ্বৎ ইতি। আপ্তকামা অপি প্রেয়া

গোপী সকলে পরিবৃত হইয়া ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ সমধিক শোভা ধারণ করিলেন ॥ ১০ ॥

বিভু শ্রীকৃষ্ণ সেই গোপী সকলকে লইয়া কুন্দ ও মন্দার প্রভৃতি পুষ্প সকলের সৌরভবাহী বায়ুবশে সমাকৃষ্ট ভ্রমরনিকরে সমলঙ্কৃত, শরৎকালীন চন্দ্রকিরণে বিদূরিতনৈশতিমির, সুখকর ও তরঙ্গাস্তৃতকোমলবালুকাব্যাপ্ত যমুনাপুলিনে প্রবেশ পূর্ব্বক অধিকতর শোভা ধারণ করিলেন ॥ ১১—১২ ॥

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্শনজনিত আনন্দে হৃদ্গতপীড়ারহিত গোপী সকল শ্রুতিসমূহের ন্যায় পূর্ণমনোরথ হইলেন। এবং তাঁহারা

স্বৈরুত্তরীয়ৈঃ কুচকুঙ্কুমাচিতৈ-
রচীক্ৢপন্নাসনমাত্মবন্ধবে ॥ ১৩ ॥
তত্রোপবিষ্টো ভগবান্ স ঈশ্বরো
যোগেশ্বরান্তর্হৃদি কল্পিতাসনঃ।
চকাশ গোপীপরিষদ্গতোঽর্চ্চিত-
স্ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যেকপদং বপুর্দধৎ ॥ ১৪ ॥
সভাজয়িত্বা তমনঙ্গদীপনং
সহাসলীলেক্ষণবিভ্রমভ্রুবা।
সংস্পর্শনেনাঙ্ককৃতাঙ্ঘ্রিহস্তয়োঃ
সংস্তুত্য ঈষৎ কুপিতা বভাষিরে ॥ ১৫ ॥

তমন্তর্জ্জামিত্যাহ, স্বৈরিতি। অচীক্ৢপন্ রচয়ামাসুঃ, আত্মবন্ধবে অন্তর্যামিনে ॥ ১৩ ॥

গোপীসভাগতস্তাভিঃ অর্চ্চিতঃ সম্মানিতঃ সন্ চকাশ শুশুভে, ত্রৈলোক্যে যা লক্ষ্মীঃ শোভা তস্যাঃ একমেব পদং স্থানং তৎ বপুর্দধৎ দর্শয়ন্ ॥ ১৪ ॥

সহাসলীলেক্ষণেন বিভ্রমো বিলাসো যস্যাং তয়া ভ্রুবা উপলক্ষিতাঃ। স স্পর্শনেন সংমর্দ্দনেন ॥ ১৫ ॥

কুচকুঙ্কুমলিপ্ত নিজ নিজ উত্তরীয় বসন দ্বারা আত্মবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের আসন রচনা করিয়া দিলেন ॥ ১৩ ॥

যোগেশ্বরদিগের হৃদয়মধ্যে কল্পিতাসন সর্ব্বনিয়ন্তা সর্বৈশ্বর্য্যসমন্বিত ত্রৈলোক্যসৌন্দর্য্যের একাধারস্বরূপ শ্রীমূর্ত্তিধর শ্রীকৃষ্ণ সেই আসনে উপবেশন পূর্ব্বক গোপীমণ্ডলে পরিবৃত ও তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

অন্তর্দ্ধান হেতু ঈষৎ কুপিতা গোপীসকল সহাস্যলীলাবলোকনবিলসিত ভ্রূযুগল দ্বারা অনঙ্গবর্দ্ধন শ্রীকৃষ্ণকে অনুরঞ্জিত

শ্রীগোপ্য উচুঃ।

ভজতোঽনু ভজন্ত্যেকে এক এতদ্ বিপর্য্যয়ম্।
নোভয়াংশ্চ ভজন্ত্যন্যে এতন্নো ব্রূহি সাধু ভোঃ॥১৬

শ্রীভগবানুবাচ।

মথো ভজন্তি যে সখ্যঃ স্বার্থৈকান্তোদ্যমা হি তে।
ন তত্র সৌহৃদং ধর্ম্মঃ স্বার্থার্থং তদ্ধি নান্যথা॥ ১৭॥

তত্র ভগবতোঽকৃতজ্ঞতাং তদ্বচনেনৈবোপাপাদয়িতুকামা গূঢ়াভিপ্রায়া লোকবৃত্তান্তমিব পৃচ্ছতি, ভজত ইতি। ভজতঃ প্রাণিনঃ অনু অনন্তরং, কেচিদ্ভজনানুসারেণ ভজন্তি, কেচিদেতদ্বিপর্য্যয়ং যথা ভবতি তথা, তদ্ভজনানপেক্ষং অভজতোঽপি ভজন্তি, অন্যে তু নোভয়ানিতি॥ ১৬॥

বিদিতাভিপ্রায় উত্তরমাহ, মিথ ইতি। হে সখ্যঃ। উপকারপ্রত্যুপকারতয়া যে মিথো ভজন্তি, তে মিত্রং ন ভজন্তি, কিন্তু আত্মানমেবেতি। কুতঃ?—হি যস্মাৎ স্বার্থ এবৈকান্ত উদ্যমো যেষাং তে। তত্র চ ন সৌহৃদং, অতো ন সুখং ন চ ধর্ম্মঃ, দৃষ্টোদ্দেশাদ্গোমহিষ্যাদিভজনবদিত্যর্থঃ॥ ১৭॥

করিয়া আপন উরুদ্বয়ের উপর তদীয় হস্ত পদ স্থাপন ও তত্তৎস্পর্শে স্পর্শসুখ অনুভব পূর্ব্বক উক্ত হস্তপদাদির প্রশংসানন্তর বলিতে লাগিলেন॥ ১৫॥

গোপীগণ বলিলেন;—হে কৃষ্ণ, কোন কোন লোক ভজনকারী ব্যক্তি সকলকেই অনুভজন করিয়া থাকেন; কেহ কেহ উহার বিপরীত আচরণ অর্থাৎ অভজনকারী ব্যক্তিদিগকেও ভজন করিয়া থাকেন; আবার কেহ কেহ বা উভয়কেই অর্থাৎ ভজনকারী ও অভজনকারী উভয়কেই ভজন করেন না; অতএব ভজনকারীর গুণ দোষ ও ফল প্রভৃতি সমস্ত সম্যক্প্রকারে আমাদিগের নিকট বল॥ ১৬॥

ভজন্ত্যভজতো যে বৈ করুণাঃ পিতরৌ যথা।
ধর্ম্মো নিরপবাদোঽত্র সৌহৃদঞ্চ সুমধ্যমাঃ ॥ ১৮ ॥
ভজতোঽপি ন বৈ কেচিদ্ভজন্ত্যভজতঃ কুতঃ।
আত্মারামা হ্যাপ্তকামা অকৃতজ্ঞা গুরুদ্রুহঃ ॥ ১৯ ॥

যে তু অভজতো ভজন্তি, তে দ্বিবিধাঃ, করুণাঃ স্নিগ্ধাশ্চ তত্র তু যথাক্রমং ধর্ম্মকামৌ ভবত ইত্যাহ, ভজন্ত্যভজত ইতি ॥ ১৮ ॥

তৃতীয়প্রশ্নোত্তরং ভজতোঽপীতি। অয়মর্থঃ, তে চতুর্ব্বিধা, একে আত্মারামাঃ অপরাগ্দৃশঃ, কেচিদাপ্তকামা বিষয়দর্শনেঽপি পূর্ণকামত্বেন ভোগেচ্ছারহিতাঃ, অন্যে অকৃতজ্ঞা মূঢাঃ, অন্যে চ গুরুদ্রুহঃ অতিকঠিনাঃ, "স পিতা যস্তু পোষকঃ" ইতি ন্যায়াদুপকর্ত্তা গুরুতুল্যঃ তস্মৈ দ্রুহ্যন্তীতি তথা তে ॥ ১৯ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন ;—হে সখী সকল, যে সকল লোক পরস্পরের উপকারার্থ পরস্পর ভজন করিয়া থাকে, তাহারা যেহেতু নিজের প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্তই সচেষ্টিত থাকে, তন্নিমিত্ত তাহাদিগের সেই ভজন স্বার্থের নিমিত্তই, পরার্থের নিমিত্ত নহে ; অতএব ঐ ভজনে ভজনের ফল যে প্রেম বা ধর্ম্ম, তাহা উৎপন্ন হইতে পারে না ॥ ১৭ ॥

যাহারা পিতা মাতার ন্যায় অভজনকারী ব্যক্তি সকলকে ভজন করে, তাহারা কৃপালু। হে সুমধ্যমাগণ, এই নিরপেক্ষ ভজনে অবাধিত ধর্ম্ম ও প্রেম উৎপন্ন হইয়া থাকে। দয়ার্দ্রচিত্ত ব্যক্তির ধর্ম্মোৎপত্তি ও স্নেহার্দ্রচিত্ত ব্যক্তির প্রেমোৎপত্তি অবশ্যম্ভাবিনী ॥ ১৮ ॥

আবার কেহ কেহ ভজনকারী ব্যক্তিদিগকেও ভজন করে না। তাহারা যে অভজনকারীকে ভজন করে না, তাহা বলা বাহুল্য। ঐ শ্রেণীর লোক আবার চারি প্রকার দেখা যায় ; যথা—প্রথম, আত্মারামগণ অর্থাৎ বাহ্যদৃষ্টিরহিত ব্যক্তি

নাহন্তু সখ্যো ভজতোঽপি জন্তূন্
ভজাম্যমীষামনুবৃত্তিবৃত্তয়ে।
যথাঽধনো লব্ধধনে বিনষ্টে
তচ্চিন্তয়ান্যন্নিভৃতো ন বেদ ॥ ২০ ॥
এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদ-
স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।

অত্র চরমকোটিগত্বমাত্মানং মত্বা, অক্ষিনিকোচৈঃ পরস্পরং গূঢ়স্মিতমুখীস্তা দৃষ্ট্বাহ, নাহন্ত্বিতি ॥ হে সখ্যঃ! অহং তেষাং মধ্যে ন কোঽপি, কিন্তু পরমকারুণিকঃ পরমসুহৃচ্চ, কথং, অমীষাং ভজতাং অনুবৃত্তিবৃত্তয়ে নিরন্তরধ্যানপ্রবৃত্ত্যর্থং তান্ অভজামি। এতৎ সদৃষ্টান্তমাহ, যথেতি। তস্য ধনস্যৈব চিন্তয়া নিভৃতঃ পূর্ণো ব্যাপ্ত ইতি যাবৎ, অন্যৎ ক্ষুৎপিপাসাদ্যপি ন বেদ ॥ ২০ ॥

এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদস্বানাং মদর্থমুজ্ঝিতা লোকাঃ যুক্তাযুক্তাপ্রতীক্ষণাৎ, বেদাশ্চ ধর্ম্মাধর্ম্মাপ্রতীক্ষণাৎ, স্বা জ্ঞাতয়শ্চ স্নেহত্যাগাৎ, যাভিস্তাসাং বো যুষ্মাকং, পরোক্ষং অদর্শনং যথা

সকল; দ্বিতীয়, আপ্তকামগণ অর্থাৎ বিষয়দৃষ্টি সত্ত্বেও পূর্ণকামত্ব প্রযুক্ত পরভজনে প্রবৃত্তিরহিত ব্যক্তি সকল; তৃতীয়, অকৃতজ্ঞগণ অর্থাৎ পরকৃত উপকারের অনুসন্ধানরহিত ব্যক্তি সকল; চতুর্থ, গুরুদ্রোহিগণ অর্থাৎ প্রত্যুপকারের পরিবর্ত্তে উপকারী ব্যক্তির প্রতি দ্রোহকারী ব্যক্তিসকল ॥ ১৯ ॥

হে সখীসকল, আমি কিন্তু ধ্যানের অবিচ্ছেদার্থ ভজনকারী ব্যক্তি সকলকেও ভজন করি না। নির্ধন ব্যক্তি যেমন কদাচিৎ লব্ধধনের বিনাশে তচ্চিন্তায় ব্যাপৃত হইয়া অন্য কিছুই জানে না, তদ্রূপ আমার ভক্তও কদাচিৎ আমাকে প্রত্যক্ষ করিয়া পুনশ্চ আমার অন্তর্ধানে মচ্চিন্তায় ব্যাপৃত হইয়া দেহাদি অপর কিছুরই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় না ॥ ২০ ॥

ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
মাঽসূয়িতুং মার্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ ॥ ২১ ॥
ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাঽভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে রাসক্রীড়ায়াং ভগবদ্দর্শনং নাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।
ইতি শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ভবৃত্তি তথা ভজতা যুষ্মৎপ্রেমালাপান্ শৃণ্বতৈব তিরোহিতং অন্তর্দ্ধানেন স্থিতং, তত্তস্মাৎ হে অবলাঃ, হে প্রিয়াঃ, মা মাং, অসূয়িতুং দোষারোপণেন দ্রষ্টুং, যূয়ং মার্হথ ন যোগ্যাঃ স্থঃ ॥২১॥
আস্তামিদং, পরমার্থস্তু শৃণুতেত্যাহ, নেতি ॥ নিরবদ্যসংযুজাং নিরবদ্যা সংযুক্ সংযোগো যাসাং তাসাং বঃ, বিবুধানাং আয়ুষাপি চিরকালেনাপি, স্বীয়ং সাধুকৃত্যং প্রত্যুপকারকৃত্যং কর্ত্তুং ন পারয়ে ন শক্নোমি। কথম্ভূতানাং ?—যা ভবত্যো দুর্জ্জরা যা গেহশৃঙ্খলাস্তাঃ সংবৃশ্চ্য নিঃশেষং ছিত্বা মা মাং অভজন্ তাসাং,

---

হে প্রিয় অবলা সকল, এইপ্রকার মন্নিমিত্ত লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম ও আত্মীয়গণের পরিত্যাগকারিণী তোমাদিগের আমাতে ধ্যানপ্রবৃত্তির জন্য পরোক্ষভাবে উপকার করিবার অভিলাষে আমি অন্তর্ধান করিয়াছিলাম। অতএব তোমরা আমাকে তোমাদিগের প্রিয় জানিয়া আমার প্রতি দোষদর্শন করিতে পার না ॥ ২১ ॥

নিরুপাধিভজনপরায়ণা তোমাদিগের স্বীয় অসাধারণ সাধুকৃত্য আমি সুচিরকালেও সাধন করিতে পারিব না। তোমরা দুর্জর গৃহশৃঙ্খল নিঃশেষে ছেদন করিয়া আমার ভজন করি-

মচ্চিত্তন্তু বহুষু প্রেমযুক্ততয়া নৈবমেকনিষ্ঠং, তস্মাৎ বো যুষ্মাকমেব সাধুনা সাধুকৃত্যেন, তৎ যুষ্মৎসাধুকৃত্যং প্রতিযাতু প্রতিকৃতং ভবতু, যুষ্মৎসৌশীল্যেনৈব সমানৃণ্যং, ন তু মৎপ্রত্যুপকারেণেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

ইতি চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

আছ। অতএব তোমাদিগের ঐ নিজ সাধুকৃত্যই ঐ সাধুকর্ম্মের প্রতিকার সাধন করুক। আমি তদ্বিষয়ে তোমাদিগের নিকট ঋণী রহিলাম জানিও ॥ ২২ ॥

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ ।

ইত্থং ভগবতো গোপ্যঃ শ্রুত্বা বাচঃ সুপেশলাঃ ।
জহুর্বিরহজং তাপং তদঙ্গোপচিতাশিষঃ ॥ ১ ॥
তত্রারভত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ ।
স্ত্রীরত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহুভিঃ ॥ ২ ॥
রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ ।
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ ॥ ৩ ॥

– ত্রয়স্ত্রিংশে ততো গোপীমণ্ডলীমধ্যগো হরিঃ । প্রিয়াস্তা রময়ামাস হ্লাদিনীবনকেলিভিঃ ॥ তত্তদা অঙ্গ হে রাজন্ ! যদ্বা ;—তস্য ভগবতোঽঙ্গেন বপুষা করচরণাদ্যবয়বৈর্বা উপচিতাঃ সমৃদ্ধাঃ আশিষো যাসাং তাঃ ॥ ১ ॥

রাসক্রীড়াং, রাসো নাম বহুনর্ত্তকীযুক্তো নৃত্যবিশেষঃ, তাং ক্রীড়াং । অন্যোন্যমাবদ্ধাঃ সংগ্রথিতা বাহবো যৈস্তৈঃ সহ ॥ ২ ॥

শুকদেব কহিলেন ;—শ্রীভগবানের এইরূপ মনোহর বাক্যসমূহ শ্রবণানন্তর তদীয় অঙ্গস্পর্শে পূর্ণমনোরথ গোপীসকল বিরহজনিত সন্তাপ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১ ॥

প্রীত পরস্পর বদ্ধবাহু অনুব্রত স্ত্রীজাতিভূষণ গোপীগণের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ঐ যমুনাপুলিনে রাসক্রীড়া আরম্ভ করিলেন ॥ ২ ॥

যং মন্যেরন্নভস্তাবদ্বিমানশতসঙ্কুলম্ ।
দিবৌকসাং সদারাণামত্যৌৎসুক্যভৃতাত্মনাম্ ॥ ৪ ॥
ততো দুন্দুভয়ো নেদুর্নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ ।
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ঃ সস্ত্রীকাস্তদ্যশোঽমলম্ ॥ ৫ ॥
বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোষিতাম্ ।
সপ্রিয়াণামভূচ্ছব্দস্তুমুলো রাসমণ্ডলে ॥ ৬ ॥

তৎসাহিত্যমভিনয়েন দর্শয়তি, রাসোৎসব ইতি অক্ষর-চতুষ্টয়াধিকেন সার্দ্ধেন। তাসাং মণ্ডলরূপেণাবস্থিতানাং দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে প্রবিষ্টেন তেনৈব কণ্ঠে গৃহীতানামুভয়তঃ সমালিঙ্গিতানাং, কথম্ভূতেন, যং সর্ব্বাঃ স্ত্রিয়ঃ স্বস্বনিকটং মামেবাশ্লিষ্টবানিতি মন্যেরন্ তেন, এতদর্থং দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে প্রবিষ্টেনেত্যর্থঃ। নন্বেকস্য কথং তথা প্রবেশঃ, সর্ব্বসন্নিহিতে বা কুতঃ স্বৈকনিষ্ঠত্বমাননস্তাসামিত্যত উক্তং যোগেশ্বরেণেতি অচিন্ত্যশক্তিনেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

তাবৎ তৎক্ষণমেব অত্যৌৎসুক্যব্যাপ্তমনসাং দেবানাং সস্ত্রীকাণাং বিমানশতৈঃ সঙ্কীর্ণং নভো বভূব ॥ ৫ ॥

সপ্রিয়াণাং শ্রীকৃষ্ণসহিতানাং, তুমুলঃ সঙ্কীর্ণঃ ॥ ৬ ॥

মণ্ডলরূপে অবস্থিত দুই দুই গোপীর মধ্যে একৈকরূপে প্রবিষ্ট, অতএব সকল গোপীই যাঁহাকে নিজের নিকটস্থ মনে করিতেছিলেন, সেই যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সমালিঙ্গিত গোপীদিগের মণ্ডলসমূহে সুশোভিত রাসোৎসব আরব্ধ হইল। তৎক্ষণাৎ আকাশ দর্শনোৎসুক্য হেতু অতিশয় ব্যাকুলচিত্ত সস্ত্রীক দেবগণের শত শত বিমানে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

অনন্তর দুন্দুভি সকল নাদিত হইতে লাগিল; পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল; এবং প্রধান গন্ধর্ব্ব সকল শ্রীকৃষ্ণের অমল যশ গান করিতে লাগিল ॥ ৫ ॥

[৬]

তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা ॥ ৭ ॥
পাদন্যাসৈর্ভুজবিধুতিভিঃ সস্মিতৈর্ভ্রূবিলাসৈ-
র্ভজ্যন্মধ্যৈশ্চলকুচপটৈঃ কুণ্ডলৈর্গণ্ডলোলৈঃ।
স্বিদ্যন্মুখ্যঃ কবররসনাগ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বো
গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ ॥ ৮ ॥

মহামারকতো নীলমণিরিব হৈমানাঞ্চ মণীনাং মধ্যে মধ্যে তাভিঃ, স্বর্ণবর্ণাভিরাশ্লিষ্টাভিঃ শুশুভে, গোপীদৃষ্ট্যভিপ্রায়েণ বা বিনৈব মধ্যপদাবৃত্তিমেকবচনং ॥ ৭ ॥

স যথা তাভিঃ শুশুভে, তথা তা অপি তেন বিরেজুরিত্যাহ, পাদন্যাসৈরিতি। ভুজবিধুতিভিঃ করচালনৈঃ, ভজ্যমানৈর্মধ্যৈঃ, চলদ্ভিঃ কুচৈঃ পটৈশ্চ, গণ্ডলোলৈর্গণ্ডেষু লোলৈশ্চঞ্চলৈঃ। স্বিদ্যন্মুখ্যঃ স্বিদ্যন্তি স্বেদমুদ্গিরন্তি মুখানি যাসাং তাঃ, কবরেষু রসনাসু চ গ্রন্থয়ো দৃঢ়া যাসাং তাঃ, যদ্বা তেষু তাসু চ অগ্রন্থয়ঃ শিথিলগ্রন্থয়ঃ ইত্যর্থঃ। তত্র নানামূর্তিঃ শ্রীকৃষ্ণো মেঘচক্রমিব, তাস্তু বহুবিধাস্তড়িত ইব, স্বেদস্তু আসার ইব, গীতং গর্জ্জিতমিবেতি যথাসম্ভবমূহ্যং ॥ ৮ ॥

রাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহারকারিণী গোপীদিগের বলয় নূপুর ও কিঙ্কিণীসমূহের তুমুল শব্দ উত্থিত হইল ॥ ৬ ॥

সুবর্ণ দ্বারা রচিত দুইটি দুইটি মণির মধ্যে এক একটি ইন্দ্রনীল মণির ন্যায় দেবকীনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐ রাসমণ্ডলমধ্যে গোপীমণ্ডলে পরিবৃত হইয়া অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

পাদবিক্ষেপ করচালন সহাস্য ভ্রূবিলাস আভুগ্ন কটিদেশ কম্পিত স্তন ও বসন এবং গণ্ডদেশে দোদুল্যমান কুণ্ডলসমূহ দ্বারা উপলক্ষিত, স্বেদযুক্তবদনমণ্ডলবিশিষ্ট, কবরী ও রসনাতে গ্রন্থি-

উচ্চৈর্জগুর্নৃত্যমানা রক্তকণ্ঠ্যো রতিপ্রিয়াঃ।
কৃষ্ণাভিমর্ষমুদিতা যদ্গীতেনেদমাবৃতম্ ॥ ৯ ॥
কাচিৎ সমং মুকুন্দেন স্বরজাতীরমিশ্রিতাঃ।
উন্নিন্যে পূজিতা তেন প্রীয়তা সাধু সাধ্বিতি।
তদেব ধ্রুবমুন্নিন্যে তস্যৈ মানঞ্চ বহ্বদাৎ ॥ ১০ ॥
কাচিদ্রাসপরিশ্রান্তা পার্শ্বস্থস্য গদাভৃতঃ।
জগ্রাহ বাহুনা স্কন্ধং শ্লথদ্ বলয়মল্লিকা ॥ ১১ ॥

নৃত্যমানা নৃত্যন্ত্যঃ, রক্তকণ্ঠ্যঃ নানারাগৈরনুরঞ্জিতকণ্ঠ্যঃ, কৃষ্ণস্যাভিমর্ষেণ সংস্পর্শেন মুদিতা হর্ষিতা, ইদং বিশ্বং ॥ ৯ ॥

মুকুন্দেন সমং স্বরজাতীঃ ষড়্জাদিস্বরালাপগতীঃ। অমিশ্রিতাঃ শ্রীকৃষ্ণোন্নীতাভিরসঙ্কীর্ণাঃ, প্রীয়তা প্রীয়মাণেন, পূজিতা সম্মানিতা। তৎ ষড়্জাদ্যুন্নয়নমেব ধ্রুবং ধ্রুবাখ্যং তালবিশেষং কৃত্বা উন্নিন্যে উন্নীতবতী ॥ ১০ ॥

এবং নৃত্যগীতাদিনা শ্রীকৃষ্ণসম্মানিতানাং তাসাং অতিপ্রীতি-

যুক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণগুণগানোন্মত্ত শ্রীকৃষ্ণবধূ গোপীসকল মেঘচক্রে সৌদামিনী সমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

যাঁহাদিগের গীত দ্বারা এই বিশ্ব আবৃত হইয়াছে, নৃত্যপরায়ণা অনুরঞ্জিতকণ্ঠী রতিপ্রিয়া শ্রীকৃষ্ণসংস্পর্শে আনন্দিতা সেই গোপীসকল উচ্চস্বরে গান করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

কোন গোপী শ্রীকৃষ্ণের সহিত অমিশ্রিত স্বরসমূহ কেবল রাগময় করিয়া উন্নয়ন করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হইয়া "সাধু সাধু" বাক্যে তাঁহার সম্মাননা করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অন্য কোন গোপী উক্ত স্বরসমূহের রাগময় উন্নয়নকেই ধ্রুবাখ্য তালবিশেষ দ্বারা সংযুক্ত করিয়া উন্নয়ন করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণও এই শেষোক্ত গোপীকে পূর্ব্বোক্ত গোপী হইতে অধিকতর সম্মান-প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ১০॥

তত্রৈকাংসগতং বাহুং কৃষ্ণস্যোৎপলসৌরভম্।
চন্দনালিপ্তমাঘ্রায় হৃষ্টরোমা চুচুম্ব হ॥ ১২॥
কস্যাশ্চিন্নাট্যবিক্ষিপ্তকুণ্ডলত্বিষমণ্ডিতম্।
গণ্ডং গণ্ডে সংদধত্যাঃ প্রাদাত্তাম্বূলচর্ব্বিতম্॥ ১৩॥
নৃত্যতী গায়তী কাচিৎ কূজন্নূপুরমেখলা।
পার্শ্বস্থাঽচ্যুতহস্তাব্জং শ্রান্তাঽধাৎ স্তনয়োঃ শিবম্॥ ১৪
গোপ্যো লব্ধ্বাঽচ্যুতং কান্তং শ্রিয় একান্তবল্লভম্।
গৃহীতকণ্ঠ্যস্তদ্দোর্ভ্যাং গায়ন্ত্যস্তং বিজহ্রিরে॥ ১৫॥

বিলসিতং বৃত্তমাহ, কাচিদিতি। শ্লথয়ন্তি বলয়ানি মল্লিকাশ্চ যস্যাঃ সা॥ ১১॥

উৎপলস্য সৌরভমিব সৌরভং যস্য তং বাহুং॥ ১২॥

নাট্যেন নৃত্যেন বিক্ষিপ্তয়োশ্চঞ্চলয়োঃ কুণ্ডলয়োস্ত্বিষেণ ত্বিষা মণ্ডিতং গণ্ডং কপোলং, তথাভূতে স্বগণ্ডে সংদধত্যাঃ সংযোজয়ন্ত্যাঃ॥ ১৩॥

কূজন্তী নূপুরে মেখলা চ যস্যাঃ সা॥ ১৪॥

হস্তদ্বয় হইতে শিথিলবলয়া ও মস্তক হইতে স্খলিতমল্লিকা রাসপরিশ্রান্তা পার্শ্বস্থা কোন গোপী নিজ বাহু দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশ আশ্রয় করিলেন॥ ১১॥

তাঁহাদিগের মধ্যে কোন এক গোপী স্কন্ধনিহিত চন্দনলিপ্ত উৎপলসৌরভ শ্রীকৃষ্ণের বাহু আঘ্রাণ পূর্ব্বক রোমাঞ্চিত হইয়া উহাই চুম্বন করিলেন॥ ১২॥

নৃত্য বশতঃ চঞ্চল কুণ্ডলযুগলের কান্তি দ্বারা শোভমান নিজ গণ্ড শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডদেশে সংযোগকারিণী কোন গোপীকে শ্রীকৃষ্ণ তাম্বূলচর্ব্বিত প্রদান করিলেন॥ ১৩॥

নৃত্যকারিণী গানপরায়ণা শব্দিতনূপুরমেখলাশালিনী কোন গোপী পরিশ্রান্ত হইয়া সুখকর পার্শ্বস্থ শ্রীকৃষ্ণের করকমল নিজ স্তনযুগলে ধারণ করিলেন॥ ১৪॥

কর্ণোৎপলালকবিটঙ্ককপোলঘর্ম্ম-
বক্ত্রশ্রিয়ো বলয়নূপুরঘোষবাদ্যৈঃ।
গোপ্যঃ সমং ভগবতা ননৃতুঃ স্বকেশ-
স্রস্তস্রজো ভ্রমরগায়করাসগোষ্ঠ্যাম্ ॥ ১৬ ॥
এবং পরিষ্বঙ্গকরাভিমর্ষ-
স্নিগ্ধেক্ষণোদ্দামবিলাসহাসৈঃ।

এবমন্ত্যা অপি গোপ্যো যথাযথং নানাবিভ্রমৈর্ব্বিজহ্রুরিত্যাহ, গোপ্য ইতি ॥ ১৫ ॥

তত্র বাদকেষু গায়কেষু চ সন্ত্রীকেষু গন্ধর্ব্বকিন্নরাদিষু স্বগাবেশেন মুহুঃস্বয়ং নৃত্যৎসু চ অন্যামেব বাদ্যাদিসম্পত্তিং দর্শয়ন্ রাস সম্ভ্রমমাহ, কর্ণোৎপলেতি। কর্ণোৎপলৈশ্চ অলকবিটঙ্কৈরলঙ্কৃতৈঃ কপোলৈশ্চ ঘর্ম্মৈশ্চ বক্ত্রেষু শ্রীঃ শোভা যাসাং তাঃ। ঘোষাঃ কিঙ্কিণ্যঃ, বলয়নূপুরঘোষৈর্ব্বাদ্যৈর্ব্বাদিত্রৈঃ। স্বকেশেভ্যঃ স্রস্তাঃ স্রজো যাসাং তাঃ। এতেন তালগতিসন্তুষ্টাঃ কেশাঃ স্বশিরঃকম্পং প্রাদেষু পুষ্পবৃষ্টিমিবাকুর্ব্বন্ ইত্যুৎপ্রেক্ষিতং। ভগবতা সহ ননৃতুঃ, ক্ব, ভ্রমরা এব গায়কা যস্যাং তস্যাং রাস-সভায়াং ॥ ১৬ ॥

যথা গোপ্যো নানাবিভ্রমৈর্ভগবতা সহ বিজহ্রুঃ, এবং ভগবানপি স্ববিলাসৈস্তাভিঃ সহ রেমে ইত্যাহ, এবমিতি। তদ্বিলা-

---

কমলার একান্তবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে কান্তরূপে লাভ করিয়া তদীয় ভুজযুগল দ্বারা গৃহীতকণ্ঠী গোপীসকল তাঁহারই যশোগান পুরঃসর যথেষ্ট বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

কর্ণোৎপল অলকালঙ্কৃত কপোল, ও স্বেদবিন্দু দ্বারা শোভিতবদন এবং বলয় নূপুর ও বাদ্যের ধ্বনি হেতুক আনন্দভরে কেশ হইতে স্খলিতমালা গোপীসকল গানকারী অলিকুলের মধুর ঝঙ্কারে পরিপূরিত সেই রাসসভায় শ্রীভগবানের সহিত পুনঃপুনঃ নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভি-
র্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ ॥ ১৭ ॥
তদঙ্গসঙ্গপ্রমুদাকুলেন্দ্রিয়াঃ
কেশান্ দুকূলং কুচপট্টিকাং বা।
নাঞ্জঃ প্রতিব্যোঢ়ুমলং ব্রজস্ত্রিয়ো
বিস্রস্তমাল্যাভরণাঃ কুরূদ্বহ ॥ ১৮ ॥
কৃষ্ণবিক্রীড়িতং বীক্ষ্য মুমুহুঃ খেচরস্ত্রিয়ঃ।
কামার্দ্দিতাঃ শশাঙ্কশ্চ সগণো বিস্মিতোঽভবৎ ॥ ১৯

সানভিভূতস্যৈব রতৌ দৃষ্টান্তঃ,যথার্ভক ইতি। স্বপ্রতিবিম্বৈ র্বিভ্রমঃ ক্রীড়া যস্য স ইব। অনেনৈতদ্দর্শিতং স্বীয়মেব সর্ব্বকলাকৌশলং সৌগন্ধ্যলাবণ্যমাধুর্য্যাদি চ তাসু সঞ্চার্য্য তাভিঃ সহ রেমে, যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্বৈরিতি ॥ ১৭ ॥

তাস্তু ভগবদ্বিলাসৈরাকুলা বভূবুরিত্যাহ, তদঙ্গেতি। তস্যাঙ্গসঙ্গেন প্রকৃষ্টা মুৎ প্রীতিস্তয়া আকুলানি অবশানি ইন্দ্রিয়াণি যাসাং তাঃ, বিশ্লথবন্ধনান্ কেশাদীন্ অঞ্জসা প্রতিব্যোঢ়ুং যথাপূর্ব্বং ধর্ত্তুং নালং ন সমর্থা বভূবুঃ। বিস্রস্তা মালা আভরণানি চ যাসাং তাঃ ॥ ১৮ ॥

ন কেবলং তা এব আকুলেন্দ্রিয়াঃ, কিন্তু দেব্যোঽপীত্যাহ,

এইরূপে রমাপতি শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় প্রতিবিম্বের সহিত ক্রীড়াপরায়ণ বালকের ন্যায় আলিঙ্গন করস্পর্শ সানুরাগ নিরীক্ষণ চুম্বনাদি উদ্দাম বিলাস ও হাস্য সহকারে গোপীগণের সহিত রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

হে কুরুশ্রেষ্ঠ, তদীয় অঙ্গসঙ্গজনিত উৎকৃষ্ট আনন্দে অবশেন্দ্রিয় স্খলিতমাল্যাভরণ গোপীসকল কেশ বস্ত্র বা কঞ্চুলিকা অনুসন্ধান পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ ধারণ করিয়া থাকিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ১৮ ॥

কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ।
রেমে ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া॥ ২০॥
তাসাং রতিবিহারেণ শ্রান্তানাং বদনানি সঃ।
প্রামৃজৎ করুণঃ প্রেম্ণা শন্তমেনাঙ্গ পাণিনা॥ ২১॥
গোপ্যঃ স্ফুরৎপুরটকুণ্ডলকুন্তলত্বিড়্-
গণ্ডশ্রিয়া সুধিতহাসনিরীক্ষণেন।

কৃষ্ণবিক্রীড়িতমিতি। কিঞ্চ শশাঙ্কশ্চেত্যনেনৈতৎ সূচিতং, শশাঙ্কেন বিস্মিতেন গতৌ বিস্মৃতায়াং ততঃ প্রাক্তনাঃ সর্ব্বেঽপি গ্রহাস্তত্র তত্রৈব তস্থুঃ, ততশ্চাতিদীর্ঘাসু রাত্রিষু যথাসুখং বিজহ্রুরিতি॥ ১৯॥

কিঞ্চ কৃত্বেতি। অয়ং ভাবঃ "কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি। নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ।" ইতি শ্লোকেন প্রত্যেকং তাভিঃ প্রার্থনাৎ ভগবতাপি "যতোঽবলা ব্রজং" ইত্যাদিনা তথৈব প্রতিশ্রুতত্বাত্তাবন্তমাত্মানং কৃত্বা তাভী রেমে ইতি। যাবতীঃ যাবত্যঃ॥ ২০॥

কৃপাতিশয়মাহ, তাসামিতি॥ ২১॥

ততোঽতিহৃষ্টানাং গোপীনাং চরিতমাহ, গোপ্য ইতি। স্ফুরতাং সুবর্ণকুণ্ডলানাং কুন্তলানাঞ্চ ত্বিষা গণ্ডেষু যা শ্রীস্তয়া

শ্রীকৃষ্ণের এই রাসক্রীড়া সন্দর্শন করিয়া কামপীড়িত দেবীসকলও মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং তারাগণ সহিত শশধরও বিস্মিত হইলেন॥ ১৯॥

যতগুলি গোপী, লীলাসহকারে তাবৎসংখ্যক প্রকাশমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আত্মারাম হইয়াও, ঐ গোপীদিগের সহিত পৃথক্ পৃথক্ রমণ করিয়াছিলেন॥ ২০॥

হে রাজন্, করুণাময় ভগবান্ রতিবিহার হেতু শ্রান্ত গোপীদিগের ঘর্ম্মাক্ত বদন নিজ নিরতিশয় সুখকর করকমল দ্বারা প্রেমসহকারে মার্জ্জন করিয়া দিলেন॥ ২১॥

মানং দধত্য ঋষভস্য জগুঃ কৃতানি
পুণ্যানি তৎকররুহস্পর্শপ্রমোদাঃ ॥ ২২ ॥
তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গ-
ঘৃষ্টস্রজঃ স কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ।
গন্ধর্ব্বপালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্ বাঃ
শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ ॥ ২৩ ॥
সোঽম্ভস্যলং যুবতিভিঃ পরিষিচ্যমানঃ
প্রেম্ণেক্ষিতঃ প্রহসতীভিরিতস্ততোঽঙ্গ।

সুধিতেন অমৃতায়িতেন হাসসহিতেন নিরীক্ষণেন চ ঋষভস্য পত্যুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য, মানং দধত্যঃ পূজাং কুর্ব্বত্যঃ, তৎকর্ম্মাণি জগুঃ। তস্য কররুহৈর্নখৈঃ স্পর্শেন প্রমোদোয়াসাং তাঃ ॥ ২২ ॥

অথ জলকেলিমাহ, তাভিরিতি। তাসামঙ্গসঙ্গেন ঘৃষ্টাঃ সংমর্দ্দিতা যা স্রক্ তস্যাঃ, অতস্তাসাং কুচকুঙ্কুমেন রঞ্জিতায়াঃ সম্বন্ধিভির্গন্ধর্ব্বপালিভির্গন্ধর্ব্বপাঃ গন্ধর্ব্বপতয় ইব গায়ন্তো যেঽলয়স্তৈরনুদ্রুতঃ অনুগতশ্চ স শ্রীকৃষ্ণঃ বাঃ উদকং আবিশৎ। ভিন্নসেতুর্বিদারিতবপ্রঃ। স্বয়ং চাতিক্রান্তলোকবেদমর্য্যাদঃ ॥ ২৩ ॥

তদীয় অঙ্গুলি সকলের স্পর্শে আনন্দিত গোপীসকল উজ্জ্বল সুবর্ণকুণ্ডলের ও চূর্ণকুন্তলের কান্তি দ্বারা সুশোভিতগণ্ডস্থল এবং অমৃততুল্য সহাস নিরীক্ষণ দ্বারা কান্ত শ্রীকৃষ্ণের সম্মাননা করিতে করিতে তাঁহারই কর্ম্ম সকল গান করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

অঙ্গসঙ্গ দ্বারা সম্মর্দ্দিত অতএব কুচকুঙ্কুমরঞ্জিত পুষ্পমালা সম্বন্ধীয় ও গন্ধর্ব্বপতিদিগের ন্যায় গানকারী ভ্রমরসমূহ কর্ত্তৃক অনুগত বিহারশ্রান্ত গোপীমণ্ডলপরিবৃত শ্রীকৃষ্ণ শ্রমাপনোদনার্থ ভিন্নসেতু করিণীপরিবৃত গজরাজের ন্যায় জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৩ ॥

বৈমানিকৈঃ কুসুমবর্ষিভিরীড্যমানো
রেমে স্বয়ং স্বরতিরত্র গজেন্দ্রলীলঃ ॥ ২৪ ॥
ততশ্চ কৃষ্ণোপবনে জলস্থল-
প্রসূনগন্ধানিলজুষ্টদিক্‌তটে ।
চচার ভৃঙ্গপ্রমদাগণাবৃতো
যথা মদচ্যুদ্দ্বিরদঃ করেণুভিঃ ॥ ২৫ ॥
এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ
স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ ।

স্বরতিরাত্মারামোঽপি তত্র গোপীমণ্ডলেঽম্ভসি বা ॥ ২৪ ॥

স্থলজলক্রীড়ে দর্শিতে, বনক্রীড়াং দর্শয়তি, ততশ্চেতি । যমুনায়া উপবনে, জলস্থলপ্রসূনানাং গন্ধো যস্মিন্ তেনানিলেন জুষ্টানি দিশাং তটানি অন্তা যস্মিন্ । যদ্বা,—দিশশ্চ তটং স্থলঞ্চ যস্মিন্ তস্মিন্ বনে । ভৃঙ্গাণাং প্রমদানাঞ্চ গণৈরাবৃতঃ ॥ ২৫ ॥

রাসক্রীড়ানিগমনং, এবমিতি । স শ্রীকৃষ্ণঃ সত্যসঙ্কল্পঃ অনুরাগিস্ত্রীকদম্বঃ এবং সর্ব্বা নিশাঃ সেবিতবান্, শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ শরদি ভবাঃ কাব্যেষু কথ্যমানা যে রসাস্তেষামাশ্রয়ভূতা

হে রাজন্, হাস্যপরায়ণা যুবতিবৃন্দ কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিক হইতে অতিশয় সিচ্যমান ও প্রেমসহকারে বিলোকিত এবং কুসুমবর্ষণকারী বিমানস্থ দেবগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আত্মারাম হইয়াও গজেন্দ্র সদৃশ লীলা প্রকাশ পূর্ব্বক ঐ জলমধ্যে বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ জলজ ও স্থলজ কুসুমসমূহের গন্ধবাহী অনিল দ্বারা ব্যাপ্তদিগন্তর যমুনার উপবনে ভ্রমরনিকর ও প্রমদাগণে পরিবৃত হইয়া করিণীপরিবৃত মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

সত্যসঙ্কল্প ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সুরতসম্বন্ধি ভাবহাবাদি আত্মাতে

সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ
সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ ।

সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ ।
অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ ॥ ২৭ ॥
স কথং ধর্ম্মসেতূনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা ।
প্রতীপমাচরদ্ ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্ষণম্ ॥ ২৮ ॥
আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতম্ ।
কিমভিপ্রায় এতং নঃ সংশয়ং ছিন্ধি সুব্রত ॥২৯ ॥

নিশাঃ । যদ্বা ;—নিশা ইতি দ্বিতীয়া অত্যন্তসংযোগে, শৃঙ্গার-রসাশ্রয়াঃ শরদি প্রসিদ্ধাঃ কাব্যেষু যাঃ কথাস্তাঃ সিষেব ইতি । এবমপ্যাত্মন্যেব অবরুদ্ধঃ সৌরতঃ চরমধাতুঃ ন তু স্খলিতো যস্যেতি কামজয়োক্তিঃ ॥ ২৬ ॥

প্রতীপং প্রতিকূলং অধর্ম্মমিত্যর্থঃ । আচরৎ কৃতবান্ । ন চেদমধর্ম্মমাত্রং কলঞ্জভক্ষণাদিবৎ কিন্তু মহাসাহসমিত্যাহ, পরদারাভিমর্ষণমিতি ॥ ২৮ ॥

আপ্তকামস্য ন্যায়মধর্ম্ম ইতি চেত্তর্হি কামাভাবান্নিন্দিতং কেনাভিপ্রায়েণ কৃতবানিতি পৃচ্ছতি, আপ্তকাম ইতি ॥ ২৯ ॥

অবরোধ পূর্ব্বক প্রীতিযুক্ত অবলাগণের সহিত উক্তপ্রকারে কাব্যে কথ্যমান শরৎকালীন রসসকলের আশ্রয়ভূত ও চন্দ্র-কিরণে সমুজ্জ্বল রাত্রি সকল উপভোগ করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন ;—ধর্ম্মের সংস্থাপন ও অধর্ম্মের নিরসনের নিমিত্তই জগদীশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ অংশের সহিত এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েন ॥ ২৭ ॥

হে ব্রহ্মন্, ধর্ম্মসেতু সকলের বক্তা কর্ত্তা ও অভিরক্ষিতা সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কেন পরস্ত্রীসম্ভোগরূপ প্রতিকূল আচরণ করিলেন ॥ ২৮ ॥

শ্রীশুক উবাচ।

ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥ ৩০॥
নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্ যথাঽরুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥ ৩১
ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তত্তদাচরেৎ॥ ৩২॥

পরমেশ্বরে কৈমুত্যন্যায়েন পরিহর্ত্তুং সামান্যতো মহতাং বৃত্তিমাহ, ধর্ম্মব্যতিক্রম ইতি। সাহসঞ্চ দৃষ্টং প্রজাপতীন্দ্রসোমবিশ্বামিত্রাদিনাং, তচ্চ তেষাং তেজস্বিনাং দোষায় ন ভবতীতি॥ ৩০॥

তর্হি "যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ" ইতি ন্যায়েনান্যোঽপি কুর্য্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নৈতদিতি। অনীশ্বরো দেহাদিপরতন্ত্রঃ। যথা রুদ্রব্যতিরিক্তো বিষমাচরন্ ভক্ষয়ন্॥ ৩১॥

হে সুব্রত, আপ্তকাম যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ কোন্ অভিপ্রায়ে এই পরস্ত্রীসম্ভোগরূপ নিন্দিত কর্ম্ম করিয়াছিলেন, আমাদিগের এই সংশয় ছেদন করুন॥ ২৯॥

শুকদেব কহিলেন;—কর্ম্মাদিপারতন্ত্র্যরহিত ঈশ্বরদিগের সময়ে সময়ে ধর্ম্মমর্য্যাদার উল্লঙ্ঘন ও সহসা প্রবৃত্তিরূপ কর্ম্ম সকল দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু জ্ঞানাদিশক্তিতে তেজীয়ান্ সেই সকল পুরুষের সেই সকল কর্ম্ম সর্ব্বভুক বহ্নির সর্ব্বভোজনের ন্যায় দোষের নিমিত্ত হয় না॥ ৩০॥

কর্ম্মপরবশ ব্যক্তি সকল এই শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম মনেও আচরণ করিবে না; যেহেতু রুদ্র ব্যতিরেকে অন্য কেহ সমুদ্রমন্থনোত্থ গরল ভক্ষণে যেরূপ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ মূঢ়তাবশতঃ শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণে অসমর্থ ব্যক্তির বিনাশই ঘটিয়া থাকে॥ ৩১॥

কুশলাচরিতৈরেষামিহ চার্থো ন বিদ্যতে।
বিপর্য্যয়েণ বানর্থো নিরহঙ্কারিণাং প্রভো ॥ ৩৩ ॥
কিমুতাখিলসত্ত্বানাং তির্য্যঙ্মর্ত্ত্যদিবৌকসাম্।
ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলান্বয়ঃ ॥ ৩৪ ॥
যৎপাদপঙ্কজপরাগনিষেবতৃপ্তা
যোগপ্রভাববিধুতাখিলকর্ম্মবন্ধাঃ।

কথং তর্হি সদাচারস্য প্রামাণ্যমত আহ, ঈশ্বরাণামিতি। তেষাং বচঃ সত্যং, অতস্তদুক্তমাচরেদেব; আচরিতন্তু ক্বচিৎ সত্যং, অতঃ স্ববচোযুক্তং তেষাং বচসাং যদ্ যদ্ যুক্তং অবিরুদ্ধং তত্তদেবাচরেৎ ॥ ৩২ ॥

ননু তর্হি তেঽপি কিমেবং সাহসমাচরন্তি তত্রাহ, কুশলেতি। প্রারব্ধকর্ম্মক্ষপণমাত্রং তেষাং কৃত্যং, নান্যদিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

প্রস্তুতমাহ, কিমুতেতি। কুশলাকুশলান্বয়ো ন বিদ্যত ইতি কিং পুনর্ব্বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

এতদেব স্ফুটীকরোতি। যস্য পাদপঙ্কজপরাগস্য নিষেবেণ

ঈশ্বরদিগের আজ্ঞারূপ বাক্যই প্রমাণ। তাঁহাদিগের আচরণ কোথাও কোথাও প্রমাণ হইয়া থাকে। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাঁহাদিগের উপদেশাত্মক স্বীয় বচনের অবিরুদ্ধ আজ্ঞারূপ বাক্যই পালন করিবেন ॥ ৩২ ॥

হে প্রভো, নিরহঙ্কার ঈশ্বরদিগের জনসংগ্রহার্থ ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ইহলোকে বা পরলোকে সুখরূপ ফল নাই। আবার পরমেশ্বরের ইচ্ছায় বা প্রারব্ধবশে অধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাও দুঃখরূপ অনর্থও ঘটে না ॥ ৩৩ ॥

যদি নিয়ম্য নিরহঙ্কার জীবগণেরই পুণ্যপাপসম্বন্ধ না থাকে, তবে তির্য্যক্ মনুষ্য ও দেবতারূপে অবস্থিত অখিল প্রাণীর নিয়ন্তা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের যে পাপ-পুণ্য-সম্বন্ধ নাই, তাহা বলিতে হয় না ॥ ৩৪ ॥

স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানা-
স্তস্যেচ্ছয়াত্তবপুষঃ কুত এব বন্ধঃ ॥ ৩৫ ॥
গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষ এব ক্রীড়নদেহভাক্ ॥৩৬
অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥৩৭

নিষেবণেন তৃপ্তাঃ। যদ্বা ;—যস্য পাদপঙ্কজপরাগাণাং নিষেবা যেষাং তে তথা, তে চ তৃপ্তাশ্চেতি, ভক্তা ইত্যর্থঃ। তথা জ্ঞানিনশ্চ ন নহ্যমানা বন্ধনমপ্রাপ্তবন্তঃ ॥ ৩৫ ॥

পরদারত্বং গোপীনামঙ্গীকৃত্য পরিহৃতং। ইদানীং ভগবতঃ সর্ব্বান্তর্যামিণঃ পরদারসেবা নাম ন কাচিদিত্যাহ,গোপীনামিতি। যোঽন্তশ্চরতি অধ্যক্ষো বুদ্ধ্যাদিসাক্ষী স এব ক্রীড়নেন দেহভাক্ ন তস্মদাদিতুল্যঃ, যেন দোষঃ স্যাদিতি ভাবঃ॥ ৩৬ ॥

নন্বেবঞ্চেৎ আপ্তকামস্য নিন্দিতে কুতঃপ্রবৃত্তিরিত্যত আহ, অনুগ্রহায়েতি। শৃঙ্গাররসাকৃষ্টচেতসোঽতিবহির্ম্মুখানপি স্বপরান্ কর্ত্তুমিতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥

যাঁহারা পাদপদ্মের পরাগ সেবা দ্বারা নিবৃত্তবিষয়াভিলাষ এবং যোগপ্রভাবে নিবৃত্তসমস্তকর্ম্মবন্ধন মুনিগণও বদ্ধ না হইয়া মুক্তভাবে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া থাকেন, ইচ্ছানুসারে স্বীকৃত দেহ সেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের কেন বন্ধন হইবে ? ॥ ৩৫ ॥

যিনি গোপীদিগের এবং তৎপতিদিগের ও সমস্ত প্রাণীর অন্তরে নিয়ন্তৃরূপে অবস্থিত, সেই সর্ব্বাধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণ লীলার্থই দেহধারণ করিয়াছেন, অতএব গোপীদিগের বা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সামান্য দৃষ্টিতেও কোন দোষেরই সম্ভাবনা দেখা যায় না ॥ ৩৬ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপ্তকাম হইয়াও ভক্তবর্গের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্তই মনুষ্যশরীর ধারণ পূর্ব্বক বিবিধ লীলা

নাসূয়ন খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ॥৩৮
ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্তে বাসুদেবানুমোদিতাঃ।
অনিচ্ছন্ত্যো যযুর্গোপ্যঃ স্বগৃহান্ ভগবৎপ্রিয়াঃ॥৩৯
বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।

নন্বন্যেঽপি ভিন্নাচারাঃ স্বচেষ্টিতৈর্মেবমেবেতি বদন্তি তত্রাহ, নাসূয়ন্নিতি। এবম্ভূতৈশ্বর্য্যাভাবে তথা কুর্ব্বন্তঃ পাপা জ্ঞেয়া ইতি ভাবঃ॥ ৩৮॥

ব্রহ্মরাত্রে ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উপাবৃত্তে প্রাপ্তে॥ ৩৯॥

ভগবতঃ কামবিজয়রূপরাসক্রীড়াশ্রবণাদেঃ কামবিজয়মেব ফলমাহ বিক্রীড়িতমিতি। অচিরেণ ধীরঃ সন্ হৃদ্রোগং কামং

বিস্তার করিয়া থাকেন। ঐ সকল লীলাও আবার বহির্দৃষ্টিতে নিন্দনীয়রূপে প্রতিভাত হইলেও উহাদিগের শ্রবণে, মুক্ত ও মুমুক্ষুর কথা দূরে থাকুক, বহির্মুখ বিষয়ী পর্যন্ত সকলকেই ভগবৎপরায়ণ করিয়া দেয়॥ ৩৭॥

শ্রীকৃষ্ণের মায়া দ্বারা মোহিতচিত্ততাবশতঃ নিজ নিজ স্ত্রীদিগকে নিজ নিজ সমীপেই অবস্থিত জানিয়া ব্রজবাসী গোপ সকলই যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া করেন নাই, তখন উক্ত লীলা শ্রবণে বহির্মুখ ব্যক্তিদিগেরও ভগবৎপরতা অবশ্যম্ভাবিনী॥ ৩৮॥

সে যাহা হউক, এইরূপ বিহারে নিশাবসানে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক অনুমোদিতা ভগবৎপ্রিয়া গোপী সকল ইচ্ছা না থাকিলেও নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন করিলেন॥ ৩৯॥

ব্রজবধূবর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই যে লীলা এবং তাঁহার

ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে রাসক্রীড়ায়াং নাম
ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।
শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

আশু অপহিনোতি পরিত্যজতীতি। সেয়ং শ্রীপরমানন্দমেদি-শ্রীধরনির্ম্মিতা। শ্রীভাগবতভাবার্থদীপিকা দশমাশ্রয়া ॥ ৪০ ॥

ইতি দশমে ত্রয়স্ত্রিংশঃ।

অপরাপর লীলা যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, তিনি তাঁহাতে পরমোৎকৃষ্টা ভক্তি লাভ করিয়া অচিরেই ধৈর্য্যান্বিত হইয়া হৃদ্গত কামরোগ আশু উন্মূলন করিয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

১ম শ্লোক। মূলে "বাদরায়ণিরুবাচ" এই পাঠ ধরা হইয়াছে। উহার অনুবাদ "বাদরায়ণি বলিলেন"। বক্ষ্যমাণ রাসপ্রসঙ্গ মহামহিমান্বিত। তাদৃশ প্রসঙ্গের বলে বাদরায়ণি শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ এইরূপ ;—বদর শব্দের অর্থ, বদরী-বৃক্ষ ; বদর শব্দের উত্তর ষ্ণ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন বাদর শব্দের অর্থ, বদরীবৃক্ষমণ্ডিত বদরিকাশ্রম নামক প্রসিদ্ধ তপোবন ; বাদর যাঁহার অয়ন অর্থাৎ আশ্রয়, তিনি বাদরায়ণ ; অতএব বাদরায়ণ শব্দের অর্থ, বাদর তপোবনে তপোনুষ্ঠান-রত শ্রীবেদব্যাস ; শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাই তাঁহার তপস্যা ; কারণ, সর্ব্বজ্ঞ শ্রীবেদব্যাসের তাদৃশ পরমোত্তম তপস্যার অনুষ্ঠানই উচিত ; বাদরায়ণ শব্দের উত্তর অপত্যার্থে ঞি প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন বাদরায়ণি শব্দের অর্থ, বাদরায়ণের তাদৃশী তপস্যার ফলরূপ পুত্র শ্রীশুকদেব। শব্দব্যুৎপত্তি দ্বারা শ্রীশুকদেবের সর্ব্বজ্ঞত্ব ও শ্রীভগবৎপ্রেমরসময়ত্বাদি অধিকরূপে স্ফুরিত হইলেও, বাদরায়ণি-শব্দ-নির্দ্দেশের মাহাত্ম্যপর্য্যবসান এই শ্রীরাসলীলাতেই দৃষ্ট হয় ; কারণ, বাদরায়ণিই এই মহামহিমান্বিত রাসপ্রসঙ্গের উপযুক্ত বক্তা। অতএব বক্তার ন্যায় ভক্তি-পরায়ণ হইয়া, এই রাসপ্রসঙ্গ শ্রবণ করা উচিত, ইহাই বাদরায়ণি শব্দ নির্দ্দেশের অভিপ্রায়।

কোন কোন পুস্তকে "বাদরায়ণিরুবাচ" এই পাঠের পরি-

বর্ত্তে "শুক উবাচ" এই প্রকার পাঠও দেখা যায়। উহার অনুবাদ "শুকদেব বলিলেন"। বক্ষ্যমাণ রাসপ্রসঙ্গ পরমোজ্জ্বল-রসাত্মক। উজ্জ্বল রসে মধুর ও কোমল পদাবলিই প্রযোজ্য। শুকপক্ষীর ন্যায় স্বভাবতঃ মধুর ও কোমল পদাবলির প্রয়োগ বিষয়ে নিপুণ শ্রীশুকদেবই এই পরমোজ্জ্বলরসাত্মক রাস-প্রসঙ্গের উপযুক্ত বক্তা। অতএব বক্তার ন্যায় উজ্জ্বলরসে আবিষ্টচিত্ত হইয়া, এই রাসপ্রসঙ্গ শ্রবণ করা উচিত, ইহাই শুকপদ প্রয়োগের অভিপ্রায়।

বিষয় ও বিষয়ীর পরস্পর-সম্বন্ধ-কৃত বৃত্তিস্ফুরণই লীলা। আশ্রয়তত্ত্বকে বিষয়ী বলা যায় এবং আশ্রিততত্ত্বকে বিষয় বলা যায়। আশ্রয়তত্ত্ব শ্রীভগবান্ বিষয়ী এবং আশ্রিততত্ত্ব তদীয়-শক্তিবর্গ বিষয়। শক্তি ও শক্তিমানের পরস্পর ভেদ নাই; অতএব শক্তিমান্ বিষয়ী শ্রীভগবান্ ও তদীয় শক্তিবর্গ বিষ-য়ের পরস্পর ভেদ নাই। বিষয়ী শ্রীভগবান্ এক—অদ্বিতীয়; বিষয় বা শক্তিবর্গ বিষয়ী শ্রীভগবানেরই লীলাসামর্থ্য, তাঁহা হইতে অভিন্ন। শ্রীভগবানের লীলা প্রধানতঃ ত্রিবিধা; নিত্য-লীলা, সৃষ্টিলীলা ও সংসারলীলা। নিত্যধামের নিত্যক্রিয়ার নাম নিত্যলীলা, বিশ্বোৎপাদন ক্রিয়ার নাম সৃষ্টিলীলা এবং জন্মাদি-মোক্ষান্ত ক্রিয়ার নাম সংসারলীলা। তন্মধ্যে সংসারলীলা-সামর্থ্যের নাম জীবশক্তি, সৃষ্টিলীলাসামর্থ্যের নাম মায়াশক্তি ও নিত্যলীলাসামর্থ্যের নাম স্বরূপশক্তি। উক্ত ত্রিবিধশক্তিরই আবার শক্তিরূপ ও অধিষ্ঠাতৃরূপ নামক দুইটি দুইটি রূপ আছে। তন্মধ্যে শক্তিরূপটি শ্রীভগবানের স্বরূপেরই অন্তর্গত এবং অধিষ্ঠাতৃরূপটি ভিন্নাকারে প্রকাশিত। স্বরূপশক্তির শক্তিরূপটি শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তির অন্তর্গত এবং অধিষ্ঠাতৃরূপটি নিত্যলীলার পরিকর সকল। মায়াশক্তির শক্তিরূপটি শ্রীভগ-

বানের আবির্ভাববিশেষের বা অন্তর্যামী পরমাত্মার অন্তর্গত এবং অধিষ্ঠাতৃরূপটি মহামায়া। জীবশক্তির শক্তিরূপটি শ্রীভগবানের অপর আবির্ভাবের বা সত্তামাত্র ব্রহ্মের অন্তর্গত এবং অধিষ্ঠাতৃরূপটি জীবসমষ্টি।

নিত্যলীলায় আশ্রয়তত্ত্ব শ্রীভগবানের এবং তদীয় শক্তিরূপ ও শক্ত্যধিষ্ঠাতৃরূপ দ্বিবিধ বিষয়তত্ত্বের পরস্পর-সম্বন্ধ-কৃত বৃত্তিস্ফুরণ স্বভাবতঃ সিদ্ধ হয়। ঐ নিত্যলীলা আবার যাহাতে রসতা বা আস্বাদ-যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই রাসলীলা বলা যায়। এই লক্ষণটি কিন্তু রাসলীলার সামান্য লক্ষণ। নিত্যলীলা যাহাতে আস্বাদ-যোগ্যতার পরাকাষ্ঠা লাভ করে, তাহাই রাসলীলার বিশেষ লক্ষণ। পারিভাষিক অর্থে রাসলীলা শব্দ দ্বারা নৃত্যবিশেষ বোধিত হয়।—"নর্ত্তকীভিরনেকাভির্মণ্ডলে বিচরিষ্ণুভিঃ। যত্রৈকো নৃত্যতি নটস্তদ্বৈ হল্লিশকং বিদুঃ॥ তদেবেদং তালবন্ধগতিভেদেন ভূয়সা। রাসঃ স্যাৎ স নাকেঽপি বর্ত্ততে কিং পুনর্ভুবি॥"—মণ্ডলচারিণী অনেক নর্ত্তকীর সহিত একমাত্র নটের যে নৃত্য, তাহার নাম হল্লিশক॥ ঐ হল্লিশক নামক নৃত্য যদি আবার নানাপ্রকার তালবন্ধ ও গতিভেদে সম্পাদিত হয়, তবে তাহাকে রাস বলা যায়। তাদৃশ রাস স্বর্গেও দৃষ্ট হয় না, ভূতলের ত কথাই নাই।

বিষয়তত্ত্ব ও আশ্রয়তত্ত্বের স্বাভাবিক বৃত্তিস্ফুরণরূপ নিত্যলীলায় দুইটি উদ্দেশ্যের সিদ্ধি দেখা যায়। একটি উদ্দেশ্য সাধক জীবের আকর্ষণ, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য নিত্যসিদ্ধ পরিকরবর্গের মনোরথ পরিপূরণ। সাধক জীব জ্ঞানী ও ভক্ত ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে জ্ঞানীর প্রেম না থাকায় আকর্ষণ সম্ভব হয় না, ভক্তের প্রেম থাকায় উহা সম্ভব হয়। সংসা-

রের মিথ্যাত্ব বোধ ও তজ্জনিত দৃঢ়তর বৈরাগ্য দ্বারা জ্ঞানীর জ্ঞান মোক্ষফল উৎপাদন করিয়াই নিরস্ত হইয়া থাকে। ভক্তের ভক্তি সংসারের সত্যত্ববোধ ও তজ্জনিত নাতিসক্তি ও নাতিবিরক্তি দ্বারা প্রেমাবির্ভাবের সাহায্য করে। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে সংসার মিথ্যা, সুতরাং তাঁহার সংসারে অত্যন্ত বিরক্তি অবশ্যম্ভাবিনী, ভক্তের দৃষ্টিতে সংসার মিথ্যা নহে, কিন্তু সংসারদশায় উহার স্বরূপ সর্ব্বতোভাবে অভিব্যক্ত হয় না বলিয়া মায়াময়, সুতরাং তাঁহার সংসারে অতিশয় বৈরাগ্য অসম্ভব। ভক্তের সংসারে অতিশয় বৈরাগ্য অসম্ভব হইলেও উহাতে অত্যন্ত আসক্তিও থাকে না; কারণ, তিনি ঐ সংসারকে নিত্য ভগবৎসংসারের অনিত্য ছায়া রূপেই দেখিয়া থাকেন। ভগবৎসংসারে লক্ষ্যবিশিষ্ট ভক্তের ইহসংসারের আকর্ষণ বা প্রেম ক্রমশঃ নির্ম্মল হইয়া ভগবৎসংসারের আকর্ষণে বা প্রেমে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। ঐহিক প্রেম অনিত্য দেহদৈহিক সম্বন্ধে-সম্বদ্ধ থাকায় মলিন এবং ভগবৎসংসারের প্রেম অনিত্য দেহদৈহিক সম্বন্ধ বর্জ্জিত হওয়ায় নির্ম্মল। ছায়ারূপ মায়িক মলিন প্রেম বিম্বরূপ অমায়িক বিশুদ্ধ প্রেমকে ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না; ছায়া বা প্রতিবিম্ব বিম্ব ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না। মায়িক প্রেম গৌণমুখ্য ভেদে দ্বিবিধ দেখা যায়; অমায়িক প্রেমও গৌণমুখ্য ভেদে দুই প্রকার শ্রবণ করা যায়। মায়িক মুখ্যপ্রেম শান্তাদিভেদে পঞ্চবিধ দেখা যায়; অমায়িক মুখ্য প্রেমও শান্তাদি ভেদে পঞ্চপ্রকার শুনা যায়। মায়িক কান্তা প্রেমই সকল প্রেমের সার, কারণ, উহা অধিকগুণবিশিষ্ট বলিয়া অধিকতর স্বাদু; অমায়িক কান্তাপ্রেমও তদ্রূপই। মায়িক কান্তাপ্রেমের পরকীয়াত্ব ঘৃণিত হয়;

অমায়িক কান্তাপ্রেমের পরকীয়াত্ব ঘৃণিত হয় না, পরন্তু পূজিতই হইয়া থাকে। পরকীয়ভাবে রসের উল্লাস হেতু, ভগবৎসংসারে ব্রজদেবীগণের প্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। বস্তুতঃ ব্রজদেবীগণের প্রেম সীমান্তপ্রাপ্ত—উচ্চতম অবস্থায় অবস্থিত। মধুরা রতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পরিপাকে প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ও ভাব পর্য্যন্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে কেবল ব্রজদেবীগণের ভাবই মহাভাব আখ্যা প্রাপ্ত হয়, অন্যের ভাব তাহা প্রাপ্ত হয় না। ভাবের পরাকাষ্ঠাই মহাভাব। ঐ মহাভাব কেবল ব্রজদেবী-নিষ্ঠ, কেবল ব্রজদেবীগণেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ প্রেমিক সাধক ভক্তগণের আকর্ষণ ও প্রেমিক সিদ্ধ ভক্ত-গণের মনোরথ পরিপূরণের নিমিত্তই সমস্ত লীলা করিয়া থাকেন, এবং ঐ সকল লীলাও তাঁহার সচ্চিদানন্দময়ী বৃত্তির স্ফুরণমাত্র, অতএব সর্ব্বাতিশয়-প্রেমবতী ব্রজদেবীগণের মনোরথ পরিপূরণই যে শ্রীভগবানের রাসলীলার মুখ্যতর প্রয়োজন এবং তাঁহাদের মনোরথ পরিপূরণই যে তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বরূপানন্দ, তাহা বলা বাহুল্য। এই দুইটি বিষয় প্রচার করিবার নিমিত্তই ভগবান্ বেদব্যাস পঞ্চেন্দ্রিয় তুল্য ভক্তজনপ্রিয় পঞ্চ অধ্যায় দ্বারা ব্রজদেবীগণের সহিত শ্রীভগ-বানের রাসক্রীড়া বর্ণন করিতেছেন; কারণ, "সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথঃ"—শ্রীভগবান্ কন্দর্পেরও মোহনকারী, "ত্রৈলোক্য-লক্ষ্ম্যেকপদং বপুর্দধৎ"—তিনি ত্রৈলোক্যের নিখিল সৌন্দর্য্যের অদ্বিতীয় আধারস্বরূপ শরীর ধারণ করিলেন, "গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্"—গোপীগণ কি তপস্যাই করিয়াছেন, যে তাঁহারা নেত্র দ্বারা শ্রীভগবানের অনুপম, লাবণ্যসারভূত রূপ পান করিতেন, ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে, দেখা

যায় যে, যাহা সমস্ত আত্মারামগণেরও দুর্লভ, সেই শ্রীভগবানের রূপ, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ, একমাত্র ব্রজদেবীগণই বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছেন, এবং সেই শ্রীভগবানের অধরামৃতরূপ রস, যাহা সর্ব্বপ্রকারে অন্যত্র অসম্ভব, তাহাও একমাত্র শ্রীগোপীগণই পান করিয়াছেন, এইহেতু, কান্তা প্রেমের বিস্তার শ্রীগোপীগণেই সুসিদ্ধ হয়, অতএব তাঁহারাই উক্ত রাসক্রীড়ার যোগ্য পাত্র।

ইতিপূর্ব্বে ঐ শ্রীগোপীগণের ও শ্রীভগবানের যে নবরাগ বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে, এবং পরেও যাহা বিশেষরূপে বর্ণিত হইবে, তাহা স্মরণ পূর্ব্বক, অতিবিশেষরূপে বর্ণনা করিবার নিমিত্ত, তদুভয়ের নবসঙ্গম স্মরণ করিয়া বলিতেছেন,—"ভগবানপি" ইতি। মূলোক্ত "ভগবানপি" শব্দের অনুবাদ, ভগবানও, অপি শব্দ দ্বারা শ্রীগোপীদিগের পূর্ব্ববর্ণিত নবরাগ স্মরণ করাইতেছেন, এবং সম্পূর্ণ বাক্য দ্বারা বক্ষ্যমাণ সঙ্গমের নবত্ব বুঝাইতেছেন।

শ্রীগোপীগণ বস্ত্রহরণের সময় হইতে পূর্ব্বরাগ-স্বভাব সমুত্থ-চিত্তচাঞ্চল্য বশতঃ রমণের নিমিত্ত মানস করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীভগবান্ জাতানুরাগ হইয়াও, ধৈর্য্য হেতু মিলনের পক্ষে প্রয়োজনীয় আগ্রহাদির উৎপাদনোপযোগী কালবিশেষের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, রমণাভিলাষ উত্থিত হইতে দেন নাই। তিনি সম্প্রতি অষ্টবর্ষেই আবির্ভূত নিজের মধ্য-কৈশোর বয়স, এবং উক্ত বয়সের সময় প্রাপ্ত সর্ব্বসুখ-প্রদত্ব, সর্ব্বমঙ্গলময়ত্ব ও প্রকটিতবেণুশিক্ষাদিবিশেষত্ব হেতু, অপরাপর রাত্রি সকল হইতে বিলক্ষণ, বস্ত্রহরণসময়ে কুমারীগণের নিকট প্রতিজ্ঞাত রাত্রি সকল সমাগত দেখিয়া ঐ রাত্রির পূর্ণিমারাত্রিত্ব বিধায় তদাগমনারম্ভে পূর্ব্বানু-

রাগের দীপ্ততা হেতু ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া, রমণার্থ মানস করি-লেন। ইহাই সম্পূর্ণ বাক্যের তাৎপর্য্য।

উক্ত বাক্যের শ্লেষার্থ দ্বারা, "আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ"—শ্রীভগবানের এমনই গুণ যে, আত্মারাম মুনিগণও তাঁহাতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন, ইত্যাদি বাক্যের ন্যায়, ইহাই বুঝাইতেছে, যে, শ্রীভগবান্ সর্ব্বার্থপরিপূর্ণ হইয়াও, ঐ সকল রাত্রিকে দর্শন করিয়া, অর্থাৎ উদ্দীপনরূপে অনুভব করিয়া, রমণার্থ মানস করিলেন। আবার তদ্দ্বারা, শ্রীভগবান্ সর্ব্বার্থপরিপূর্ণ হইয়াও, যাঁহাদিগের সহিত রমণার্থ মানস করিলেন, তাঁহারাও যে বিশেষপ্রেমমহিমান্বিত, তাহা বলা বাহুল্য, এইরূপ কৈমুত্যও প্রদর্শিত হইল। এই নিমিত্তই, যাঁহাতে সমস্ত গুণ ব্যক্ত হয়, সেই কৈশোর বয়সও মানিত হইলেন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে;—

"সোঽপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্ মধুসূদনঃ।
রেমে তাভিরমেয়াত্মা ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ॥"

অমঙ্গলবিনাশী, অমেয়াত্মা ভগবান্ মধুসূদন কৈশোর বয়সের সম্মান করিয়া রাত্রিসমূহে গোপীগণের সহিত রমণ করিয়াছিলেন।

শ্রীহরিবংশেও উক্ত হইয়াছে;—

"যুবতীর্গোপকন্যাশ্চ রাত্রৌ সংকাল্য কালবিৎ।
কৈশোরকং মানয়ানঃ সহ তাভির্মুমোদ হ॥"

কালবিৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কৈশোরবয়সের সম্মান পূর্ব্বক রাত্রিতে যুবতী গোপকন্যাদিগকে একস্থানে সমবেত করিয়া, তাঁহাদিগের সহিত রমণ করিয়াছিলেন।

পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত বয়সের নাম কৌমার, দশ বর্ষ পর্য্যন্ত বয়সের নাম পৌগণ্ড, পঞ্চদশবর্ষ পর্য্যন্ত বয়সের নাম কৈশোর, ইহার

পর যে বয়স তাহাই যৌবন। তন্মধ্যে কৈশোর আবার আদ্য-কৈশোর, মধ্যকৈশোর ও শেষকৈশোর ভেদে তিনপ্রকার। মধ্যকৈশোরে উরুদ্বয়, বাহুদ্বয়, ও বক্ষঃস্থলের শোভা এবং মূর্ত্তির মধুরিমা প্রকাশ পাইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ স্বীয় মধ্যকৈশোরেই পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত রাত্রি সকলের সমাগম দর্শনে, অনুরাগের উদ্দীপন বশতঃ, ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া, আলম্বনরূপা গোপীদিগের সহিত রমণার্থ মানস করিলেন।

যাহাতে ও যাহা দ্বারা রত্যাদি আস্বাদিত হয়, তাহার নাম নাম বিভাব। ঐ বিভাব উদ্দীপন ও আলম্বন ভেদে দ্বিবিধ। ভগবান্ আশ্রয়ালম্বন ও ভক্তগণ বিষয়ালম্বন। আর যদ্দ্বারা ভাব উদ্দীপিত হয়, তাহার নাম উদ্দীপন। দেশ, কাল ও গুণাদিকেই উদ্দীপন বলা যায়। ফলতঃ, যাহাকে অবলম্বন করিয়া রসের উদ্গম হয়, তাহাই আলম্বন, এবং যাহারা সেই আলম্বনকে স্মরণ করাইয়াই ভাবের উদ্দীপন করে, তাহা-দিগেরই নাম উদ্দীপন। বক্ষ্যমাণ রাসপ্রসঙ্গে রাত্রি প্রভৃতি উদ্দীপন ; আলম্বন শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় ভক্ত গোপীগণ।

মূলে "চক্রে"—করিলেন, এই আত্মনেপদী কৃ ধাতু দ্বারা ক্রিয়ার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ক্রিয়ার ফল কর্ত্তার হউক, এই অভিপ্রায়েই আত্মনেপদ প্রয়োগের বিধান দেখা যায়। অতএব এই রাসরমণ যে কেবল ভক্তগণেরই সুখার্থ, তাহা নহে ; পরন্তু শ্রীভগবানের নিজসুখও অভিপ্রেত হইয়াছে।

মূলে "তাঃ"—সেই শব্দের প্রয়োগ দ্বারা উক্ত কালটি শ্রীভগবানেরও চমৎকারকর এই প্রকার কালবৈশিষ্ট্য ব্যক্ত করিয়া, "শরদোৎফুল্লমল্লিকাঃ"—শরৎকালহেতু প্রফুল্লমল্লিকা-ন্বিত, এই বিশেষণ প্রয়োগ দ্বারা, তৎসম্বলিত শ্রীবৃন্দাবন-সৌন্দর্য্যও প্রদর্শন করিতেছেন ; কারণ, শরৎকালে মল্লিকা

প্রস্ফুটিত হয় না, অতএব তদুভয়ের পরস্পর সংযোগ অপ্রসিদ্ধ। তদুভয়ের পরস্পর সংযোগ অপ্রসিদ্ধ হইলেও, অসাধারণ কালের গুণে মল্লিকা পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া সেই সকল রাত্রিতে শ্রীবৃন্দাবনের বিশেষ শোভা সম্পাদন করিতেছিল, ইহাই উক্ত বিশেষণের তাৎপর্য্য। এতদ্দ্বারা শরতের ও মল্লিকা পুষ্প সমূহের অপূর্ব্বত্ব ব্যঞ্জিত হইতেছে। মল্লিকা পুষ্প উপলক্ষণ মাত্র, মল্লিকাদি পুষ্পই মল্লিকা শব্দের তাৎপর্য্য।

এইরূপে আলম্বন, কাল ও দেশ প্রভৃতি, সমস্তেরই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে প্রেমময়-পরম-সুখ-প্রদত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। কারণ, শ্রীকৃষ্ণের রাসরমণেচ্ছা, হ্লাদিনীশক্তির বিলাসরূপ যে প্রেমবিশেষ, সেই প্রেমবিশেষময়ী, প্রাকৃত-কামময়ী নহে। অতএব স্বামিপাদ যে, কামবিজয়-খ্যাপনার্থ শ্রীরাসলীলার প্রচার, এই কথা বলিয়াছেন, তাহাও উপযুক্ত হইয়াছে। তিনি স্বয়ংই নিজবাক্যের পোষণার্থ এই রাসপঞ্চাধ্যায়কে নিবৃত্তিপর বলিয়াছেন। ভগবান্ শুকদেবও রাসের শেষে ঐরূপই বলিবেন। প্রেমবিশেষময়ী শ্রীরাসলীলা কোন অংশেই কামক্রীড়া নহে। শ্রীরাসলীলায় কামকর্ম্মক জয়ই—কামকে জয়ই ব্যক্ত হয়, কাম কর্ত্তৃক জয়—কামের জয় প্রকাশ পায় না। অথচ রাসলীলায় পরদার বিনোদ দ্বারা সাধারণতঃ কাম কর্ত্তৃক জয়ই প্রতীত হইয়া থাকে। পরদার বিনোদ ব্যাপারে কামকর্ম্মক জয়—কামকে জয় করা অবশ্য দুর্ঘটঘটনা। দুর্ঘটঘটনার সম্পাদনে দুর্ঘট-ঘটনা-পটীয়সী শক্তির সহায়তা অবশ্যাপেক্ষণীয়া। তন্নিমিত্তই মূলে "যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ" এই অংশের প্রয়োগ হইয়াছে।

যোগমায়া শব্দের অর্থ, পরাখ্যা অচিন্ত্যশক্তি, জীবমায়া বা গুণমায়া নহে; কারণ, জীবের স্বরূপাবরিকা জীবমায়া বা

অস্বরূপাবেশজনিকা গুণমায়া দ্বারা রাসলীলারূপ দুর্ঘটঘটন সম্ভব হয় না। পরাখ্যা অচিন্ত্যশক্তি ভিন্ন, যিনি শ্রীভগবানের দৃষ্টিপথে অবস্থান করিতে পারেন না সেই মায়াশক্তি দ্বারা কি কখন উক্ত গুরুতর ব্যাপার সংঘটিত হইতে পারে?

পূর্ব্বাচার্য্যগণ যোগমায়া শব্দের অনেকগুলি অর্থ করিয়াছেন। সকল অর্থই স্বরূপশক্তিপর। ঐ সকল অর্থ যথা—

যোগ—ঐশ্বর্য্য; মায়া—কৃপা; যোগমায়া—ঐশ্বর্য্যযুক্তা কৃপা। শ্রীভগবান্ রাসলীলায় ঐশ্বর্য্যযুক্তা কৃপাকে সহায় করিয়াছিলেন, অর্থাৎ নিজ ঐশ্বর্য্যের সহিত কৃপা বিস্তার করিয়াছিলেন।

যোগ—আত্মারামতা; মায়া—আবরিকা শক্তি; যোগমায়া—আত্মারামতা ও আবরিকা শক্তি অর্থাৎ কপটতা। এই অর্থে "যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ" এই অংশের সহিত—"অপি" শব্দের অন্বয় করিতে হইবে। তাহাতে অর্থ হইবে—শ্রীভগবান্ সদা আত্মারামতা বিশিষ্ট ও কপটতা বিশিষ্ট হইয়াও রমণার্থ মানস করিয়াছিলেন। অর্থাৎ রাসক্রীড়ায় আত্মারামতা ও কপটতা উভয়ই গোপন করিয়াছিলেন।

যোগ—সংযোগ; মায়া—বঞ্চনা; যোগমায়া—যোগে সংযোগ বিষয়ে মায়া বঞ্চনা। এই অর্থেও পূর্ব্ববৎ 'অপি' শব্দের অন্বয় করিতে হইবে। তাহাতে অর্থ হইবে—শ্রীভগবান্ রাসক্রীড়ায় সংযোগ বিষয়ে বঞ্চনা করেন নাই।

যুনক্তি নিত্যং বক্ষসি যোগং প্রাপ্নোতি ইতি যোগা, যোগা যা মা লক্ষ্মীঃ সা যোগমা, তস্যাং যোগমায়াম্ উপাশ্রিতঃ, নিত্যং বর্ত্তমানঃ, তয়া সদা সেব্যমানঃ অপি—বক্ষঃস্থলস্থিতা শ্রীলক্ষ্মীদেবী কর্ত্তৃক সদা সেব্যমান হইয়াও রমণার্থ মানস করিয়াছিলেন। তাহাতে অর্থ হইবে—রাসক্রীড়া লক্ষ্মীদেবীর

সাহায্যে সম্পন্ন হয় না; তিনি উহাতে অনধিকারিণী; উহা তাঁহার দুর্লভ।

যোগস্য সংযোগস্য মায়ঃ মানং পর্য্যাপ্তিঃ যস্যাং সা যোগমায়া শ্রীরাধিকা, অথবা যোগস্য সংযোগস্য মা লক্ষ্মীঃ সম্পত্তিঃ যোগমা, তাং যাতি প্রাপ্নোতি যা সা যোগমায়া শ্রীরাধিকা, তাং মনসা উপাশ্রিতঃ—যাঁহাতে সংযোগের পর্য্যাপ্তি বা যিনি সংযোগ-সম্পত্তিশালিনী সেই শ্রীরাধিকাকে আশ্রয় করিয়া।

যোগায় সংযোগায় মায়ঃ শব্দো যস্যাঃ সা যোগমায়া বংশী, তাম্ উপাশ্রিতঃ—সংযোগের নিমিত্ত যাঁহার ধ্বনি, সেই বংশীকে আশ্রয় করিয়া।

"উপাশ্রিতঃ" শব্দের অর্থ, উপ সমীপে আশ্রয় করিয়া এবং উপ আধিক্যে আশ্রয় করিয়া। উক্ত অর্থদ্বয় যথাসম্ভব প্রয়োগ করিতে হইবে।

২ শ্লোক। প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যাতে বলা হইয়াছে, লীলা যাহাতে আস্বাদযোগ্যতার পরাকাষ্ঠা লাভ করে, তাহারই নাম রাসলীলা। লীলামাত্রই রসময়ী, অতএব আস্বাদযোগ্যা; রাসলীলা রসবিশেষময়ী বা পরমরসময়ী, অতএব পরমাস্বাদনীয়া। বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব দ্বারা ব্যক্তীকৃত স্থায়ী ভাবের নাম রস। কি গৌণ কি মুখ্য প্রত্যেক রসেই এক একটি করিয়া স্থায়ী ভাব আছে। হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময়, এই সাতটি হাস্যাদি সাতটি গৌণরসের স্থায়ী ভাব, এবং শান্তি, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও প্রিয়তা, এই পাঁচটি শান্তাদি পাঁচটি মুখ্য রসের স্থায়ী ভাব। যাহা দ্বারা ও যাহাতে স্থায়ী ভাবাদির আস্বাদন করা যায়, তাহার নাম বিভাব। বিভাব দ্বিবিধ;— আলম্বন বিভাব ও উদ্দীপন বিভাব। আলম্বন বিভাব

আবার বিষয় ও আশ্রয় ভেদে দুই প্রকার। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন এবং শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তগণ আশ্রয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে রতি উৎসারিত হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বিষয়ালম্বন বলা হয় এবং ঐ রতি শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তগণকে আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তগণকে রতির আশ্রয়ালম্বন বলা হয়। যদ্দ্বারা ভাবের উদ্দীপন হয়, তাহার নাম উদ্দীপন বিভাব। আলম্বন বিভাবের চেষ্টা, রূপ ও ভূষণাদি এবং দেশকালাদি ভাবের উদ্দীপন করে বলিয়াই ঐ সকলকে উদ্দীপন বিভাব বলা যায়। যাহা অন্তরস্থ ভাবকে বাহিরে প্রকাশ করে, তাহার নাম অনুভাব। অনুভাব মিশ্র ও সাত্ত্বিকভেদে দ্বিবিধ। সত্ত্বমাত্রোদ্ভব বা কেবল মানসিক অনুভাবের নাম সাত্ত্বিক অনুভাব এবং কায়বাঙ্মানসিক মিশ্রিত অনুভাবের নাম মিশ্র অনুভাব। নৃত্য, গীত ও হাস্য মিশ্র অনুভাব। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও মূর্চ্ছা, এই আটটির নাম সাত্ত্বিক অনুভাব। যে সকল ভাব স্থায়ী ভাবে কখন উন্মগ্ন ও কখন নিমগ্ন হইয়া ঐ ভাবের অভিমুখে সঞ্চরণ করে, তাহাদিগকেই ব্যভিচারী ভাব বা সঞ্চারী ভাব বলা যায়। ব্যভিচারিভাব নির্বেদাদি ভেদে তেত্রিশটি।

রাগরঞ্জিত—অনুরাগ-রঞ্জিত।

এই শ্লোকে উদ্দীপনান্তরের প্রাদুর্ভাব উক্ত হইয়াছে।

৩ শ্লোক। এই শ্লোকে বংশীয় উদ্দীপনত্ব সূচিত হইয়াছে। "জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্" এই চরণটির শ্লেষার্থ দ্বারা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বংশীতে স্বস্বরূপভূত পরমাকর্ষক মহামন্মথমন্ত্ররূপ কামবীজ গান করেন, ইহাই ব্যক্ত হয়।

বামদৃক্—দীর্ঘঈকার। দীর্ঘ ঈকারের সহিত কল বলিলেই সঙ্কেতে "ক্লী" বলা হইল। মনঃশব্দে মনের অধিষ্ঠাতা চন্দ্র,

অর্থাৎ তদাকার বিন্দু। বিন্দুকে হরণ করে, অর্থাৎ আকর্ষণ করে যে সে মনোহর। সমুদায়ে চন্দ্রবিন্দু সহিত ঈকার সহিত কল অর্থাৎ ক্লীঁ। বীজমাত্রই নাদযুক্ত ও বেণুনাদই স্বভাবতঃ উক্ত নাদ। অতএব নাদসমেত ক্লীঁ বীজ বা কামবীজ পাওয়া গেল।

৪ শ্লোক। কামোদ্দীপক—শ্রীভগবদ্বিষয়ক প্রেমের উদ্দীপক। গৃহীতমানস—আকৃষ্টচিত্ত। পরস্পর অলক্ষিত গমনোদ্যম—অতিশয় ঔৎসুক্য বশতঃ সখীগণের মধ্যে কেহ কাহারও গমনোদ্যম বিদিত হইতে পারেন নাই।

৫ শ্লোক। পরমোৎকণ্ঠা জন্মিলে, নিজ দেহ-দৈহিকাদি বিষয়েও উপেক্ষা হয়, ইহাই বলিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ এই শ্লোকে স্বজাতিকর্ম্মের পরিত্যাগ বলিতেছেন।

৬ শ্লোক। এই শ্লোকে স্ত্রীমাত্রধর্ম্মের পরিত্যাগ উক্ত হইয়াছে।

৭ শ্লোক। এই শ্লোকে বেশভূষার পরিত্যাগ উক্ত হইয়াছে।

৮ শ্লোক। এই শ্লোকে লজ্জাদির পরিত্যাগ উক্ত হইয়াছে।

৯ শ্লোক। "গৃহমধ্যস্থ কোন কোন গোপী" ইত্যাদি—গোপী দ্বিবিধা; নিত্যসিদ্ধা ও সাধনসিদ্ধা। সাধনসিদ্ধা আবার দ্বিবিধা, যৌথিকী ও অযৌথিকী। তন্মধ্যে যৌথিকী আবার দ্বিবিধা; শ্রুতিচরী ও ঋষিচরী। এই ঋষিচরীদিগের মধ্যে যাঁহারা সাধনবশে সিদ্ধ-পূর্ণ-ভাব হইয়াছিলেন, অথচ সিদ্ধদেহ হইতে পারেন নাই, তাঁহারাই যোগমায়া কর্তৃক উপেক্ষিত অতএব পত্যাদি কর্তৃক গৃহমধ্যে রুদ্ধ হইলেন, এইরূপ জানিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের ভাবনাযুক্ত হইয়া—শ্রীকৃষ্ণ চিন্তনে

সমুৎকণ্ঠিতচিত্ত হইয়া। নিমীলিতনয়নে—মুদ্রিত-নেত্রে, বিষয়ান্তরে অদত্তদৃষ্টিতে। তাঁহাকেই—আত্মাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণকেই।

১০ শ্লোক। অশুভ—শ্রীভগবানের সহিত নিত্যসংযোগ প্রাপ্তির পূর্ব্বদশায় দুঃখজনিকা তদ্বিরহস্ফূর্ত্তিরূপ দুরদৃষ্ট। মঙ্গল—তদবস্থাতেই সুখজনিকা প্রাপ্তব্য-তৎসংযোগস্ফূর্ত্তিরূপ শুভাদৃষ্ট। ক্ষয়প্রাপ্ত হইল—শনৈঃ শনৈঃ ভোগ্য শুভ ও অশুভ সকল সম্প্রতি যুগপৎ ভোগ দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হইল।

১১ শ্লোক। জারবুদ্ধি দ্বারাও—উপপতিভাবময় রমণত্ব-বুদ্ধি দ্বারাও। ব্রজদেবীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসাধারণ রাগ। ঐ রাগের চরমসীমায় আরোহণ করাইবার নিমিত্ত ব্রজ-দেবীগণের শ্রীকৃষ্ণে জারবুদ্ধি সোপানস্বরূপ হইয়া থাকে। অন্যথা ব্রজদেবীগণের প্রকৃত পতি শ্রীকৃষ্ণে জারবুদ্ধি সম্ভব হয় না। এই নিমিত্তই বলিলেন, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের—সর্ব্বাংশি-পরম-স্বরূপত্ব হেতু সকলের স্বাভাবিক পতিরূপ শ্রীকৃষ্ণের। যদুপতি বলিলে যেমন যদুগণের পালকত্ব নিবন্ধন পতিত্ব সিদ্ধ হয়, তদ্রূপ পরমাত্মা শব্দেও সকলের স্বভাবতঃ পতি বুঝায়; কারণ, পরমাত্মা সকলের অংশী ও পরমস্বরূপ, অতএব সকলের পালক বলিয়াও পতি। যেমন পরমাত্মরূপে পালকত্ব নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণের পতিত্ব সিদ্ধ হয়, তদ্রূপ রমণত্ব নিবন্ধনও তাঁহার পতিত্ব সিদ্ধ হয়। যিনি লোক-বেদ-ধর্ম্মের অবিরোধে রহস্যক্রীড়া করেন, তাঁহাকেই রমণ বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজদেবীগণের সহিত তাদৃশী রহঃক্রীড়া করিয়াছিলেন বলিয়া রমণ। পতি ভিন্ন আর কেহই রমণ হইতে পারেন না। অতএব শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের পতি। গোপীগণও তদ্ভাবে আবিষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত তাদৃশী ক্রীড়া করিয়াছিলেন। গোপীগণ রমণত্ব

বুদ্ধিতেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গত হইয়াছিলেন। যেখানে দাম্পত্য, সেইখানেই রমণত্ব, এইরূপ নিয়ম থাকিলেও, ব্রজদেবীগণের ঔপপত্য স্থলেও রমণত্বের অসম্ভাবনা আশঙ্কিত হইতে পারে না; কারণ, তাঁহাদিগের ঔপপত্য স্বাভাবিক দাম্পত্যের আবরক ভাববিশেষমাত্র। তাঁহাদিগের দাম্পত্যই ঔপপত্যরূপে সোপানীকৃত হইয়া তাঁহাদিগকে ভাবের চরমসীমায় আরোপিত করাইয়া থাকে। এই নিমিত্তই ব্রজসুন্দরীগণের ঔপপত্যকে অন্তর্নিগীর্ণদাম্পত্যোপপত্য বলা হইয়া থাকে। অতএব গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণে জারবুদ্ধিও রমণত্ববুদ্ধিরই নামান্তর বলিতে হইবে। যদি কাহারও আশঙ্কা হয়, রমণত্ববুদ্ধিই জারবুদ্ধি-শব্দ-প্রয়োগের তাৎপর্য্য হইলেও, রমণত্ববুদ্ধিরূপ সভ্য শব্দের প্রয়োগ না করিয়া যখন জারবুদ্ধিরূপ অসভ্য শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, তখন গোপীদিগের উক্ত বুদ্ধির হেয়ত্ব নির্দ্দেশেই বক্তার তাৎপর্য্য হউক?—আমরা বলিব ওরূপ আশঙ্কা হইতেই পারে না; কারণ, গোপীগণ যে অনুরাগের বশবর্ত্তিনী হইয়া জারভাবরূপ অতিশয় জুগুপ্সিত লোক-বেদ-ধর্ম্ম-মর্য্যাদার অতিক্রমেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই অনুরাগের সূচনা করিয়া, উহারই প্রশস্ততা প্রদর্শিত হইয়াছে। চেষ্টাবিশেষের সমতা বশতঃ যেমন প্রেমকেও কাম বলা হয়, তদ্রূপ চেষ্টাবিশেষের সমতা বশতঃ দাম্পত্যকেও—রমণত্বকেও—জারবুদ্ধি বলা হইয়াছে। ব্রজদেবীগণের জারভাবময়-রমণত্ব-বুদ্ধিও স্বরূপভিন্নসম্ভোগেচ্ছাময়ী বলিয়া অর্থাৎ ব্রজদেবীগণের জারভাবময়ী সম্ভোগেচ্ছা কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময় প্রেম হইতে ভিন্নাকারে প্রকাশ হয় না বলিয়া, উহা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবিশেষই জানিতে হইবে।

১২ শ্লোক। নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনায় ব্রহ্মস্বরূপমাত্রের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ব্রহ্মস্বরূপ শক্তি-শক্তিমত্তা-ভেদ-রহিত; অতএব ব্রহ্মস্বরূপের আবির্ভাবে শক্তি-শক্তিমত্তা-ভেদ-স্ফোরক প্রাকৃতসত্ত্বময় গুণপ্রবাহের উপরতি হওয়াই সম্ভব। কিন্তু শ্রীভগবানের উপাসনায় পরিপূর্ণসর্ব্বশক্তিসমন্বিত শ্রীভগ-বৎস্বরূপের আবির্ভাব হইয়া থাকে; অতএব তাদৃশ শ্রীভগ-বৎস্বরূপের আবির্ভাবে বিষয়ালম্বন শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত গুণসমূহের সহিত অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে সম্বদ্ধ আশ্রয়ালম্বন ভক্তের প্রেমবৃত্তি অপ্রাকৃত গুণপ্রবাহের বা ধর্ম্ম সকলের উপরতি হওয়া সম্ভব নহে। এই নিমিত্তই রাজা প্রশ্ন করি-লেন, "মুনিবর" ইত্যাদি।

উক্ত শ্লোকটির দুইটি অর্থ; একটি বহির্মুখরীতিক, অপরটি অন্তর্মুখরীতিক। বহির্মুখরীতিক অর্থ-যথা—হে মুনি-বর, শ্রীকৃষ্ণ সকলের অংশী পরমস্বরূপ পতিরূপ পরমাত্মা হইলেও, গোপী সকল কিন্তু তাঁহাকে কেবল উপপতিভাব-ময়ী রমণত্ববুদ্ধিতেই দর্শন করিয়াছিলেন, ব্রহ্মবুদ্ধিতে দর্শন করেন নাই, অতএব গুণাসক্তবুদ্ধি গোপী সকল ব্রহ্ম-বুদ্ধিতে দর্শনের ফল যে গুণপরম্পরার উপরতি, তাহা কিরূপে লাভ করিলেন?

অন্তর্মুখরীতিক অর্থ যথা—

হে মুনিবর, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে কেবল কান্ত অর্থাৎ সমু-দায় আশ্চর্য্য গুণপরম্পরা দ্বারা সকলের চিত্তহরণকারী নিরতি-শয় প্রিয় বলিয়াই জানিতেন, ব্রহ্ম বলিয়া জানিতেন না, অতএব ব্রহ্মনিষ্ঠারও ত্যাজকরূপে প্রসিদ্ধ শ্রীভগবানের অপ্রা-কৃত গুণসমূহে সমাসক্তচিত্তা গোপীদিগের গুণপরম্পরার, অর্থাৎ শ্রীভগবানের যে সকল অপ্রাকৃত গুণ লোকের ব্রহ্ম-

নিষ্ঠাকেও ত্যাগ করায়, সেই সকল অপ্রাকৃত গুণের সহিত অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে সম্বদ্ধ গোপীদিগের প্রেমবৃত্তি ধর্ম্ম-সমূহের উপরতি হইল কিরূপে ?

উক্ত শ্লোকের অপর একটি শ্লেষার্থও আছে—

গোপী সকল শ্রীকৃষ্ণকে কেবল কান্ত বলিয়াই জানিয়াছিলেন, কিন্তু বৃহৎ ব্রহ্ম বলিয়া বিদিত হয়েন নাই, অত-অতএব সেই গুণাসক্তমতি অর্থাৎ 'ইনি সুন্দর' ইত্যাদি বুদ্ধিযুক্তা গোপীদিগের গুণপরম্পরার অর্থাৎ বিরহভাবময় আবেশের নিবৃত্তি হইল কিরূপে ? গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে ব্যাপকভাবে না দেখিয়া পরিচ্ছিন্নভাবেই দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পরিচ্ছিন্নভাবে দেখিয়াও ব্যাপকভাবে দর্শনের ফল যে বিরহাভাব তাহা লাভ করিলেন কিরূপে ?— ইহাই উক্ত শ্লোকের সরলার্থ।

১৩ শ্লোক। "শুকদেব কহিলেন" ইত্যাদি। হৃষীকেশ— ইন্দ্রিয়সমূহের নিয়ন্তা। দ্বেষ করিয়াও—প্রতিকূল ভাবেও। অধোক্ষজ—অতীন্দ্রিয়। সিদ্ধি পাইবেন—অনুকূলভাবে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবেন।

উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য এইরূপ ;—অণুচৈতন্য জীব বিভুচৈতন্য ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন না হইলেও, জীবের ব্রহ্মত্ব আবৃত বলিয়া তদুপাসনা দ্বারা গুণপরম্পরার নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ সিদ্ধ হইতে পারে না ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মত্ব অনাবৃত বলিয়া তদুপাসনা দ্বারা গুণপরম্পরার নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ সিদ্ধ হইয়া থাকে। আবার যিনি তাঁহাকে ব্রহ্মরূপে ধ্যান করেন, তাঁহারও মোক্ষ লাভ হয়। তাঁহাকে যে কোনরূপে চিন্তা করিলেই মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ; কারণ, বস্তুর শক্তি বুদ্ধিকে অপেক্ষা করে না। বিশেষতঃ শিশুপাল যখন প্রতিকূলভাবে চিন্তা

করিয়াই মোক্ষ লাভ করিলেন, তখন গোপীগণ অনুকূলভাবে চিন্তা করিয়া মোক্ষ পাইবেন, বলা বাহুল্য।

১৪ শ্লোক। পরম মঙ্গলের নিমিত্ত—নিখিল সাধনের ফলসিদ্ধির নিমিত্ত। অব্যয়—অক্ষয়। অপ্রমেয়—অপরিচ্ছিন্ন। নির্গুণ—প্রাকৃতগুণরহিত। গুণাত্মা—গুণসমূহের প্রবর্ত্তক; স্বরূপভূতকল্যাণগুণময়। প্রাকট্য—প্রকাশ। এই শ্লোকে বলা হইল, অবতারকালেও শ্রীভগবানের ব্রহ্মত্ব আবৃত হয় না।

১৫ শ্লোক। কাম—কুব্জাদির ন্যায় সর্ব্বদা ভেদিতসম্ভোগেচ্ছাময়, মহিষ্যাদির ন্যায় ক্বচিদ্‌ভেদিতসম্ভোগেচ্ছাময় ও গোপীদিগের ন্যায় প্রেমাভিন্নসম্ভোগেচ্ছাময় অভিলাষবিশেষ। ক্রোধ—শিশুপালাদির ন্যায় দ্বেষ। ভয়—কংসাদির ন্যায় পরাজয়শঙ্কা। স্নেহ—যাদব-পাণ্ডবাদির ন্যায় আত্মীয়তা। ঐক্য—আত্মারামগণের ন্যায় অভেদবুদ্ধি। সৌহার্দ্দ—জ্রথকৌশিকাদির ন্যায় মিত্রতা। তন্ময়তা—ভাবোচিত স্ফূর্ত্তি। অতএব কথঞ্চিৎ তদাসক্তি দ্বারাই গুণপ্রবাহের উপরতি হইতে পারে, ইহাই বলা হইল।

১৬ শ্লোক। মোক্ষদানাসম্ভবরূপ বিস্ময়—মোক্ষপ্রদানসামর্থ্য বিষয়ে সংশয়।

১৭ শ্লোক। বাগ্‌বিলাস—বচনপারিপাট্য। বাগ্‌বিলাস দ্বিবিধ;—শাব্দিক ও আর্থিক। আর্থিক বাগ্‌বিলাস আবার চতুর্বিধ; উপেক্ষাভঙ্গিময়, প্রার্থনাভঙ্গিময়, ভত্সনভঙ্গিময় ও বাস্তবার্থময়।

৩২ শ্লোক। মূলের "উপদেশপদে" শব্দের অর্থ, উপদেশের বিষয়। অতএব শ্লোকের তাৎপর্য্য এই—তুমি ঈশ্বর, অতএব উপদেশের বিষয়; কারণ, সমস্ত উপদেশই ঈশ্বরপর। সকল

উপদেশ যদি ঈশ্বরপর হয়, তবে তুমি যে পতিপুত্রাদির সেবাকে ধর্ম্ম বলিয়া উপদেশ করিলে, সেই সেবাও তোমাতেই থাকুক, কারণ, আমরা পতিপুত্রাদি জানি না, তাঁহাদের সেবাও জানি না, তোমাকেই জানি, তোমারই সেবা করি। অথবা উপদেশের বিষয় বলিতে উপদেশের অধিকারভুক্ত। অতএব শ্লোকের তাৎপর্য্য এই—যিনি উপদেশের অধিকার-ভুক্ত, তাঁহাতেই ঐ উপদেশ থাকুক, আমরা যখন তোমাকে ঈশ অর্থাৎ স্বামী বলিয়াই বরণ করিয়াছি, তখন আমরা উক্ত উপদেশের অধিকারভুক্ত নহি, অতএব আমাদিগের প্রতি উক্ত উপদেশের প্রয়োজন নাই।

৪৭ শ্লোক। বিপ্রলম্ভ ব্যতিরেকে সম্ভোগরসের পুষ্টি হয় না বলিয়া অতঃপর বিপ্রলম্ভরূপ রসবিশেষ বলিবার উপক্রম করিতেছেন, "এই প্রকারে" ইত্যাদি। "মানিনীও হই-লেন"—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মান করিলেন।

বিপ্রলম্ভ চারি প্রকার;—পূর্ব্বরাগ, মান, প্রবাস ও প্রেম-বৈচিত্ত্য। মিলনের পূর্ব্ববর্ত্তী বিরহের নাম পূর্ব্বরাগ। মিলনকালীন বিরহের নাম প্রেমবৈচিত্ত্য। মান ও প্রবাস মিলনের পরবর্ত্তী বিরহ। অদর্শনজনিত বিরহের নাম প্রবাস। আর একত্র বা পৃথক্ অবস্থিত এবং পরস্পর অনুরক্ত দম্পতির স্বাভীপ্সিত আলিঙ্গন ও বীক্ষণাদির নিরোধকারী যে বিরহভাব, তাহারই নাম মান। মান প্রেমেরই পরিপাকবিশেষ। প্রেমের স্বাভাবিক কৌটিল্য বশতই কখন সামান্য কারণে কখন বা বিনা কারণে মান উত্থিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে সহেতুক মান সাম, ভেদ, ক্রিয়া, দান, নতি, উপেক্ষা ও রসান্তর দ্বারা প্রশমিত হয়, নির্হেতুক মান আপনাআপনিই প্রশমিত হইয়া থাকে

৪৮ শ্লোক। সৌন্দর্য্যাভিমান—সৌন্দর্য্যাদিজনিত গর্ব্ব। গর্ব্ব—প্রণয়ের্ষাজনিত মান।

এই স্থানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, অহেতুক মান দূরীকরণের নিমিত্ত অন্তর্ধানের প্রয়োজন কি? অহেতুক মান ত আপনা-আপনিই প্রশমিত হয়। উহার উত্তর এই—প্রত্যেক গোপী শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ সঙ্গলাভে আপনাকে সকল স্ত্রীজাতি হইতে সৌন্দর্য্য প্রভৃতি গুণে অধিকতর গুণবতী বুঝিয়া গর্ব্বিত হইলেন। তাদৃশ গর্ব্বের অনুগামিনী "আমিই শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত সেবাধিকারিণী" এই প্রকার বুদ্ধির উদয় হইল। "আমিই শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত সেবাধিকারিণী" এই বুদ্ধির অভ্যন্তরে "অন্য কেহ শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত সেবার অধিকারিণী নহেন" এই বুদ্ধি বিনিহিতই থাকে। অতএব যদি তাঁহারা অন্যকে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে দেখেন, তাহা হইলে, তাঁহাদের মনে একটি ঈর্ষা দেখা দেয়। তাদৃশী ঈর্ষাই মানের জনয়িত্রী। ঈর্ষা মানের নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তিনী। গোপীগণ পরস্পর সম্বন্ধে ঈর্ষান্বিতা হইয়া মানিনী হইলেন। উপেক্ষা ব্যতিরেকে উক্ত মানের বৃদ্ধি হইবে ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের প্রতি নিজের উপেক্ষা প্রদর্শনের নিমিত্ত অন্তর্ধান করিলেন, ইহাই অন্তর্ধানের অভিপ্রায়।

আর একটি আশঙ্কা হইতে পারে যে, অন্য কর্ত্তৃক আত্মসুখের হানির সম্ভাবনাতেই ঈর্ষাজনিত প্রণয়মান উত্থিত হইতে দেখা যায়, তাদৃশ মানত সদোষ, অতএব গোপীগণের মানও সদোষই হউক? আমরা বলি, তাহা হইতে পারে না। গোপীদের প্রেমে কামের গন্ধ নাই। আত্মসুখের অভিলাষ নাই; গোপীপ্রেম কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়; অতএব তাঁহাদিগের মান অন্য কর্ত্তৃক আত্মসুখের

হানি সম্ভাবনায় নহে, পরন্তু অন্যসঙ্গে কৃষ্ণসুখের হানি সম্ভাবনায়; যাহা কৃষ্ণসুখের হানি সম্ভাবনায়, তাহা অবশ্য নির্দ্দোষ। এই নির্দ্দোষ প্রণয়মান সকল গোপীতেই দৃষ্ট হইলেও, সকল-গোপী-ললামভূতা শ্রীরাধাতেই বিশেষ দেখা যায়। অপরাপর গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া এতই আনন্দে বিভোর এতই তন্ময় হইয়া যান যে, তাঁহাদের আর ভেদ-বুদ্ধিমূলক প্রণয়েৰ্ষা উত্থিতই হইতে পারে না, যদি কখন উত্থিতও হয়, তাহাও নিজের অযোগ্যতাবুদ্ধি বশতঃ উত্থান-মাত্রই উপশমিত হইয়া যায়। শ্রীরাধিকার তাহা হয় না। শ্রীরাধিকার সদাই মনে হয় যে, আমিই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সেবাভিজ্ঞা, আমি সেবা না করিলে, তাঁহার সেবাই হয় না। তবে অন্যেরও সেবার বাসনা আছে, আমার অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া নিজ নিজ সেবাবাসনা চরিতার্থ করিবেন। শ্রীরাধিকার এই ভাবের কারণ, তিনিই সর্ব্ব-গোপীর মূল, অপর গোপী সকল তাঁহার শাখাপল্লব, তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তাঁহার কায়ব্যূহমাত্র।

এই রাসস্থলীতে উহা স্পষ্ট হইল। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া আনন্দে বিভোর হইয়া আত্মহারা হইলেন। তাঁহারা দেখিতে লাগিলেন, আমি আর কৃষ্ণ, আর কেহই নাই। কিন্তু শ্রীমতী দেখিলেন, প্রত্যেক গোপীর পার্শ্বেই এক এক কৃষ্ণ, ঠিক সেইরূপ সাধারণ ভাবে তাঁহার পার্শ্বেও এক কৃষ্ণ রহিয়াছেন। এই দেখিয়াই শ্রীমতীর মান হইল, তিনি রাস ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। শ্রীমতী রাস ছাড়িয়া গেলেন, চন্দ্রহারের সূত্র ছিঁড়িয়া গেল, চন্দ্র সকল ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ অভিন্নাত্মা। শ্রীরাধিকা চলিয়া গেলেই শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গেলেন, রাসমণ্ডল ভাঙ্গিয়া গেল।

শ্রীরাধিকা রাসমণ্ডল ত্যাগ করিয়া গেলেন, মধ্যমণির অভাবে মণিরমালা শোভাচ্যুত হইল। শ্রীকৃষ্ণের আর রাস ভাল লাগিল না, শ্রীমতীর অনুসরণ করিলেন। ইহাই অন্তর্ধানের গূঢ় রহস্য।

ত্রিংশ অধ্যায়।

১১ শ্লোক। গোপীগণ বিরহে কাতর হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, ইহাই পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটি শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। এই শ্লোকে বলিতেছেন, তাঁহারা কেবল শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করেন নাই, পরন্তু শ্রীরাধিকাকেও অন্বেষণ করিতেছিলেন। যদিও অত্যন্ত মধুর অতএব অতিশয় গোপনীয় বলিয়া, স্পষ্টাক্ষরে শ্রীরাধিকা উক্ত হয়েন নাই, কিন্তু সখীগণের বচন দ্বারা,প্রতিপক্ষা নায়িকাগণের বাক্য দ্বারা ও কচিৎ অত্যন্তাবেশ বশতঃ নিজ বাক্য দ্বারাও অস্পষ্টাক্ষরে ভগবান্ শুকদেব শ্রীরাধিকার উল্লেখ করিয়াছেন। এই শ্লোকটিতে শ্রীমতীর সখীগণের উক্তি দ্বারা শ্রীরাধিকা উল্লেখিত হইয়াছেন। সখীগণ বলিতেছেন, "হে সখি হরিণি" ইত্যাদি। প্রিয়াসমবেত—শ্রীরাধাসমবেত। কান্তা—শ্রীরাধা।

১৩ শ্লোক। ১১ ও ১২ শ্লোক শ্রীরাধিকার স্বপক্ষা গোপীগণের উক্তি। ১৩ শ্লোক তটস্থপক্ষীয়া গোপীদিগের উক্তি। তটস্থপক্ষীয়া গোপীগণ শ্রীরাধার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, তাঁহাদের শ্রীরাধার প্রতি রাগও নাই বা দ্বেষও নাই। রাগদ্বেষের অভাব প্রযুক্তই তাঁহারা সখীগণের কথা শুনিয়াও শুনিলেন না, অনন্যমনে শ্রীকৃষ্ণকেই অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

২৮ শ্লোক। নিজ নিজ যূথেশ্বরীর সম্পর্কে ব্রজদেবীগণ

চারিশ্রেণীতে বিভক্ত; স্বপক্ষীয়া, সুহৃৎপক্ষীয়া, প্রতিপক্ষা ও তটস্থা। নিত্যসিদ্ধা গোপীগণই যূথেশ্বরী হয়েন। সর্ব্ব-প্রধান যূথেশ্বরী দুইজন; শ্রীরাধিকা ও শ্রীচন্দ্রাবলী। ইহাঁ-দের সখীগণই স্বপক্ষীয়া। স্বপক্ষীয়াগণের নিজ নিজ যূথেশ্বরীর প্রতি প্রণয় নিরতিশয় গাঢ়। সুহৃৎপক্ষীয়াগণের প্রণয় অপেক্ষা-কৃত অল্প। প্রতিপক্ষাগণ পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন। তটস্থা-গণ বিরোধ ও অবিরোধ উভয় বর্জ্জিত উদাসীনভাবাপন্ন। মঞ্জরীগণ ও দূতীগণ সখীগণের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী। মঞ্জরীযূথের অধীশ্বরী শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী এবং দূতীযূথের অধীশ্বরী শ্রীবৃন্দাদেবী। সখীগণ সেবাধিকারিণী, মঞ্জরীগণ সেবাসামগ্রীর অধিকারিণী, দূতীগণ সংবাদের অধিকারিণী।

স্বপক্ষীয়া গোপীগণ অন্তরঙ্গা, অতএব প্রীতির অনুরোধে তাঁহাদিগের প্রথমতঃ নীরব থাকিবারই কথা। প্রতিপক্ষা গোপীগণ নিজ নিজ দুঃখেই অভিভূত। তটস্থা গোপী-গণের লক্ষ্যই নাই। অতএব সুহৃৎপক্ষীয়া সখীগণই শ্রীরাধি-কার পদচিহ্ন দর্শন করিয়া বলিতেছেন,—"শ্রীকৃষ্ণের সহিত" ইত্যাদি। "আরাধিতঃ" শব্দ দ্বারা শ্রীরাধাই সঙ্কেতিত হই-লেন।

২৯ শ্লোকটি তটস্থা গোপীগণের উক্তি।

৩০ হইতে ৩৪ শ্লোক পর্য্যন্ত প্রতিপক্ষা গোপীগণের উক্তি।

৩৫ শ্লোকটি শ্রীশুকদেবের উক্তি।

একত্রিংশ অধ্যায়।

১ শ্লোক। দয়িত—প্রিয়। "তোমার জন্ম হেতু" ইত্যাদি—তোমার আবির্ভাবে এই ব্রজমণ্ডল বৈকুণ্ঠলোক হইতেও

উৎকৃষ্ট হইয়াছে। এই নিমিত্তই স্বয়ং লক্ষ্মীও বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করিয়া এই স্থানে নিয়ত অবস্থান করিতেছেন। তুমি আমাদিগের প্রিয়। প্রিয়ের বিরহে প্রিয়ার জীবন সম্ভব হয় না। তবে যে আমরা জীবিত রহিয়াছি, সে কেবল তোমাকে পাইবার আশায়। আমরা তোমার প্রাপ্তির আশায় কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিয়া তোমারই অন্বেষণ করিতেছি, কৃপা করিয়া আমাদিগকে দর্শন দাও। তুমি দর্শন না দিলে আমাদিগের জীবন থাকিবে না। এই মনুষ্যলোকে অকপট প্রেম হয় না। যদি কাহারও অকপট প্রেম হয়, তাহার বিরহ ঘটে না। যদি বিরহ হয়, তবে জীবন থাকে না। অতএব তোমার বিরহে আমাদিগের জীবন থাকিবে না।

২ শ্লোক। "হে সুরতপতে" ইত্যাদি—আমরা যে সুরত ইচ্ছা করিয়াছিলাম, তাহাও তুমিই করাইয়াছ। নিপুণ চোর যেমন সুগুপ্ত পরদ্রব্য বিদিত হইয়া দুর্লঙ্ঘ্য লঙ্ঘন করিয়া বুদ্ধি মোহন পূর্ব্বক সাধু লোকেরও ধন অপহরণ করিয়া থাকে, তুমিও তদ্রূপ শরৎকালীন জলাশয়ে সমুৎপন্ন সুন্দর সরসিজের গর্ভগত শোভার তিরস্কারী নিজ নেত্র দ্বারা এই সরলমতি, কুলবতী, অন্তঃপুরচারিণী ও সুরক্ষিতা ব্রজগোপীদিগকে মোহিত করিয়া তাহাদিগের প্রাণ পর্য্যন্ত অপহরণ করিতেছ, তোমার এই কার্য্য কি হিংসা বলিয়া গণ্য হইতেছে না? যদি বল, আমার নিজের ধন নিজে গ্রহণ করিতেছি, তাহাতে আমার দোষ হইবে কেন? এরূপও বলিতে পার না; কারণ, তুমি কিছু আমাদিগকে শুল্ক দ্বারা ক্রয় কর নাই, আমরা মুগ্ধ হইয়াই তোমাকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছি।

৩ শ্লোক। "হে ঋষভ" ইত্যাদি—আমাদিগের প্রাণহরণই যদি তোমার অভিপ্রেত ছিল, তবে কেন তুমি আমাদিগকে

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিপদ হইতে রক্ষা করিলে? তুমি কালিয়হ্রদের বিষপানজনিত বিনাশ হইতে ও অঘাসুর প্রভৃতি হইতে নিজ-রক্ষণ দ্বারা ত্বদেকপ্রাণা গোপীদিগকে রক্ষা করিয়াছ এবং ইন্দ্রকৃত বাতবর্ষণ প্রভৃতি হইতে আমাদিগকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই রক্ষা করিয়াছ, ইহা কাহারও অবিদিত নহে।

৪ শ্লোক। "হে সখে" ইত্যাদি—তুমি আত্মগোপনার্থ সাধারণ নরবালকলীলা অঙ্গীকার করিলেও, আমরা শুনিয়াছি, তুমি কেবল যশোদানন্দন নহ, তুমি যশোদার নন্দন হইয়াও অখিলপ্রাণীর অন্তঃকরণসাক্ষী পরমাত্মা, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া বিশ্বপালনার্থ যাদবগণের কুলে অবতীর্ণ হইয়াছ। তুমি যখন বিশ্বপালনার্থ অবতীর্ণ হইয়াছ এবং আমরাও যখন সেই বিশ্বের বহির্ভূত নহি, তখন আমাদিগের পরিপালনও কি তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না?

৫ শ্লোক। "হে যাদবশ্রেষ্ঠ" ইত্যাদি—তুমি নিজের অশেষ মাধুরী প্রকটনের নিমিত্ত যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছ। হে প্রিয়, তুমি বরদ, জীবের ত্রিবর্গসম্পাদন করিয়া থাক। তুমি সংসার-ভয়ে ভীত চরণে শরণাগত ভক্তকুলের মোক্ষরূপ অভয় প্রদান করিয়া থাক। তুমি কমলাকরগ্রহণশীল, প্রেমাধীন ও রসিক-চূড়ামণি। তুমি নিজমাহাত্ম্য প্রকটন পূর্ব্বক তোমার প্রতি-পাল্য গোপীগণের মস্তকে তোমার ঐ করকমল অর্পণ করিয়া আমাদিগকে অঙ্গীকার কর।

৬ শ্লোক। "হে ব্রজজনার্ত্তিনাশন" ইত্যাদি—তুমি ব্রজ-জনের আর্ত্তিনাশন, আমাদিগের অন্ত্যদশাপত্তির পূর্ব্বেই আমা-দিগকে তোমার মনোহর মুখকমল দর্শন করাও। তুমি বীর, তোমার অদেয় কিছুই থাকিতে পারে না। যদি বল, তোমরা মানিনী হইয়াছিলে বলিয়াই আমিও উপেক্ষা করি-

য়াছি। আমাদিগের মানখণ্ডনের নিমিত্ত তোমার উপেক্ষার প্রয়োজন হয় না; তোমার ঈষৎ হাস্যই আমাদিগের মান-ভঙ্গের পক্ষে যথেষ্ট। হে সখে, আমাদিগের দুর্দ্দশার নিমিত্ত তোমাকেই কি অনুতাপ করিতে হইবে না? আমরা তোমার কিঙ্করী, আমাদিগকে আশ্রয় প্রদান কর। আমরা তোমার নিজজন, আমাদিগকে উপেক্ষা করিও না।

৭ শ্লোক। "প্রণত প্রাণিমাত্রের" ইত্যাদি—তুমি প্রণত প্রাণিমাত্রের পাপনাশক, আমাদিগের মনোরথপূরণে তোমার পাপাশঙ্কা সম্ভব হয় না। আমরা অনভিজ্ঞ হইলেও, আমা-দিগের সঙ্গ তোমার পক্ষে দোষজনক হইতে পারে না; কারণ, তৃণচর পশুকুলের অনুগমনরূপ 'গোপবৃত্তি তোমার স্বাভা-বিকী। তোমার চরণকমল সৌভাগ্যলক্ষ্মীর নিকেতন, উহা আমাদিগের স্তনসমূহে অর্পণ করায় কোন দোষ হইবে না, বরং গুণই হইবে। তুমি ঐ চরণকমল কালিয়ের ফণায় অর্পণ করিয়াছিলে, অতএব উহা বিষময় হৃত্তাপের ধ্বংসন-কার্য্যে পটুতর। আমরা আর কিছু প্রার্থনা করিতেছি না। তোমার ঐ চরণকমল আমাদিগের স্তনসমূহে অর্পণ করিয়া আমাদিগের হৃদয়গত কামতরুকে ছেদন কর। এই স্থলে কেহ বলিতে পারেন—মহাপ্রেমবতী গোপীগণ নিজের কাম-পীড়া নিবারণার্থ শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গোপীগণের তাদৃশী প্রার্থনা নিজের কামপীড়া নিবারণের নিমিত্ত নহে, পরন্তু কৃষ্ণসুখার্থই। বাক্য দ্বারা পরার্থপরতা প্রকাশে প্রেম লঘু হইয়া থাকে বলিয়াই প্রেমি-কেরা পরার্থকে স্বার্থের ন্যায়ই বলিয়া থাকেন।

৮ম শ্লোক। "হে পদ্মপলাশলোচন" ইত্যাদি—তুমি নিজ মুখে বলিয়া থাক, "রাধিকে, তুমি কঠোরই হও আর মৃদুই

হও, তুমি আমার প্রাণ; চন্দ্রলেখা ভিন্ন চন্দ্রের অন্য গতি নাই; কিন্তু আজ তোমার সেই শ্রীরাধিকা মোহদশা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তুমি তাঁহার জীবনৌষধ হইয়াও এখনও দেখা দিতেছ না। তোমার মধুর বুধজনমনোহর মনোহরপদাবলিসমন্বিত বাক্য দ্বারা বিমোহিত এই দাসীকে অধরামৃত দ্বারা সত্বর সংজীবিত কর।

৯ শ্লোক। "তাপিত জনের" ইত্যাদি। তোমার কথামৃত তাপিত জনের জীবন, পাপনাশক ও শ্রবণমঙ্গল বলিয়া জ্ঞানিগণ প্রশংসা করিয়া থাকেন, কিন্তু আজ উহা আমাদিগের সম্বন্ধে বিপরীত ফল উৎপাদন করিয়াছে, আমরা ঐ কথামৃতে মোহ প্রাপ্ত হইয়াছি। জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন, যিনি সংসারে তোমার কথামৃত দান করেন, তিনি সর্ব্বার্থপ্রদাতা, কিন্তু আজ তোমার ঐ কথামৃত আমাদিগের প্রাণঘাতক হইয়াছে।

১০ শ্লোক। "হে প্রিয়" ইত্যাদি—তোমার দর্শন ব্যতিরেকে ত্বৎসম্বন্ধি সুখপ্রদ বস্তুমাত্রই আজ আমাদিগকে বিশেষ দুঃখ প্রদান করিতেছে। তোমার সুন্দর হাস্য, সপ্রেম নিরীক্ষণ, স্মরণমঙ্গল বিহার এবং হৃদয়স্পর্শী সঙ্কেতনর্ম্ম সকল আজ আমাদিগের মন অতিশয় আকুল করিতেছে। অতএব আর আমাদিগের সহিত কপটতাচরণ করিও না।

১১ শ্লোক। "হে নাথ" ইত্যাদি—তুমি কি সংযোগ কি বিয়োগ উভয় অবস্থাতেই আমাদিগকে দুঃখ দান করিয়া থাক। তুমি সমস্ত ব্রজজনের নাথ, তুমি কান্ত, তোমার নিমিত্ত ব্রজজনের মন সদাই আকুল থাকে। তুমি যখন পশুচারণ করিতে করিতে ব্রজ হইতে গমন কর, তখন তোমার কমল সদৃশ সুকোমল চরণ-যুগল শস্যকণা তৃণ ও অঙ্কুর সমূহ

দ্বারা ক্লেশ পায় ভাবিয়া আমাদিগের মন অতিশয় অসুস্থ হইয়া থাকে।

১২ শ্লোক। "হে বীর" ইত্যাদি—আবার যখন তুমি সায়ংকালে আসিয়া সুনীলকুন্তলাবৃত গোধনখুরোত্থিত ধূলি দ্বারা ধূসরিত বদনকমল ধারণ পূর্ব্বক উহা আমাদিগকে মুহুর্মুহু দর্শন করাও, তখন আমাদিগের ইচ্ছা হয় তোমার সঙ্গ করিতে, কিন্তু ঐ সঙ্গ আমাদিগের পক্ষে সুলভ হয় না। অতএব সর্ব্বদাই তোমার কপটতা প্রকাশ পাইতেছে।

১৩ শ্লোক। "হে রমণ" ইত্যাদি—তোমার ঐ চরণ প্রণত অপরাধী জনেরও অভীষ্টদ; ব্রহ্মা নিজ অপরাধ প্রশমনের নিমিত্ত তোমার ঐ চরণ অর্চ্চন করিয়া থাকেন; উহা অসাধারণ সুন্দর ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি চিহ্ন দ্বারা ধরণীকে অলঙ্কৃত করিয়া থাকে; লোকে আপৎকালে তোমার ঐ চরণ ধ্যান করিয়া থাকেন; উহা স্মরণমাত্র সকলের সকল আপদ দূর করে; অতএব ঐ চরণ আমাদিগের স্তনসমূহে অর্পণ করিয়া আমাদিগের বিরহব্যথা দূর কর।

১৪ শ্লোক। "হে বীর" ইত্যাদি—তুমি ভিষক্‌শিরোমণি, আমরাও তোমার বিরহপীড়ায় পীড়িত। আমাদিগকে তোমার ঐ অধরামৃত বিতরণ করিয়া সুস্থ কর। তোমার অধরামৃত সম্ভোগসুখবর্দ্ধন দ্বারা পুষ্টিকারক, শোকপীড়ার নাশক, বিষয়ান্তরে আসক্তিরূপ কুপথ্যেও অরুচিজনক। অতএব ঐ অদ্ভুত অমূল্য ঔষধ আমাদিগকে বিতরণ কর।

১৫ শ্লোক। "তুমি যখন" ইত্যাদি—দুঃখের সময় সাধারণতঃ দুরতিক্রম হইয়া অতীব দুঃখদায়ক হয়। তোমার বিরহ সময় বিশেষতঃ দুরতিক্রমণীয়। তুমি যখন দিবাভাগে········ নিশ্চয়ই জড়।

১৬ শ্লোক। "হে অচ্যুত "ইত্যাদি—তুমি আমাদিগের আগমনের কারণ বিদিত আছ। আমরা তোমার বেণুগীতে মোহিত হইয়া আত্মীয় স্বজন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তোমার সমীপে আগমন করিয়াছি। যদি বল, আমি অপ্রচ্যুতস্বভাব, আমি আমার স্বভাব ত্যাগ করিতে পারিব না, তোমরা আমার নিকটে কেন আগমন করিলে? তাহার কারণত বলিলাম, আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক আসি নাই, তুমি আমাদিগকে নিজের মোহন মন্ত্র দ্বারা আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছ। অতএব এই রাত্রিকালে আমাদিগকে ত্যাগ করা উচিত হইতেছে না।

১৭ শ্লোক। "তোমার নির্জ্জন প্রদেশের" ইত্যাদি—তোমার নির্জ্জন প্রদেশের রতিপ্রার্থনাব্যঞ্জক সম্ভাষণ, অস্মদবলোকনহেতুক কন্দর্পভাবোদয়, প্রকৃষ্টহাস্যযুক্ত বদন, প্রেমযুক্ত নিরীক্ষণ ও শোভাস্পদ বক্ষঃস্থল, এই পঞ্চ শর আমাদিগের নয়নরন্ধ্র দ্বারা হৃদয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক তোমাতে স্পৃহারূপ উৎকণ্ঠাজ্বালা দ্বারা আমাদিগের বিরহব্যাকুল মনকে মূর্চ্ছিত করিতেছে।

১৮ শ্লোক। "হে কৃষ্ণ" ইত্যাদি—আমাদিগের হৃদ্রোগের প্রশমনকারী ঔষধ তোমার অবিদিত নহে। হে কৃষ্ণ, তোমার অবতার.........প্রদান কর।

১৯ শ্লোক। "হে প্রিয়" ইত্যাদি—যদি বল, আমি নিজস্থখে বনভ্রমণ করিতেছি, এখন আমার তোমাদিগের প্রার্থনা পূরণের অবসর নাই, তাহা বলিতে পার না; আমাদিগের আয়ু তোমারই অধীন। তোমার দুঃখ ভাবিয়া আমাদিগের প্রাণবায়ু বহির্গতপ্রায় হইয়াছে। হে প্রিয়, তোমার যে সুকুমার.........আমাদিগের জীবন।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

৪ শ্লোক। কোন গোপী—চন্দ্রাবলী। কেহ বা—শ্যামলা।

৫ শ্লোক। কোন্‌ গোপী—শৈব্যা। কেহ বা—পদ্মা।

৬ শ্লোক। কোন গোপী—শ্রীরাধা।

৭ শ্লোক। কোন গোপী—ললিতা।

৮ শ্লোক। কোন গোপী—বিশাখা।

৯ শ্লোক। গোপী সকল—ভদ্রাপ্রভৃতি গোপী সকল।

২২ শ্লোক। নিরুপাধিভজনপরায়ণা—নির্দ্দোষ-ভোজন পরায়ণা; নির্ম্মল-প্রেম-শালিনী।

গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণভজন আপাততঃ কামময় বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃতপক্ষে কামময় নহে, পরন্তু নির্ম্মল প্রেমবিষয়ময়।

"প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥"

গোপীগণের পবিত্র প্রেমই কাম এই আখ্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই নিমিত্ত ভগবৎপ্রিয় উদ্ধবাদি মহাত্মারাও ঐ প্রেম বাঞ্ছা করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—

"গোপীগণের প্রেমের রূঢ়ভাব নাম।
শুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম কভু নহে কাম॥"

বস্তুতঃ কাম ও প্রেম সম্পূর্ণ বিভিন্নলক্ষণাক্রান্ত। আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছার নাম কাম এবং কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি বাঞ্ছার নাম প্রেম। কামের তাৎপর্য্য নিজসম্ভোগে, অপর প্রেমের তাৎপর্য্য কৃষ্ণসুখে। এই কৃষ্ণসুখের জন্য গোপীগণ লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম ও আত্মসুখে বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার সেবা করিয়া-

ছিলেন। গোপীদিগের নিজাঙ্গপ্রীতিও শ্রীকৃষ্ণের জন্য। প্রেমের উত্তরোত্তর পরিপাকে সাতটি অবস্থা হয়। ভালবাসার প্রথম অবস্থাই প্রেম। ঐ প্রেম যখন চিত্তকে দ্রবীভূত করিতে থাকে, তখন উহাকে স্নেহ বলা যায়। স্নেহ যখন পরিপক্ক হইয়া নূতন মাধুর্য্য আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত কৌটিল্য ধারণ করে, তখন ঐ স্নেহকে মান বলা যায়। মান যখন বিশ্রম্ভ ধারণ করিয়া অর্থাৎ গৌরবরহিত হইয়া বিষয়াশ্রয়ের সর্ব্বথা একত্ব সাধন করে, তখন ঐ মানকে প্রণয় বলা যায়। প্রণয়ের উৎকর্ষে যখন চিত্তে অতিশয় দুঃখকেও সুখ বোধ হয়, তখন ঐ প্রণয়কে রাগ বলা যায়। রাগের পরিপাকই অনুরাগ। অনুরাগে সদানুভূত প্রিয় বস্তুও নিত্য নবীভূতের ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে। ঐ অনুরাগ আবার যখন যাবদাশ্রয়বৃত্তি হইয়া অর্থাৎ সীমান্তে যাইয়া স্বসম্বেদ্যদশা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ নিজের বৃত্তিভূত উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকাদি ভাব সকল দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করে, তখন উহাকে ভাব বলা হয়। এই ভাব ব্রজদেবীগণে আরম্ভ হইতেই দৃষ্ট হইয়া পরিশেষে মহাভাবরূপে পরিণত হইয়া থাকে। ব্রজদেবীগণের ভাবই মহাভাব। যে মহাভাবে সাত্ত্বিক ভাব সকল উদ্দীপ্ত হয়, তাহাকেই রূঢ় মহাভাব বলা যায়। রূঢ় মহাভাবে নিমেষমাত্র প্রিয়বিচ্ছেদের অসহিষ্ণুতা, স্বসংসর্গে অপরের হৃদয়বিলোড়ন, কল্পকাল অল্পকালের ন্যায় বোধ, প্রিয়ের সুখেও দুঃখবোধে খেদ, মোহাদির অভাবেও সর্ব্ববিস্মরণ, মুহূর্ত্তমাত্র কালকেও কল্পের ন্যায় বোধ প্রভৃতি লক্ষণসকল দৃষ্ট হইয়া থাকে।

গোপীপ্রেমের একটি অদ্ভুত স্বভাব এই যে, সুখের বাঞ্ছা নাই, অথচ সুখ নিয়ত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। গোপীপ্রেমের এই ভাবটি সাধারণ বুদ্ধির বেদ্য নহে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—

"আর এক অদ্ভুত গোপীভাবের স্বভাব।
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব॥
গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণদরশন।
সুখবাঞ্ছা নাহি সুখ হয় কোটিগুণ॥
গোপিকাদর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয়॥
তাঁসবার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ।
তথাপি বাঢ়িল সুখ পড়িল বিরোধ॥
এ বিরোধের এক এই দেখি সমাধান।
গোপিকার সুখ কৃষ্ণসুখে পর্য্যবসান॥
গোপিকাদর্শনে কৃষ্ণের বাঢ়ে প্রফুল্লতা।
সে মাধুর্য্য বাঢ়ে যার নাহিক সমতা॥
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ॥
গোপীশোভা দেখি কৃষ্ণের শোভা বাঢ়ে যত।
কৃষ্ণশোভা দেখি গোপীর শোভা বাঢ়ে তত॥
এই মত অন্যোন্যে পড়ে হুড়াহুড়ি।
অন্যোন্যে বাঢ়ে কেহ মুখ নাহি মুড়ি॥
কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপীরূপগুণে।
তাঁর সুখে সুখবৃদ্ধি হয় গোপীগণে॥
অতএব সেই সুখে কৃষ্ণসুখ পোষে।
এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি কামদোষে॥
আর এক গোপীপ্রেমের স্বাভাবিক চিহ্ন।
যে প্রকারে হয় প্রেম কামগন্ধহীন॥

গোপীপ্রেমে করে কৃষ্ণমাধুর্য্যের পুষ্ট।
মাধুর্য্য বাড়ায় প্রেম হইয়া সন্তুষ্ট॥
প্রীতিবিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ।
তাঁহা নাহি নিজসুখ বাঞ্ছার সম্বন্ধ॥
নিরুপাধি প্রেম যাঁহা তাঁহা এই রীতি।
প্রীতিবিষয়সুখে আশ্রয়ের প্রীতি॥
নিজ-প্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে॥"

ত্রয়ত্রিংশ অধ্যায়।

৩ ও ৪ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত যোগৈশ্বর্য্য প্রকাশ হইয়াছে। প্রত্যেক গোপীই মনে করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্কন্ধে করস্থাপনপূর্ব্বক তাঁহারই পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহারই সহিত নৃত্য করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ কেবল তাঁহারই সমীপে থাকিয়া কেবল তাঁহারই সহিত নৃত্য করিলেও যে তাঁহাকে অনেকের সমীপে থাকিয়া অনেকেরই সহিত নৃত্য করিতে দেখা যাইতেছে, সে কেবল তাঁহার নৃত্যকৌশল মাত্র। তিনি এক এবং একস্থানে থাকিলেও তাঁহার অত্যদ্ভুত নৃত্যকৌশল বশতঃ তাঁহাকে অনেকত্র প্রকাশিত দেখা যাইতেছে। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ, দেশ কাল ও বস্তু দ্বারা পরিচ্ছেদ রহিত বলিয়াই তিনি একই হইলেও ইচ্ছানুসারে অনেকত্র প্রকাশ হইতে পারেন। দেশ কাল ও বস্তু দ্বারা পরিচ্ছেদ বিশিষ্ট প্রাকৃতিক পদার্থের ঐরূপ প্রকাশ সম্ভব হয় না। দেশ কাল ও বস্তু দ্বারা পরিচ্ছেদ বিশিষ্ট প্রাকৃতিক পদার্থের বরং তদ্বিপরীত ভাবই দেখা যায়। দেশ কাল ও বস্তু দ্বারা পরিচ্ছেদ বিশিষ্ট প্রাকৃতিক পদার্থ সকল

একমাত্র আধারসূত্রে আবদ্ধ থাকায় উহাদের একের অনেকত্র প্রকাশের পরিবর্ত্তে অনেকেরই একত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। অলাতচক্র ও জলপ্রবাহ উহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। আমরা কোন একটি জ্বলন্ত দণ্ড ঘুরাইলে একটি মণ্ডলাকার চক্রাকার জ্বলন্ত রেখা দেখিতে পাই। বাস্তবিক চক্রাকার জ্বলন্ত রেখা নাই। জ্বলন্ত দণ্ডটি দ্রুত ভ্রামিত হওয়ায় দর্শকের অতীতের স্মৃতি ও বর্ত্তমানের ধারণা একত্র মিলিত হইয়াই উক্ত চক্রাকার রেখারূপে অনুভূত হয়। জলপ্রবাহ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। আমার পূর্ব্বদৃষ্ট জলপ্রবাহের স্মৃতির সহিত পশ্চাৎ দৃষ্ট জলপ্রবাহের মিলনে এক অখণ্ড প্রবাহের অনুভব হয়। বস্তুতঃ প্রাকৃতিক পদার্থমাত্রই ঐরূপ। এই জগতে আমরা দ্রুত সঞ্চরণশীল কতকগুলি অবয়বের সমবায়ে একটি অবয়বী বস্তু অনুভব করিয়া থাকি। যোগীর কায়ব্যূহ অবশ্য একটিই অনেকটি হইয়া প্রকাশ পায়। কিন্তু যোগীর কায়ব্যূহে ও শ্রীভগবানের প্রকাশমূর্ত্তিতে প্রভেদ আছে। যোগীর কায়ব্যূহে পূর্ব্বাপরীভাব লক্ষিত হয়, শ্রীভগবানের প্রকাশমূর্ত্তিতে তাহা হয় না। শ্রীভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি সকল যুগপৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই নিমিত্তই শ্রীভগবানের প্রকাশ যোগিগণকেও মোহিত করে। শ্রীভগবানের প্রকাশ যোগিগণকেও মুগ্ধ করে বলিয়াই এইস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে যোগেশ্বর বলা হইয়াছে।

১০ শ্লোক। উন্নয়ন—উৎকৃষ্টরূপে আলাপ। কোন গোপী—ললিতা। অন্য কোন গোপী—বিশাখা।

১১ শ্লোক। কোন গোপী—শ্রীরাধিকা।

১২ শ্লোক। কোন এক গোপী—শ্যামলা।

১৩ শ্লোক। কোন গোপীকে—শৈব্যাকে।

১৪ শ্লোক। কোন গোপী—চন্দ্রাবলী, পদ্মা ও ভদ্রা।

১৫ শ্লোক। গোপী-সকল—অপরাপর গোপী সকল।

১৭ শ্লোক। "এইরূপে রমাপতি" ইত্যাদি—বালক যেমন নিজের মুখমাধুরী প্রভৃতি স্বচ্ছবস্তুতে পতিত স্বীয় প্রতিবিম্ব দ্বারা অনুভব করে, শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ নিজের স্বরূপ-শক্তির অধিষ্ঠাত্রীরূপিণী গোপীদিগের চিত্তবৃত্তিতে প্রতিফলিত নিজশক্তিরূপ শ্রীবিগ্রহের মাধুরী অনুভব করিতে লাগিলেন।

২৮ শ্লোক। এই শ্লোকেই রাসলীলা শেষ হইল। রাসলীলায় নিম্নলিখিত কয়েকটী ক্রীড়া সম্পাদিত হইয়া থাকে।

বংশীসংজল্পিতমনু রতং রাধয়ান্তর্দ্ধিকেলিঃ
প্রাদুর্ভূর্য়াসনমধিপটং প্রশ্নকূটোত্তরঞ্চ।
নৃত্যোল্লাসঃ পুনরপি রহঃক্রীড়নং বারিখেলা।
কৃষ্ণারণ্যে বিহরণমিতি শ্রীমতী রাসলীলা॥"

প্রথমতঃ বংশীগান, পরে গোপাঙ্গিনাদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন, রমণ, শ্রীরাধার সহিত অন্তর্ধানকেলি, শ্রীকৃষ্ণের প্রাদুর্ভাব, গোপীদত্ত উত্তরীয়াসনে উপবেশন, কূটপ্রশ্ন ও তাহার উত্তর, নৃত্যোল্লাস, পুনর্ব্বার রহস্য-ক্রীড়া, জলক্রীড়া ও যমুনোপবনে বিহার।

২৮ শ্লোক। শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মের বক্তা, কর্ত্তা ও রক্ষিতা হইয়াও অধর্ম্মের বক্তা, কর্ত্তা ও স্থাপয়িতা হইলেন, ইহাই ভবদুক্ত রাসলীলাতে দৃষ্ট হইতেছে। তিনি গোপনে পরদার ভজনার কথা বলিয়া অধর্ম্মের বক্তা, পরদার রমণ দ্বারা অধর্ম্মের কর্ত্তা ও পুনঃ পুনঃ তাদৃশ আচরণ দ্বারা অধর্ম্মের স্থাপয়িতা হইলেন, ইহাই দেখা যাইতেছে।

২৯ শ্লোক। এইরূপ কর্ম্ম কামী পুরুষেরাই করিয়া থাকে,

আপ্তকাম শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে এরূপ কর্ম্ম-সম্ভব হয় না। সম্ভব না হইলেও, তিনি যখন এইরূপ কর্ম্ম করিয়াছেন, তখন অবশ্য এইরূপ কর্ম্ম-করিবার পক্ষে বিশেষ কোন অভিপ্রায় আছে। ঐ অভিপ্রায় কি? তাহা বলুন।

৩ শ্লোক। শুকদেব বলিলেন, রাজন্, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ঐরূপ আচরণের অভিপ্রায় কি, তাহা পরে বলিতেছি। বলিবার পূর্ব্বে দুই একটি অপর কথা বলার প্রয়োজন, অতএব অগ্রে তাহাই বলিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ যে কেন ঐরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, তাহা বিদিত হইবার পূর্ব্বে ঐরূপ আচরণ যে আমাদের আচরণীয় নহে, তাহা বিদিত হওয়া উচিত। শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর, কর্ম্মের নিয়ন্তা, কর্ম্ম-পারতন্ত্র্য-রহিত। তিনি কর্ম্মের অধীন নহেন বলিয়া তাঁহার কর্ম্ম তাঁহার পক্ষে ক্ষতিকর হয় না। যাঁহারা কর্ম্মপরবশ, তাঁহাদের কর্ম্ম তাঁহাদের পক্ষে হয় ক্ষতিকর না হয় বৃদ্ধিকর হইয়া থাকে। সর্ব্বভুক্ বহ্নি যে কোন বস্তু ভোজন করুন, সকলই ভস্মীভূত হইয়া যায়। তেমনি জ্ঞানাদিশক্তিতে তেজীয়ান্ ব্যক্তি সকল কর্ম্ম করিয়াও নির্দোষ ও নিষ্পাপ থাকিতে পারেন।

৩১ শ্লোক। অতএব আমাদিগের ন্যায় কর্ম্মাধীন জীবের পক্ষে ঐরূপ কর্ম্ম মনেও আচরণীয় হইতে পারে না। মহাদেব সমুদ্রমন্থনোত্থ বিষ পান করিয়াছিলেন শুনিয়া আমি কি বিষপানে প্রবৃত্ত হইতে পারি? যদি কেহ কখন মূঢ়তা বশতঃ লোক-বেদ-বিরুদ্ধ কর্ম্মের আচরণে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি ইহলোকে উপহাসাস্পদ ও নিন্দনীয় এবং পরলোকে দণ্ডিত হইবেন, ইহা স্থির।

৩২ শ্লোক। যিনি বুদ্ধিমান্ হইবেন, তিনি কখনই তেজীয়ান্ ঈশ্বরদিগের আচরণ দেখিয়া তাহার অনুকরণ করিতে

যাইবেন না, পরন্তু তাঁহারা আমাদিগকে যাহা করিতে উপদেশ করিবেন, তাহাই করিতে চেষ্টা করিবেন।

৩৩ শ্লোক। জ্ঞানাদিশক্তিসমন্বিত তেজীয়ান্ পুরুষেরা লোকশিক্ষার নিমিত্ত যে কিছু কর্ম্ম করেন, তাহার ফলে তাঁহাদিগকে স্বর্গ বা নরক উভয়ই ভোগ করিতে হয় না।

৩৪ শ্লোক। সাধারণ তেজীয়ান্ পুরুষের পক্ষেই যখন এই কথা, তখন সর্ব্বপ্রাণীর নিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেত কথাই নাই।

৩৫ শ্লোক। শ্রীকৃষ্ণের জন্মকর্ম্মাদি দৈবাধীন নহে, তাঁহার স্বেচ্ছাধীন।

৩৬ শ্লোক। তিনি সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী পরমাত্মা। তিনি গোপী ও তৎপতিদিগেরও পতি। অতএব তাঁহার পক্ষে পরদারই অসম্ভব। গোপীগণ যদি তাঁহার পরদার না হইয়া স্বদার হইলেন, তবে গোপীরমণে তাঁহার দোষও হইতে পারিল না। যদি কেহ বলেন,—পরমার্থ দৃষ্টিতে দোষ না হইলেও, লোকদৃষ্টিতে দোষ হইতেছে; কারণ, লোকতঃ গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের পরদার বলিয়াই বিদিত, স্বয়ং গোপীরা ও গোপেরাই তদ্বিষয়ে প্রমাণ; গোপীরা আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের পরদার বলিয়াই মনে করিতেন এবং গোপীদিগের পতিরাও গোপীদিগকে আপনাপন পরিণীতা পত্নী বলিয়াই মনে করিতেন—তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, গোপীগণ লোকতঃ শ্রীকৃষ্ণের পরদার বলিয়াই খ্যাত, ইহা অস্বীকার করিবার সাধ্য নাই, কিন্তু তা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের গোপীরমণ যে কোন অংশে দূষণীয়, তাহা স্বীকার করা যায় না। দোষ কাহাকে বলে? কোন্ কর্ম্মকে দুষ্ট বলা যায়? ফল দেখিয়াই দোষাদোষ বিচারিত হয়। যাহার ফল মন্দ, তাহাই দোষ। যে

কর্ম্মের ফল ক্ষতিকর, তাহাকেই দুষ্য বলা যায়। যে কর্ম্ম আচরণকর্ত্তার, যাঁহার প্রতি আচরিত হয় তাঁহার, তদনুমোদনকর্ত্তার, দর্শকের ও শ্রোতার অথবা ইহাঁদের মধ্যে একতরের ক্ষতিকর হয়, সেই কর্ম্মকেই দুষ্য কর্ম্ম বলা হইয়া থাকে। বিচার্য্য গোপীরমণকর্ম্মের কর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণ, কর্ম্ম গোপীগণ, অনুমোদয়িতা লীলাপরিকর সকল, দ্রষ্টাও লীলাপরিকর সকল এবং শ্রোতা উদ্ধবাদি ভক্তবর্গ এবং শিশুপালাদি অভক্তবর্গ। শ্রীকৃষ্ণের গোপীরমণকর্ম্ম এই চারিশ্রেণীর লোকের মধ্যে কাহারও কোনরূপ ক্ষতিকর হইয়াছিল, এরূপ শুনা যায় না। শ্রীকৃষ্ণের গোপীরমণকর্ম্ম উক্ত চারিশ্রেণীর মধ্যে কাহারও কোনরূপ ক্ষতিকর হয় নাই, ইহা স্থির। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের পরমার্থতঃ পতি হইলে, উক্ত কর্ম্ম পরমার্থতঃ কাহারও কোনরূপ ক্ষতিকর হইতে পারে না, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। আবার যাহা পরমার্থতঃ ক্ষতিকর হয় না, তাহা লোকতও ক্ষতিকর হইতে পারে না। যদি বলেন,—পরমার্থদর্শীর পক্ষে লোকতও ক্ষতিকর না হইতে পারে, কিন্তু লোকার্থদর্শীর পক্ষে লোকতঃ ক্ষতিকর হওয়াই সম্ভব, এবং সম্ভাবনা করিবার পক্ষে যুক্তিও দেখা যায়; কারণ, অনেক গোপগোপীর চক্ষে তাদৃশ আচরণ দুষ্য বলিয়াই দৃষ্ট হইয়াছিল, তৎপক্ষে প্রমাণের অসম্ভাবনা নাই,—তাহা বলিতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণের গোপীরমণকর্ম্ম অনেক গোপগোপীর দৃষ্টিতে দুষ্য বলিয়াই অনুভূত হইত, একথা সত্য; কিন্তু তাঁহাদিগের তাদৃশ অনুভবের স্থায়িত্ব স্বীকৃত হয় না। কখন কোন গোপ বা গোপী শ্রীকৃষ্ণের উক্ত কর্ম্ম দুষ্য বলিয়া বোধ করিলেও, তৎপরক্ষণেই তাঁহার উক্ত বোধ অন্তর্হিত হইয়া যাইত, এইরূপই শুনা যায়। রসোল্লাস সাধনার্থ গোপীদিগের পরকীয়াত্ব

প্রত্যায়িত করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়া ঐ সকল গোপগোপীর চক্ষে ঐ ভাব দূষ্য বলিয়া প্রতীত করাইয়া তৎপরক্ষণেই তাঁহাদিগের মন হইতে উক্ত ভাবের অপনয়ন করিতেন। যদি কোন অজ্ঞ পুরুষ কোন চিকিৎসককে কাহারও বিস্ফোটকে অস্ত্রচালনা করিতে দেখিয়া চিকিৎসকের উক্ত অস্ত্রচালনরূপ কর্ম্মকে সদোষ বলিয়া ভাবেন, বস্তুতঃ উহা কি সদোষ বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইবে? যোগমায়ায় মোহিত হইয়া যদি কখন কোন গোপ বা গোপী শ্রীকৃষ্ণের গোপীরমণাদি কর্ম্ম সদোষ বলিয়াও ভাবিয়া থাকেন, তাহাতে উহা সদোষ হইতেছে না, কারণ, তাঁহাদিগের তাদৃশী ভাবনা তৎপরক্ষণেই অন্তর্হিত হইয়া যাইত। রসপুষ্টির জন্য যে যোগমায়া ঔপপত্য ভাব দ্বারা গোপীদিগের স্বাভাবিক দাম্পত্যকে আচ্ছাদিত করিয়া দিতেন, তিনিই গোপগোপীদিগের চিত্তে দোষোদ্ভাবন পূর্ব্বক তৎপরক্ষণেই উক্ত দোষের অপনয়ন করিতেন। গোপগোপীগণ যোগমায়ায় মোহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আচরণ সকল কখন সদোষ কখন নির্দ্দোষ এইরূপই বিবেচনা করিতেন। গোপীদিগের কি বিবাহ, কি গৃহাবস্থান, কি বনগমন, কি কুঞ্জমিলন, সকল অবস্থাতেই যোগমায়াকৃত অদ্ভুত সমাধানের কথা শ্রবণ করা যায়। নিত্যসিদ্ধ গোপীগণ যোগমায়া-কল্পিত-নিজ-প্রতিবিম্ব-স্থানীয়া অপর গোপীতে একীভূত হইয়াই গোপান্তরের সহিত পরিণীত হইয়াছিলেন। তাঁহারা তদ্রূপেই গৃহে অবস্থান করিতেন। তাঁহারা যখন কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতেন, তখন তাঁহাদিগের সেই যোগমায়াকল্পিত প্রতিবিম্বই পতিপার্শ্বে অবস্থান করিতেন। আবার কখন কোন নিত্যসিদ্ধা গোপী শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্মিলিত হইলে, তাঁহার পতি বা গুরুজন তাঁহাকে গৃহে না

পাইয়া তাঁহার ও শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র সম্বন্ধে আশঙ্কিত হইতেন বটে, কিন্তু যোগমায়া রসাপোষণরূপ প্রয়োজন বিশেষের সাধনার্থ প্রথমতঃ ঐপ্রকার ঘটনা উপস্থাপিত করিয়া প্রয়োজন সাধনের পরক্ষণেই উহার এমনই অদ্ভুত সমাধান করিতেন যে, ঐ পতি বা গুরুজন আপনাদিগের ভ্রম বুঝিয়া মোহ বুঝিয়া লজ্জিত হইতেন, উক্ত গোপীর বা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া করিবার সুযোগ বা অবসরও পাইতেন না। এইত গেল, পরিকরদিগের কথা। পরিকরগণ মায়ামোহিত বা বা ভক্ত বলিয়া, তাঁহাদিগের কথা ছাড়িয়া দিলেও শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র সর্ব্বতোভাবেই নিশ্ছিদ্র ও নিষ্কলঙ্ক থাকে। দেশ কাল ও পাত্র বিচার করিয়া তাৎকালিক দর্শক ও শ্রোতা মাত্রই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবনীয় লীলাতে দোষারোপ বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইতেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে একাদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। এই নিমিত্ত কেহ কখন শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনের চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিতে সাহস করেন নাই। অন্যের কথা দূরে থাকুক, দুরাত্মা শিশুপাল রাজসূয় যজ্ঞের সভাস্থানেও অপরাপর দোষারোপের সহিত শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবনীয় চরিত্রের দোষোল্লেখে সাহস করে নাই। অপর কেহ যে করিয়াছিল, তাহাও শুনা যায় না। বরং অনেকেই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবনীয় চরিত্রের প্রশংসা করিয়াছেন, ইহাই শুনা যায়। দেশ কাল পাত্র বিচারে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবনীয় চরিত্র ভক্তাভক্ত সাধারণ দ্রষ্টৃশ্রোতৃবর্গের দৃষ্টিতে দোষ বলিয়া প্রতিভাত না হইলেও, শ্রীবৃন্দাবনীয় লীলাপরিকরবর্গের দৃষ্টিতে দোষ বলিয়া প্রতিভাত হইবার কারণ যোগমায়া। অঘটনঘটনাপটীয়সী যোগমায়াই এই অঘটন ঘটাইতেন, রসপোষণের নিমিত্তই যোগমায়ার এই অঘটনঘটন জানিতে হইবে।

৩৭ শ্লোক। বস্তুতঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপ্তকাম হইয়াও ভক্তবর্গের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্তই মনুষ্যশরীর প্রকটন পূর্ব্বক বিবিধ নরলীলা বিস্তার করিয়া থাকেন। সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তিও সচ্চিদানন্দময়ী। তাঁহার সচ্চিদানন্দময়ী শক্তির অধিষ্ঠাত্রীরূপা শ্রীরাধা ও তাঁহার কায়-ব্যূহরূপিণী গোপীগণের শ্রীমূর্ত্তিও তাদৃশী। কি শ্রীকৃষ্ণ কি গোপীগণ সকলেরই শরীর অপ্রাকৃত, স্থূলত্বাদিবর্জ্জিত। লীলার নিমিত্ত অপ্রাকৃত শরীর প্রাকৃতের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে। অতএব স্থূলদৃষ্টিতে কখনও কাহারও পক্ষে নিন্দ-নীয়রূপে প্রতীত হইলেও, রাসলীলা শ্রবণে, মুক্ত ও মুমুক্ষুর কথা দূরে থাকুক, বহির্মুখ বিষয়ী পর্য্যন্ত সকলকেই ভগবৎপরায়ণ করিয়া দেয়।

৩৮ শ্লোক। ব্রজবাসীরাই যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া করিতেন না, তখন অন্যের অসূয়ার অবসর কোথায়? যাহাদের অসূয়া করিবার কথা, সেই গোপগণই শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হইয়া যখন নিজ নিজ স্ত্রীদিগকে নিজ নিজ পার্শ্বেই দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া করিতেন না, তখন আপামর সাধারণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া করিবার সম্ভাবনাই দেখা যায় না। তথাপি যদি কোন স্থূলদৃষ্টি হতভাগ্য পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে দোষারোপ করিতে প্রয়াসী হয়েন, তিনি যে শাস্ত্রদর্শী নহেন, অবশ্য স্বীকার্য্য। যে শাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবনলীলা প্রচার করিতেছেন, সেই শাস্ত্রই বলিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ একাদশ বৎসর পরেই শ্রীবৃন্দাবন হইতে মথুরায় গমন করেন। অতএব শাস্ত্রানুসারে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবনীয় চরিত্রে দোষা-রোপের সুযোগ দেখা যায় না। পরমার্থদৃষ্টিতেও শ্রীবৃন্দাবনীয়া লীলা পরমরমণীয়া। উক্ত হইয়াছে—

"আরাধ্যো ভগবান্‌ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্‌
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥"

ভগবান্‌ ব্রজেন্দ্রনন্দন আরাধ্য তত্ত্ব; তাঁহার ধাম শ্রীবৃন্দাবন; ব্রজদেবীগণ কর্ত্তৃক কল্পিত উপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা; শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র নির্দ্দোষ প্রমাণ; প্রেমই পরম পুরুষার্থ; ইহাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মত এবং এবং এই মতেই আমাদিগের পরমাদর।

সম্পূর্ণ।